উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

জয় কাণ্ডে তসলিমা 'অপমানিত' ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩০° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন

বন্দে ভারতে প্রথম গ্রিন করিডর ৭

শ্রীলঙ্কা সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন বুমরাহ

হাঁটুর চোটে নাজেহাল ১১

শিলিগুড়ি ১৭ শ্রাবণ ১৪৩৩ সোমবার ৫.০০ টাকা 3 August 2026 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 77

সময়ের কথা

ধ্বংসের মুখে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

একটি বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে ধ্বংস হয়? একদিনে নয়, কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নয়, কোনও ভয়াবহ দুর্ঘটনাতেও নয়। একটি বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হয় দীর্ঘদিনের অবহেলায়, প্রশাসনিক শূন্যতায়, রাজনৈতিক অনীহায় এবং সমাজের বিবেকহীন নীরবতায়। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আজ সেই সত্যেরই এক বেদনাদায়ক প্রতিচ্ছবি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ স্থায়ী উপাচার্যের নাম সুবীরেশ ভট্টাচার্য। চাকরি চুরির দায়ে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি সিবিআই-এর হাতে গ্রেপ্তার হন। তারপর থেকেই ক্যাম্পাসে স্থায়ী উপাচার্য নেই। বছরখানেক একাধিক অস্থায়ী উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন, চলে গিয়েছেন। ২০২৩-এর শেষ থেকে সেই যাতায়াতও বন্ধ হয়েছে। প্রায় তিন বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যহীন। যাঁর নেতৃত্বে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা, প্রশাসন ও ভবিষ্যতের পথ নির্ধারিত হওয়ার কথা সেই চেয়ার ফাঁকা। নিয়োগের মামলা পৌঁছেছে সুপ্রিম কোর্টে। তবুও সুরাহা হয়নি।

শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, দেশের উচ্চশিক্ষার ইতিহাসেও এত দীর্ঘ সময় ধরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যহীন এমন ঘটনা বিরল। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এই অস্বাভাবিক ঘটনাই যেন আজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। রাজ্য সরকার নির্বিকার, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও নীরব।

এরপর দশের পাতায়

ওষুধ ব্যবসায়ীর ফ্ল্যাটে টাকার বান্ডিল

পুরাতন মালদা, ২ অগাস্ট : যেন বীরভূমেরই অ্যাকশন-রিপ্লে। পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডলের ফ্ল্যাট থেকে তো তোড়া তোড়া নোটের বান্ডিল উদ্ধারের ঘটনায় সবাই চমকে গিয়েছিলেন। এবারে পুরাতন মালদা শহরেও একই ঘটনা ঘটল। পিন্টু সরকার নামে এক ওষুধ ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হল। রবিবার সন্ধ্যায় পুলিশ মঙ্গলবাড়ি জাতীয় সড়কের ধারে একটি বেসরকারি আবাসনে হানা দেয়। সেখানে ওষুধ ব্যবসায়ী পিন্টুর ভাড়ার ফ্ল্যাট খুলে তল্লাশি চালাতেই প্রচুর টাকা মেলে। আলমারিতে সাজানো ৫০০ টাকার বান্ডিল দেখে পুলিশের চক্ষু চড়কগাছ।

এরপর দশের পাতায়

রঙিন জীবনের লোভে সর্বনাশ অর্পিতার

কলকাতা, ২ অগাস্ট : মোটরবাইকের গর্জন আর ট্র্যাভেল রিল বানানোর অদম্য নেশা। ঝাড়খণ্ডের সাহিবগঞ্জের থারকোল গ্রামের ২২ বছরের তরুণী অর্পিতা সরকার নিজের চেনা গণ্ডি ছাড়িয়ে হঠাৎই হয়ে ওঠে সোশ্যাল মিডিয়ার পরিচিত মুখ। বিএসকে কলেজ থেকে ইংরেজিতে স্নাতক 'স্মার্ট' মডেলের জীবনটা অবশ্য বদলে গিয়েছিল চার বছর আগেই। ইনস্টাগ্রামে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল হাওড়ার পিলখানার বারকোড প্রিন্টিং আর গেঞ্জি কারখানার আড়ালে 'নেটওয়ার্ক' চালানো এক তরুণের। নাম হামিম মণ্ডল। সেই ডিজিটাল পরিচিতি গড়ায় প্রেমে। যে প্রেম পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন ও গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর চক্রান্তের অন্ধকার গলিতে পৌঁছে দেয় অর্পিতাকে।

রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের দাবি অনুযায়ী, হামিম আর অর্পিতার নিশানায় ছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। আর তাই মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তায় আর কোনও ফাঁক রাখা হচ্ছে না। তাঁর সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যে চলে এসেছে বুলেটপ্রুফ গাড়ি। রবিবার সন্ধ্যায় কাঁথির 'শান্তিকুঞ্জ' থেকে সেই গাড়িতে চড়েই কলকাতায় রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী।

অর্পিতা আর হামিমের শুরুটা হয়েছিল নেহাতই চ্যাটিং, দেখাসাক্ষাৎ দিয়ে। কিন্তু গত কয়েকমাসে ঘটনাপ্রবাহ অন্যদিকে বাঁক নেয়। ততদিনে হামিমের মগজধোলাই হয়ে গিয়েছে। করাচি, দুবাই থেকে আসা নির্দেশ মেনে সে জড়িয়ে পড়েছে কুখ্যাত শাহজাদ ভাট্টি গ্যাং, জইশ-ই-মহম্মদ, আল বুর্গ ব্রিগেড ও তেহরিক-ই-তালিবান হিন্দুস্থানের সঙ্গে। এরপরেই টাকার লোভ আর রঙিন স্বপ্নের টোপ দিয়ে হামিম বান্ধবী অর্পিতাকেও এই বিপজ্জনক ছকে টেনে আনে। হরিয়ানার নেটপ্রভাবী জ্যোতি মালহোত্রা যেভাবে পাকিস্তানের চরচক্রের ফাঁদ পেতেছিলেন, ঠিক সেই মডেলেই রাজ্য পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসার ও প্রভাবশালীদের টার্গেট করার গুরুদায়িত্ব পায় ঝাড়খণ্ডের তরুণী।

পাক হ্যান্ডলার আবিদ জাট, রানা ও হামাদদের কাছ থেকে সরাসরি নির্দেশ আসত অর্পিতার কাছে। পুলিশ ও বিএসএফের নজর এড়াতে সাধারণ সোশ্যাল মিডিয়া ছেড়ে তারা ব্যবহার করতে শুরু করে ডিসকর্ড, সেশন, টেলিগ্রাম এবং ২০২৩-এ ভারতে নিষিদ্ধ হওয়া 'এলিমেন্ট এক্স'-এর মতো এনক্রিপটেড ডার্ক ওয়েব অ্যাপ। ভুয়ো অ্যাকাউন্টের আড়ালে লাস্যময়ী অর্পিতাকে কাজে লাগিয়ে হাওড়ার এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর ছেলেকে হানি ট্র্যাপে ফেলার ছক কষা হয়।

এরপর দশের পাতায়

শুভেন্দুর জন্য বুলেটপ্রুফ গাড়ি

রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের দাবি অনুযায়ী, হামিম আর অর্পিতার নিশানায় ছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। আর তাই মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তায় আর কোনও ফাঁক রাখা হচ্ছে না। তাঁর সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যে চলে এসেছে বুলেটপ্রুফ গাড়ি। রবিবার সন্ধ্যায় কাঁথির 'শান্তিকুঞ্জ' থেকে সেই গাড়িতে চড়েই কলকাতায় রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী।

অবৈধ নির্মাণ নিয়ে অভিযানে নেমে রণে ভঙ্গ দিতে হয়েছিল গৌতম দেবকে। নয়া পুরমন্ত্রীর পরিকল্পনা প্রচুর হলেও বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কে জঞ্জাল-থুতু ফেলল, কারা নির্মাণসামগ্রী ফেলে রাখল- তা দেখভালের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী পুরনিগমে নেই।

রাস্তায় বালি রাখলে ফাইন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২ অগাস্ট : হিমালয়ান হিল সিটি হিসাবে শিলিগুড়ি শহরকে ঢেলে সাজাতে রাজ্য সরকার পরিকল্পনা নিয়েছে। পরিকল্পিত শহরে গাড়ি পার্কিংয়ে আধুনিক ব্যবস্থা, বাসস্টপ, রাস্তার এক পাশে পার্কিং এবং স্বয়ংক্রিয় পার্কিং ফি সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকবে। পাশাপাশি রাজার শহর কোচবিহারকে স্মার্ট সিটি করা এবং সেখানকার জলনিকাশি ব্যবস্থা উন্নত করতে ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে। রবিবার শিলিগুড়িতে ম্যারাথন বৈঠকের শেষে পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এই পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন।

অগ্নিমিত্রার ঘোষণা অনুযায়ী, ১ সেপ্টেম্বর থেকে শহরের রাস্তায় থুতু ও আবর্জনা ফেলা, প্লাস্টিক ব্যবহার, প্রকাশ্যে শৌচকর্ম এবং রাস্তায় বালি, পাথর জমিয়ে রাখলে ২০০ থেকে ৪০০ টাকা জরিমানা করা হবে। পুরকর্মীরা পুলিশের সহযোগিতায় ঘটনাস্থলেই জরিমানা আদায় করবেন। মন্ত্রী বলেছেন, 'আগের সরকারের মতো আমি বেড়াতে আসিনি। উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়নকে পাখির চোখ করে কাজ করছি।' তবে পরিকল্পনা প্রচুর হলেও তা বাস্তবায়ন কতটা হবে, সেই জল্পনাও শুরু হয়েছে। কারণ রাস্তাঘাটে কে জঞ্জাল ফেলল, কে থুতু ফেলল বা কারা নির্মাণসামগ্রী ফেলে রাখল, তা দেখভালের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী প্রায় কোনও পুরসভাতেই নেই।

উত্তরবঙ্গের প্রতিটি শহরে সৌরবিদ্যুৎচালিত আধুনিক বাসস্টপ তৈরির কথাও মন্ত্রী জানান। সেখানে ডিসপ্লেতে বাসের সময়সূচির পাশাপাশি বিজ্ঞাপন চলবে। এতে সরকারের রাজস্ব আদায় হবে। জল্পেশ শিবমন্দির, ভ্রামরীদেবী মন্দির ও মদনমোহন মন্দিরে ব্যবহৃত ফুল থেকে ধূপকাঠি ও আবির তৈরির প্রকল্প পুজোর আগেই শুরু হবে। সামনের বছরের ৮ মে'র মধ্যে রাজ্যের সমস্ত শহর আবর্জনামুক্ত হবে বলে তাঁর আশ্বাস। ২০২৭ সালের জুনের মধ্যে উত্তরবঙ্গের সব শহরে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে যাবে। এই প্রকল্পে ১,৬৯৮ কোটি টাকার কাজ হচ্ছে। সব পুরসভায় সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের উপরেও মন্ত্রী জোর দিয়েছেন।

- একাধিক শহরে আধুনিক গাড়ি পার্কিং, বাসস্টপ, স্বয়ংক্রিয় পার্কিং ফি সংগ্রহের ব্যবস্থা
- হিমালয়ান হিল সিটি হিসেবে সাজবে শিলিগুড়ি, কোচবিহারে ৩০ কোটি বরাদ্দ হচ্ছে উন্নত জলনিকাশিতে
- ২০২৭-এর মধ্যে উত্তরবঙ্গের সব শহরে বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছাবে

রাজ্যে পালাবদলের পর পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী রবিবার দ্বিতীয়বার শিলিগুড়িতে পা রাখেন। সকালে পুরনিগমে এসে লাইভ ফোন ইন অনুষ্ঠান 'মুখোমুখি'-তে তিনি অংশ নেন। পরে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত পাঁচ জেলার পুরসভাগুলির চেয়ারম্যান, প্রশাসক, সাংসদ, বিধায়ক, জেলা শাসক সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে রাত পর্যন্ত দফায় দফায় বৈঠক করেন।

টক টু মেয়রের ধাঁচে অগ্নিমিত্রা পুরনিগমের একই ঘর থেকে 'মুখোমুখি' অনুষ্ঠানে টেলিফোনে জনগণের অভাব, অভিযোগ শোনেন। এক ঘণ্টায় মোট ৩৭টি ফোন তিনি রিসিভ করেন। এর মধ্যে শিলিগুড়ির বেহাল নিকাশি, খারাপ রাস্তা, বেআইনি নির্মাণ, অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পাওয়া এবং পুরনিগমের আইনি সেলের কাজকর্ম নিয়ে অভিযোগ সহ মোট ৩৪টি ফোন আসে। মাটিগাড়ার আঠারোখাই এলাকা থেকে একটি এবং দক্ষিণবঙ্গের রাজারহাট গোপালপুর থেকে দুটি ফোন আসে। ফোন ধরেই 'নমস্কার, আমি অগ্নিমিত্রা পাল বলছি', এই ভাবেই তিনি কথা শুরু করেন। অনুষ্ঠান শেষে পুরনিগমের প্রশাসক, কমিশনার সহ কয়েকজন বাছাই করা আধিকারিককে নিয়ে পুরমন্ত্রী আচমকাই রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। প্রায় ৪৫ মিনিটের সেই বৈঠকের পর বিভিন্ন পুরসভাকে নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক শুরু হয়।

এই বৈঠকগুলির ফাঁকেই অগ্নিমিত্রা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। ১ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যের সব পুরসভায় প্রকাশ্যে থুতু ফেলা, জঞ্জাল ফেলা, শৌচকর্ম করা,

এরপর দশের পাতায়

অগ্নিমিত্রা পালের সঙ্গে সাংসদ রাজু বিস্ট, মন্ত্রী শংকর ঘোষ ও আনন্দময় বর্মন। পুরনিগমে। -সঞ্জীব সূত্রধর

অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ দেখবে তদন্ত কমিটি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২ অগাস্ট : শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় বেআইনি নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দিলেন। রবিবার পুরনিগম নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে মন্ত্রী শহরে প্রচুর বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ পান। এর পরেই তিনি পুর কমিশনারকে তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন। মন্ত্রী বলেন, 'সমস্ত বেআইনি নির্মাণ ভাঙা যাবে না। তবে প্রোমোটার, ডেভেলপারদের কাছে বিরাট অঙ্কের জরিমানা আদায় করা হবে। যা দিতে তাঁরা অসুবিধায় পড়বেন। পাশাপাশি কোনও নির্মাণ ভাঙার প্রয়োজন হলে ভাঙা হবে।'

বেআইনি নির্মাণে যাঁরা মদত দিয়েছেন, অগ্নিমিত্রা তাঁদের বিরুদ্ধেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। মন্ত্রীর বক্তব্যের জবাবে প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'মেয়র পারিষদ এবং বোর্ড সভায় পাশ না করে একটাও বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করা হয়নি। আমাদের আমলে প্রচুর বেআইনি নির্মাণ ভেঙেছি। তবে, এটা ঠিক যে বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করার পরে আইন ভেঙে সেই নকশা বদলের একটা রীতি শিলিগুড়িতে রয়েছে।'

শিলিগুড়িতে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ অবশ্য নতুন নয়। অভিযোগ, ২০২২ সালে গৌতম দেবের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত বোর্ড আসার পর গত চার বছরে মুড়িমুড়কির মতো বেআইনি বহুতল তৈরি হয়েছে। এই কাজে পুরনিগমের শীর্ষস্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনের একাংশের মদতের অভিযোগও উঠেছে। অভিযোগ রয়েছে, অবৈধ নির্মাণে মদত দিয়ে পুর বোর্ডের কেউ কেউ কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে শাসকদলের অনেক কাউন্সিলারও বহুতল নির্মাণকারী প্রোমোটারদের দাবি মতো বিল্ডিং প্ল্যানের বাইরে পাঁচ-ছয় বর্গফুট বাড়ানোর অনুমতি দিয়ে কোটি টাকা পর্যন্ত নিয়েছেন বলে অভিযোগ।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও পুরনিগমের এক শীর্ষস্থানীয় জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে বেআইনি কারবারে মদত দিয়ে কয়েকশো কোটি টাকা লুটে নেওয়ার অভিযোগ তুলেছিলেন। তৎকালীন পুর বোর্ডের মেয়র পারিষদ

এরপর দশের পাতায়

ধর্ষণ থেকে রেহাই, ঠাঁই নেই মাথা গোঁজার

ছবি : এআই

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২ অগাস্ট : নার্সিংহোমের জেনারেল বেডে তিনি তখন বসে। মাথার চুল উশকোখুশকো। এক কর্মী খাইয়ে দিচ্ছিলেন। ধীরে ধীরে খেতে খেতেই ওই তরুণী আশপাশটা দেখছিলেন। কিছুটা এগোতেই তাঁর চোখেমুখে ফুটে উঠল ভয়। যেন চোখ দিয়েই প্রশ্ন, 'এই অপরিচিত মানুষটি কে?' ভয় কাটাতে আপন করে জিজ্ঞাসা করা হল, 'ভালো আছ?' ঘাড় নেড়ে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করলেন তরুণী। 'বাড়ি যাবেন না?' প্রশ্নের উত্তরে করুণ চোখে স্রেফ তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর নিজেই আড়ষ্ট স্বরে বলে উঠলেন, 'ভালো লাগছে না।'

পাশে দাঁড়িয়ে নার্সিংহোমের ডিরেক্টর মিথিলেশ যাদব সবটাই দেখছিলেন। তাঁর গলায় অসহায়তা, 'ওঁকে নিয়ে কী যে করি, বুঝে উঠতে পারছি না। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দিয়ে গেল। অর্ধেক বিল দিয়েছে। বিল নিয়ে কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু ওঁকে আমরা এখানে আর কতদিন রাখতে পারব জানি না। গতমাসের ১৪ তারিখ খাতায়-কলমে ওঁর ডিসচার্জ হয়ে গিয়েছে। পুলিশকেও বিষয়টা জানিয়েছি। কোথায় আর মেয়েটাকে গিয়ে রাখব?'

বছর ২৬ বয়সি ওই তরুণীর উপর সৎবাবার শারীরিক নির্যাতনের ঘটনা চলতি বছরের এপ্রিলেই প্রকাশ্যে এসেছিল। ঘটনায় শিলিগুড়ি স্তম্ভিত হয়েছিল। মায়ের প্রত্যক্ষ যোগের অভিযোগ আরও বিস্ময় তৈরি করে। এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে প্রতিবেশীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ভক্তিনগর থানার পুলিশ তদন্তে নেমে সৎবাবা ও মাকে গ্রেপ্তার করেছিল। পুলিশি তদন্তে উঠে আসে, প্রায় চার বছর ধরে সৎবাবা বাড়ির মধ্যেই তরুণীকে বারবার ধর্ষণ করেছিলেন। প্রতিবাদ না করে তরুণীর মা স্বামীকে সহযোগিতা করতেন। এমনকি, মেয়ে যাতে অন্তঃসত্ত্বা না হয়ে পড়ে সেজন্য তিনি তাঁকে একাধিকবার পিলও খাইয়েছিলেন বলে অভিযোগ। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে মা সেই কথা স্বীকার করেছিলেন বলে সূত্রের খবর।

বেশ কিছুদিন মেয়েটির শারীরিক পরিস্থিতির দিকে নজর রাখার পর স্থানীয় বাসিন্দারা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে মিলে প্রতিবাদে সরব হন। শেষপর্যন্ত সৎবাবা ও মায়ের হাত থেকে তরুণী রক্ষা পান।

এরপর দশের পাতায়

কংক্রিটের শহরে এক টুকরো সবুজ স্বর্গ। দূষণ থেকে শহরবাসীকে সাময়িক মুক্তি দিতে শিলিগুড়ির বৈকুণ্ঠপুরে দেশের অন্যতম বৃহৎ 'নগরবন' গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছে বন দপ্তর। প্রকৃতিকে অক্ষুণ্ণ রেখে এটি তৈরি হবে। তবে গজলডোবার ভোরের আলোর মতো এখানেও অবৈধ দখলদারির আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছেন না পরিবেশপ্রেমীরা।

দেশের অন্যতম বৃহৎ নগরবন হবে বৈকুণ্ঠপুরে

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২ অগাস্ট : ভাবুন তো একবার! পায়ের নীচে কংক্রিটের বদলে কাঠের আঁকাবাঁকা পথ। দু'পাশে ঘন সবুজ জঙ্গল। পাশ দিয়েই কুলকুল শব্দে বয়ে চলেছে সাহু নদী। নদীর হাওয়ায় মিশে আছে বুনো গন্ধ আর একটু কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে নাম না জানা হরেক পাখির কলতান। হঠাৎ চোখের সামনে দিয়ে উড়ে গেল বিরল প্রজাতির রঙিন একঝাঁক প্রজাপতি। কংক্রিটের খাঁচায় বন্দি ব্যস্ত নাগরিক জীবনে আচমকা এমন প্রশান্তির খোঁজ পেলে কেমন হয়? ঠিক এমনই এক স্বপ্নের মতো পরিবেশ এবার বাস্তবে রূপ পেতে চলেছে শিলিগুড়ি শহরের একেবারে দোরগোড়ায়।

বন দপ্তরের পরিকল্পনায় ১৪৩ হেক্টর জমির এক বিশাল প্রাকৃতিক ক্যানভাসে এভাবেই সেজে উঠতে চলেছে বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল। অন্য সাধারণ বা কৃত্রিম পার্কের চাকচিক্য নয়, বরং প্রকৃতিকে পুরোপুরি অক্ষুণ্ণ রেখেই এই 'নগরবন' তৈরি হচ্ছে। পর্যটক থেকে শুরু করে পরিবেশপ্রেমী, সবার জন্যই এখানে থাকছে একগুচ্ছ চমক।

নগরবন কী

শহরের ভেতরে বা একেবারে কোল ঘেঁষে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষিত এক টুকরো প্রাকৃতিকভাবে সমৃদ্ধ জঙ্গল। এটি নিছক কোনও কৃত্রিম বিনোদন পার্ক নয়, বরং আস্ত একটি জীবন্ত ইকো-সিস্টেম।

মূল উদ্দেশ্য

মাত্রাতিরিক্ত দূষণ ও দ্রুত নগরায়ণের যুগে শহরের বাতাসকে বিশুদ্ধ রাখা এবং জলবায়ুর ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করা

প্রকৃতির ছোঁয়া

প্রতিদিনের ব্যস্ত ইঁদুরদৌড় থেকে নাগরিকদের বের করে এনে প্রকৃতির কাছাকাছি একটু প্রশান্তির খোঁজ দেওয়া

শহরের ফুসফুস

পরিবেশ বা বন্যপ্রাণের বিন্দুমাত্র ক্ষতি না করে, শতভাগ প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে তৈরি এই জঙ্গল আক্ষরিক অর্থেই শহরের 'সবুজ ফুসফুস' হয়ে ওঠে।

সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হতে চলেছে জঙ্গলের বুক চিরে তৈরি হওয়া ক্যানোপি ওয়াক এবং ইকো-ট্রেল। এই পথে হাঁটতে হাঁটতেই জঙ্গল ও নদীর নৈসর্গিক রূপ একেবারে একাত্ম হয়ে উপভোগ করা যাবে। পাখি পর্যবেক্ষকদের জন্য তো এটি রীতিমতো স্বর্গরাজ্য হতে চলেছে। সাহু নদী ও বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে দেশি-বিদেশি পাখিদের অবাধ বিচরণ দেখতে তৈরি হবে অত্যাধুনিক ভিউপয়েন্ট ও ওয়াচটাওয়ার। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের হারিয়ে যেতে বসা গাছগাছালি, দুর্লভ সব ঔষধি উদ্ভিদ এবং বিরল প্রজাপতি সংরক্ষণের জন্য একটি বিশেষ জোন তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে।

রবিবাসরীয় দুপুরে বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চল পরিদর্শনের পর এমন পরিকল্পনার কথা জানান রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ ও বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ। শুধু শিলিগুড়ি নয়, বারবিশাতেও এমন একটি নগরবন তৈরি করবে বন দপ্তর। তবে, সেটির আয়তন বৈকুণ্ঠপুরের ধারেকাছে নেই।

বনমন্ত্রী মনোজ বলছেন, 'বনকে বাঁচাতে কেন্দ্র এবং রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে প্রকল্পটি তৈরি হবে। কী কী হতে পারে, এখনও সম্পূর্ণভাবে ঠিক হয়নি। মোটামুটি দেড়শো হেক্টরের মতো এলাকায় প্রকল্প তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। সবটাই প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রেখে হবে।'

প্রকল্পটি নিয়ে বড়ই আশাবাদী পর্যটনমন্ত্রী। সহাস্য শংকরের কথায়, 'দেশের বৃহৎ এই নগরবন প্রকৃতির এক মনোরম সৌন্দর্যের স্থান হতে চলেছে।'

বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলের একটি অংশে তিস্তাপাড়ে 'ভোরের আলো'র স্বপ্ন দেখেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পর্যটক টানতে সেখানেও ইকো ট্যুরিজম, ওয়েলনেস সেন্টার সহ একাধিক পরিকল্পনার কথা শোনানো হয়েছিল।

এরপর দশের পাতায়

১০০ দিনের রিলে অনশন, গান্ধির আদর্শে লড়াই শ্রমিকদের

লংভিউয়ে বিজয় মিছিল

সোয়েব আজম

লংভিউ, ২ অগাস্ট : 'গাঁও ছোড়াব নহি, জঙ্গল ছোড়াব নহি।

মায় মাটি ছোড়াব নহি, লড়াই ছোড়াব নাহি।'

ভিটেমাটি ছাড়া যাদের আর হারানোর কিছু নেই, তাদের আছে শুধু জল, জঙ্গল আর জমিন। সঙ্গে আত্মসম্মান, আর মর্যাদা। সেটুকু সম্বল করেই প্রবল শক্তিশালী মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিলেন লংভিউ চা বাগানের শ্রমিকরা। ১০০ দিনের রিলে অনশনের পর তাঁদের আংশিক জয় হয়েছে। সেই আনন্দে অনশন মঞ্চের সামনে তাঁরা মেতে উঠলেন নাচে-গানে-আনন্দে। রবিবার ছিল বিজয় মিছিল। 'জয় শ্রমিক'-এর স্লোগানে মুখর যে মিছিল ঘুরেছে লংভিউ চা বাগানের তিনটি ডিভিশন। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর পাওয়া জয়ের স্বাদ নিতে পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছিলেন শ্রমিকরা। তেমনই একজন বছর পঁয়তাল্লিশের গ্রেসি রাই। হিল প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, যাদের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছেন শ্রমিকরা, তাদের সূত্রেই আন্দোলনে যুক্ত গ্রেসি। তাঁর কথায়, 'একে অপরের সাহস বাড়িয়েছি আমরা। লড়াই কঠিন ছিল, তবে কখনও মনে হয়নি হেরে যাব। ইতিহাস সাক্ষী যাঁরা লড়াই করবেন, জয় তাঁদেরই হবে।'

একশো দিনের বেশি আন্দোলন চালানো সহজ কথা নয়। অনশন করার পাশাপাশি ছিল প্রত্যেকের দৈনন্দিন কাজ। সেই সমস্ত কাজ সামলেই আন্দোলন জারি রেখেছেন শ্রমিকরা। কেউ ভোরে উঠে বাড়ির কাজ সামলে অনশন মঞ্চে এসেছেন। কেউ আবার সকালের কাজ মিটিয়ে রাতে মঞ্চে ভিড় বাড়িয়েছেন। ২১ বছরের সেজল রাই বিকম পড়ছেন সূর্য সেন কলেজে। মা-বাবা-ভাই-দিদি মিলিয়ে বাড়িতে পাঁচজন। পালা করে আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। মিছিলের বাকি সদস্যদের আবিরে রাঙানোর মাঝে তাঁর মন্তব্য, 'সবাই একে অপরের পরিস্থিতি বুঝে পাশে দাঁড়িয়েছি। ছাত্রছাত্রীরা সকালে পড়াশোনার পর রাতে অনশন মঞ্চে হাজির হয়েছি।' সেজলের কথার রেশ

আবির মেখে বিজয় মিছিলে গান শ্রমিকদের। রবিবার।

ধরে সেমিকা লামা বললেন, 'লংভিউ চা বাগানের যে সমস্ত শ্রমিক বাইরের বাগানে কাজ করতে যান, তাঁরাও রাতে এসে ভিড় বাড়িয়েছেন।'

তবে আন্দোলন সফল করার মূলে রয়েছে হিল প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের (এইচপিইইউ) দুই বছরেরও বেশি দীর্ঘ পরিশ্রম। ২০২৪ সালে তাঁরা লংভিউ চা বাগানে কাজ করা শুরু করেন। এরপর চলতে থাকে শ্রমিকদের সংগঠিত করা। এইচপিইইউ-এর সম্পাদক সুমেন্দ্র তামাংয়ের মন্তব্য, '১০ বছরেরও বেশি সময় মালিকপক্ষ পিএফ জমা করেনি। এর সঙ্গে রয়েছে দৈনিক মজুরি ও গ্র্যাচুইটি। এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছেন শ্রমিকরা।'

এদিকে, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে লংভিউ বাগানের শ্রমিকদের বকেয়া প্রভিডেন্ট ফান্ডের (পিএফ) টাকার একাংশ জমা দিয়েছে মালিকপক্ষ। শুক্রবার মালিকপক্ষের তরফে ২ কোটি টাকার একটি চেক জমা দেওয়া হয়েছে। তবে, বকেয়া ১২ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ২ কোটি জমা পড়ায় শ্রমিকরা মোটেও সন্তুষ্ট নন। যদিও তাঁরা মনে করছেন, এতে তাঁদের আংশিক জয় হয়েছে।

তবে শ্রমিকদের বর্তমান লড়াইয়ের সঙ্গে মিশে গিয়েছে পাহাড়ের আন্দোলনের ইতিহাস। অনশন মঞ্চ তৈরি হয়েছে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের শহিদ নিমা থিঙ্গ-এর স্মৃতি সৌধের সামনে। আন্দোলনকারীদের মতে, নিমাই গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের প্রথম শহিদ। এর সঙ্গে রয়েছেন ভগত সিং থেকে বিরসা মুন্ডা। সর্বোপরি যাঁর সত্যাগ্রহ ও অহিংসার নীতিতে আস্থা রাখলেন শ্রমিকরা, সেই মহাত্মা গান্ধির উপস্থিতিও 'উজ্জ্বল' অনশন মঞ্চে। খুন হওয়ার ৭৮ বছর পরও যিনি পথ দেখিয়ে যাচ্ছেন অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের লড়াইয়ে। তাঁর আদর্শকে পাথেয় করে গণতন্ত্রকে মজবুত করার কাজ নীরবে করে চলেছেন বাগান শ্রমিকরা।

উত্তরবঙ্গ আদিবাসী বিকাশ পরিষদের স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠক। রবিবার।

জিটিএ'র আদলে স্বশাসিত সংস্থার দাবি

নাগরাকাটা, ২ অগাস্ট : ডুয়ার্স-তরাই আদিবাসী টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দাবিতে আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে উত্তরবঙ্গ আদিবাসী বিকাশ পরিষদ। রবিবার এই ইস্যুতে নাগরাকাটায় সংগঠনের স্টিয়ারিং কমিটির একটি বৈঠক হয়। গত ২৪ জুলাই দাবির বিষয়টি রাজ্য সরকারের কাছে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে বলে উত্তরবঙ্গ আদিবাসী বিকাশ পরিষদের নেতৃত্ব জানিয়েছে। আহ্বায়ক কিরণ কালিন্দী বলেন, 'চা বলয়ের আদিবাসীদের উন্নয়ন এখনও অধরা। তাঁদের আর্থসামাজিক পরিস্থিতিও তথৈবচ। একমাত্র আমাদের প্রস্তাবিত আলাদা এ ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই আদিবাসী সমাজ প্রকৃত উন্নয়নের ছোঁয়া পাবে। রাজ্যের প্রতি আমাদের ভরসা রয়েছে।'

পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার যেভাবে এগোচ্ছে, তাকে তাঁরা স্বাগত জানাচ্ছেন। পাশাপাশি বিকাশ পরিষদ মনে করে, ডুয়ার্স ও তরাইয়ের ৪৪৬টি আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার প্রায় ৫০ লক্ষ আদিবাসী সম্প্রদায়ের স্বার্থে

আন্দোলনের প্রস্তুতি উত্তরবঙ্গ আদিবাসী বিকাশ পরিষদের

এখানকার সমস্যারও সমাধান অত্যন্ত জরুরি। সংগঠনের অন্যতম শীর্ষ নেতা চন্দন লোহার বলেন, 'ইন্টিগ্রেটেড ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগাম বা আইটিডিপির জন্য আগে থেকেই সরকার নির্ধারিত ৪৪৬টি মৌজা। এখানকার আদিবাসীদের ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, শিক্ষা, রুটিরুজি সবকিছুই আজ বিপন্ন। এই পরিস্থিতি দূর করতে ডুয়ার্স-তরাই আদিবাসী টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এখন সময়ের চাহিদা। যেভাবে অসমের বোড়োদের জন্য বোড়ো টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল বা পাহাড়ের জন্য গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন গঠন করা হয়েছে, ঠিক সেই ধাঁচের প্রশাসনিক ব্যবস্থা আদিবাসীদের জন্য আমরা চাইছি।'

উত্তরবঙ্গ আদিবাসী বিকাশ পরিষদ এদিন অন্যান্য দাবিদাওয়ার মধ্যে আগামী ৬ মাসের মধ্যে চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির আওতায় নিয়ে আসার কথা জানিয়েছে। আদিবাসীদের জমি দখল রুখতেও কড়া প্রশাসনিক পদক্ষেপের দাবিতে সরব হয়েছে সংগঠনটি। রয়েছে আদিবাসী অধ্যুষিত প্রতি ব্লকে একটি করে একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় তৈরি, আরও বেশি সংখ্যক আদিবাসী পড়ুয়াদের স্টাইপেন্ডের আওতায় আনার দাবিও। এদিনের বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক বিনয় নার্জিনারি, কিশোর কুজুর, উত্তম বড়ুয়া প্রমুখ।

শ্মশানে জুয়া

ডালখোলা, ২ অগাস্ট : ডালখোলা শ্মশানঘাটে জুয়ার আসর বসে। বাধা দিলে পুরসভার কর্মীদের প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। চেয়ারম্যান তনয় দে জানান, এবিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

অ্যাফিডেভিট

আমার ভোটার I/D Card MHX1090182 ও আধার কার্ড 627956728287-তে Pahatu Sarkar রয়েছে। আর ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে Kabesh Sarkar উল্লেখ রয়েছে। জলপাইগুড়ি Ld. Judicial Magistrate-এ ০৯/০৭/২৬ তারিখে affidavit দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে Pahatu Sarkar ও Kabesh Sarkar একই ব্যক্তি। (C/123212)

•

মাধ্যমিকের Admit (রেজিঃ নং 1201-139802) রেজিস্ট্রেশন, পাশ ও মার্কশিটে নাম ভুলক্রমে Sangita Barman থাকায় 24.7.2026 দিনহাটা JM (1st Cl.) কোর্টে 7436 নং অ্যাফিডেভিট বলে নিজ আধার, জন্ম শংসাপত্র, প্যান অনুযায়ী Sanjit Barman হলাম। পিতা-রবি বর্মন, সাং-পোয়াতুরকুঠি, থানা-সাহেবগঞ্জ। (S/M)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
NIT No. HFWD/CMOH-MLD/NIT-07/26-27 dated 31.07.2026
e-Tender are invited for supply cooked diet to indoor patient at Chanchal SSH & Gazole SGH in Malda District. Last date of Submission 20.08.2026. For details log on www.wbhealth.gov.in / www.malda.gov.in & CMOH office. Sd/- CMOH, Malda. ICA-T14082(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
e-NIT No.- WBIW/EE/SDID/eNIT-02/2026-27(2nd Call) Circulated Vide Memo No.- 396/T-N01, Dated-29.07.2026. The Exe. Engg. South Dinajpur Irrigation Division, Beltala Park, Balurghat Invites above mentioned e-NIT for Ordinary Security Guard (without arms) unskilled Categories Labour (Zone-A) for 1 year. e-NIT Publishing date: 03/08/2026 at 10:30 Hrs. Last Date of Bid Submission 17/08/2026 & Time up to 15:30 Hrs. Details may be had from the office of undersigned. Details of e-NIT are available in the office of the undersigned during office hours of any working day or at website www.iwd.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, South Dinajpur Irrigation Division, Beltala Park, Balurghat. ICA-T14087(3)/2026

ভাড়া

To-Let 360 sq.ft at Sevoke Road by Lane, Siliguri (M) 9749067549. (C/122944)

কর্মখালি

শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়িবাসীদের নিজের এলাকায় পার্ট/ফুল টাইম কাজের সুযোগ। প্রচুর আয়। 9733170439. (K)

•

কোচবিহারে অতি শীঘ্রই শাড়ি, ড্রেস ম্যাটেরিয়াল, জেন্টস ওয়্যার-এর 'শোরুম' উদ্বোধন হতে চলেছে। শাড়ির এবং অন্যান্য ড্রেস ম্যাটেরিয়াল-এর কাজ জানা অভিজ্ঞ কর্মচারী প্রয়োজন। (M) 9434028924 (11 a.m.-10 p.m.) (C/122634)

অ্যাফিডেভিট

আধার কার্ড ও ডিজিটাল র‍্যাশন কার্ডে আমার নাম Maya Barman ও ভোটার কার্ডে (No RNL 1708726) আমার নাম Sukhrani Barman (Mandal) থাকায় 31/07/26 দিনহাটা EM কোর্টে 14065 নং অ্যাফিডেভিট বলে Maya Barman হলাম। সাকিন-টেপরাই, দুর্গানগর, থানা সাহেবগঞ্জ, কোচবিহার। (S/M)

•

আমার পুরোনো D.L. No. WB-63 20140943831 এবং নতুন রিনুয়াল D.L. আবেদন নং 342188582, তাং 29-07-2026 যেখানে আমার এবং আমার স্বামীর নাম যথাক্রমে Renu Pramanik Roy, W/o Prabhat Pramanik নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 30-07-2026, C.J. (Jr. Divn.) Addl Court সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা Renu Roy Pramanik, W/o Sri Pravat Pramanik এবং Renu Pramanik Roy, W/o Prabhat Pramanik এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার এবং আমার স্বামীর নাম সঠিকভাবে আমার পুরোনো এবং নতুন D.L. এবং D.L. অ্যাপ্লিকেশনে যথাক্রমে Renu Roy Pramanik, W/o Sri Pravat Pramanik, Renu Pramanik Roy, W/o Prabhat Pramanik পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। চিত্রকরপাড়া, ওয়ার্ড নং 14, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/122633)

COOCH BEHAR PANCHANAN BARMA UNIVERSITY
Panchanan Nagar, Cooch Behar–736101
Date: 31.07.2026
E-tender Published. For details please visit https://wbtenders.gov.in/nicgep/app.
E-Tender ID: 2026_DHE_1035671_1
Tender Title : For Printing of the University Degree Certificates
Closing Date : 14.08.2026 up to 06:00 PM
Sd/-
Registrar (Addl. Charge)

মোহিতনগরের সুপারির চারায় ভরসা ওড়িশার

পূর্ণেন্দু সরকার

মোহিতনগর প্রজাতির সুপারি গাছের মাঝে গোলমরিচ চাষ।

জলপাইগুড়ি, ২ অগাস্ট : জলবায়ুর পরিবর্তনে ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ার সংখ্যা বাড়ছে ওড়িশায়। এমন আবহাওয়ায় নারকেল গাছের পরিবর্তে সুপারি চাষে ঝুঁকে কলিঙ্গ রাজ্য। আর এক্ষেত্রে ওড়িশাকে চারা সরবরাহ করছে জলপাইগুড়ির মোহিতনগর। 'মোহিতনগর প্রজাতি' সুপারির চারার চাহিদা এখন ত্রিপুরা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলিতেও। বলা যায়, মোহিতনগরের কেন্দ্রীয় ফসল রোপণ গবেষণাকেন্দ্রের ওপর এখন নির্ভরশীল অনেক রাজ্য।

ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান কেন্দ্রের অধীনে জলপাইগুড়ির মোহিতনগরে কেন্দ্রীয় সরকারের কেন্দ্রীয় ফসল রোপণ গবেষণা ইনস্টিটিউটে দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে চলছে পাম, নারকেল, সুপারি, কোকো, কফি এবং মশলার মিশ্র চাষের গবেষণা। ৬৫ একর জমির মধ্যে ৩০ একর জমিতেই বিভিন্ন প্রজাতির সুপারি গাছ রোপণ করে গবেষণা চলছে। যার মধ্যে মঙ্গলা, শ্রীমঙ্গলা, সুমঙ্গলা, নলবাড়ি ও মোহিতনগর প্রজাতির সুপারি নিয়ে গবেষণা করছেন কৃষি বিজ্ঞানীরা।

উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে যে সুপারি চাষ হয়, তা মজা সুপারি। কিন্তু মোহিতনগর প্রজাতির সুপারি সব আবহাওয়াতেই ভালো উৎপাদন হয়। এজন্য এর গুরুত্ব বেশি। এ বছর তামিলনাড়ু ১ লক্ষ, বীজ এবং চারাগাছ মিলিয়ে ওড়িশা প্রায় ৩ লক্ষ, ত্রিপুরা ১৫ হাজার মোহিতনগর চারাগাছ নিয়েছে। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে মিজোরাম, মণিপুর ও নাগাল্যান্ডে গিয়েছে সুপারির চারা ও বীজ মিলিয়ে দুই লক্ষ।

কেন্দ্রীয় ফসল রোপণ গবেষণা ইনস্টিটিউটের সিনিয়ার প্রিন্সিপাল কৃষি বিজ্ঞানী অরুণ শীটের বক্তব্য, ঘূর্ণিঝড়ে নারকেল গাছ সহজে ভেঙে যায়। কিন্তু সুপারি গাছ হেলে যায় এবং পরবর্তীতে দাঁড়িয়ে যায়। এই যুক্তির সঙ্গে উন্নতমানের শুষ্ক সুপারি হিসেবে মোহিতনগর প্রজাতির সুপারি খুব জনপ্রিয় হয়েছে রাজ্যগুলিতে। খাওয়ার জন্য মোহিতনগর প্রজাতি যেমন ভালো, তেমনি উৎপাদন অনেক বেশি। দামও অনেকটা বেশি পাওয়া যায়। সাধারণত চারা রোপণের ৬ থেকে ৭ বছর পর সুপারি পাওয়া যায়। ফলে বিনিয়োগ করা টাকা তুলতে অপেক্ষা করতে হয় কৃষকদের। এই সময় সুপারি গাছের মাঝে থাকা ফাঁকা জায়গায় কলা, পেঁপে, সবজি চাষ করার পরামর্শ দিচ্ছেন মোহিতনগর প্রজাতির সুপারির চাষ বেড়েছে উত্তরবঙ্গে। তবে নেপালের অনুন্নত সুপারি যাতে বাজার হারায়, তার জন্য আরও বেশি মোহিতনগর প্রজাতির চাষের ওপর জোর দিচ্ছে গবেষণাকেন্দ্রটি।

বিচার চেয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ

সপুত্র উদয়নের বিরুদ্ধে ফের মামলা

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২ অগাস্ট : দিনহাটার এক সময়ের বেতাজ বাদশা উদয়ন গুহ এখন শ্রীঘরে। এই আবহেই ২০২২ সালের পুরভোটে সন্ত্রাস, প্রাণনাশের হুমকি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগ তুলে রবিবার সন্ধ্যায় দিনহাটা থানায় নতুন করে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন সিপিএম নেতা সোহম চক্রবর্তী। আগে থেকেই পাঁচটি মামলা চলছে উদয়নের বিরুদ্ধে। বর্তমানে ১৪ দিনের জেল হেপাজতে বালুরঘাট কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে রয়েছেন। এর ওপর নতুন করে উদয়ন ও তাঁর ছেলে সায়ন্তন গুহর বিরুদ্ধে এফআইআর হওয়ায় প্রাক্তন মন্ত্রীর অস্বস্তি আরও বাড়ল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

সিপিএম নেতা মোট আটজনের নামে অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযুক্তদের তালিকায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন উদয়ন ও সায়ন্তন। এছাড়া রানা বণিক, বিভাস সরকার, লিটন মণ্ডল, তাপস দাস, পুলক বোস ও ভিক্টর মজুমদারের নাম রয়েছে তালিকায়। সোহম চক্রবর্তীর অভিযোগ, '২০২২ সালের ১৬ জানুয়ারি উদয়ন ও সায়ন্তনের মদতে এই দুষ্কৃতীরা আমার বাড়িতে বৃদ্ধ বাবাকে ও আমাকে হুমকি দেয়। এরপর ৫ ফেব্রুয়ারি ফের আরেকবার তারা হুমকি দেয়। ৬ ফেব্রুয়ারি দুষ্কৃতীরা আমাকে ভোটে দাঁড়ানো থেকে সরে যাওয়ার হুমকি দিয়ে দোকানের শাটার নামিয়ে দেয়।'

ঘটনার এতদিন পর পুলিশে অভিযোগ কেন, এ বিষয়ে সোহমের জবাব, 'সেসময় সামগ্রিক পরিস্থিতিতে অভিযোগ করার মতো সুযোগ ছিল না। তবে ৯ ফেব্রুয়ারি মানবাধিকার কমিশনে একটি অভিযোগ দায়ের করি। ১৫ ফেব্রুয়ারি মামলাটি নথিভুক্ত হয়। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে সেই সময় ঘটা সন্ত্রাসের সঠিক বিচার পেতে এই অভিযোগ দায়ের করা।'

- বালুরঘাট সংশোধনাগারে বন্দি প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহ ও তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে থানায় নতুন অভিযোগ
- ২০২২ সালের পুরভোটে সন্ত্রাস, ব্যবসা বন্ধ ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে নড়েচড়ে বসলেন সিপিএম নেতা
- মানবাধিকার কমিশনে আগের দায়ের করা নথির ভিত্তিতেই বিচার চেয়ে পুলিশে আবেদন

গত ২৯ জুলাই উদয়নের বিরুদ্ধে হওয়া পাঁচটি মামলার জামিনের শুনানি ছিল। তবে পাঁচটি মামলাতেই জামিনের আবেদন নাকচ করে দেন বিচারক। ফলে জেল হেপাজতেই দিন কাটছে এই তৃণমূল নেতার। নতুন এই মামলার পর তাঁর উপর প্রশাসনিক চাপ আরও বাড়ল। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ আধিকারিক বললেন, 'আমরা একটি অভিযোগ পেয়েছি। অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

কাশিমের ধারাভাষ্যে প্রাণ পায় ফুটবল

নিশিগঞ্জ, ২ অগাস্ট : ফুটবল মাঠে তখন শেষ কয়েক মিনিটের উত্তেজনা। হাজারো চোখ বলের দিকে, আর দর্শকদের কান তখন একটি কণ্ঠস্বর শোনার অপেক্ষায়। 'বল এখন ডান প্রান্তে... ক্রস... হেড... গো-ও-ও-ল...' মুহূর্তে যেন গ্রামের ছোট্ট মাঠটা রূপ নেয় আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের। দর্শকরা ফেটে পড়েন উল্লাসে। এমন আবহ সৃষ্টির কেন্দ্রে থাকা মানুষটির নাম কাশিম আলি (৪৯)। কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কাছে ফুটপাথে ছোট্ট দোকান করে সংসার চালান তিনি। কিন্তু ফুটবলের মরশুম এলেই দোকানদারি ছেড়ে হাতে মাইক্রোফোন তুলে নেন কাশিম। তখন তিনি মাঠের ধারাভাষ্যকার।

প্রায় পনেরো বছর ধরে উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তে ফুটবল ম্যাচে ধারাভাষ্যকারের দায়িত্ব পালন করে আসছেন কাশিম। কুমারগঞ্জ, শিলিগুড়ি, রাজগঞ্জ, কোচবিহার, দিনহাটা, ফালাকাটা- যেখানেই টুর্নামেন্ট, সেখানেই তাঁর ডাক। কাশিমের ধারাভাষ্যে সাধারণ একটি ম্যাচও দর্শকের কাছে হয়ে ওঠে রুদ্ধশ্বাস। রবিবার কোচবিহার-১ ব্লকের সাতমাইলে ৩২ দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ধারাভাষ্য দিতে দিতে থেমে যায় তাঁর কণ্ঠ। আক্ষেপ ঝরে পড়ে কথায়, 'খেলোয়াড় আছে, প্রতিভা আছে, কিন্তু ভালো মাঠ আর পরিকাঠামো অনেক জায়গায় স্বপ্নই রয়ে গিয়েছে।'

কোচবিহার তোর্ষা সেতু সংলগ্ন হরিণচওড়া গ্রামের ছোট্ট বাড়িতে স্ত্রী ও স্কুল পড়ুয়া ছোট মেয়েকে নিয়ে এই ধারাভাষ্যকারের সংসার। বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। পাড়ার মাঠে খেলার ঘোষক হিসেবে যে যাত্রা শুরু

মাইক্রোফোন হাতে কাশিম আলি।

হয়েছিল, আজ সেই কণ্ঠই উত্তরবঙ্গের অসংখ্য ফুটবলপ্রেমীর কাছে পরিচিত।

কাশিমের কথায়, 'সাম্মানিক কত পেলাম, সেটা বড় নয়। খেলা শেষে যখন কেউ এসে বলে- আপনার ধারাভাষ্য না থাকলে খেলার অর্ধেক আনন্দই থাকত না, তখন মনে হয়, কষ্ট বৃথা যায়নি।' এদিন সাতমাইল সতীশ ক্লাব আয়োজিত ফুটবলের ফাইনাল দেখতে এসেছিলেন মদন বিশ্বাস। তিনি বললেন, 'কাশিম আলি মাঠে থাকলে খেলার মাঠের পরিবেশ পালটে যায়।'

মিছিল

বুনিয়াদপুর, ২ অগাস্ট : ছাত্র আন্দোলনের আড়ালে দেশবিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদে রবিবার বুনিয়াদপুরে প্রতিবাদ মিছিল হল। শিক্ষা সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চের পক্ষ থেকে মিছিল ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। এদিন সুকান্ত ভবনের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহর পরিক্রমা করে।

কুলিকে এল 'হোয়াইট আইবিস'

রায়গঞ্জ, ২ অগাস্ট : ঐতিহ্যবাহী কুলিক পক্ষীনিবাসে এবার দেখা মিলল এক বিরল দৃশ্য। পক্ষীনিবাসে প্রথমবারের মতো আস্তানা গেড়েছে হোয়াইট আইবিস বা সাদা কাস্তেচরা। এতদিন জেলার বিভিন্ন খালবিলে এই প্রজাতির পাখি দেখা গেলেও কুলিকে তাদের উপস্থিতি বা প্রজননের কোনও নথিভুক্ত নজির ছিল না। কেবল হোয়াইট আইবিসই নয়, পাশাপাশি গ্লোসি আইবিস বা খয়রা কাস্তেচরার সংখ্যাও এবছর বৃদ্ধি পেয়েছে।

পাখি বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০২৫ সাল থেকে কুলিকে গ্লোসি আইবিসের উপস্থিতি লক্ষ করা যাচ্ছে। ওই বছর প্রথমবার এসে তারা বাসা বেঁধে বাচ্চা ফুটিয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, এ বছর শুধু গ্লোসি আইবিসের সংখ্যাই ২৫ থেকে ৩০ হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে। বন দপ্তর ও পাখিপ্রেমীদের মতে, এবছর কুলিক পক্ষীনিবাসে

কুলিকে পরিযায়ী পাখিদের ঢল নেমেছে। রায়গঞ্জে।

মোট পরিযায়ী পাখির আগমন অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দেবে।

প্রতিদিন ভোর হতেই এসব পাখি খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। জলজ পোকামাকড়, ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীই এদের প্রধান খাদ্য। বিকেল হলেই দলবেঁধে তারা কুলিকে ফিরে আসে।

জেলা বনাধিকারিক ভূপেন বিশ্বকর্মা বলেন, 'পরিযায়ী পাখিদের পর্যাপ্ত খাদ্যের জোগান দিতে পক্ষীনিবাসের বিভিন্ন জলাশয় পরিষ্কার করে মাছ ও শামুক ছাড়া হয়েছে। পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত এবং অনুকূল পরিবেশ এবার পরিযায়ী পাখিদের জন্য খুব ভালো।' রায়গঞ্জের ওই পক্ষীনিবাসে সাধারণত ওপেন বিল স্টর্ক, করমরযান্ট, ইগ্রেট এবং নাইট হেরনচার প্রজাতির পাখি দেখা যায়।

পাখি বিশেষজ্ঞ বাসুদেব চক্রবর্তী ও পাখিপ্রেমী কৌশিক মৈত্রের মতে, কুলিকের উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে গ্লোসি ও হোয়াইট আইবিসের আনাগোনা বেশি। তবে প্রতিদিন যে বিপুল পরিমাণ নতুন পাখি আসছে, তারা সবাই যদি বাসা বাঁধতে শুরু করে, তবে কুলিকে পর্যাপ্ত জায়গা হবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ২০২৫ সালে পাখির সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৫৮। এবার পাখি দেখে মনে হচ্ছে গত বছরের সংখ্যা ছাড়িয়ে যাবে।

তবে কুলিকের যে অংশে পাখিগুলি দেখা যাচ্ছে, সেখানে কোনও ওয়াচটাওয়ার নেই। গাছগুলি উঁচু হওয়ায় নীচ থেকে পাখি দেখার ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে।

আজ টিভিতে

বাবা লোকনাথ সন্ধে ৭.৩০ জি বাংলা সোনার

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৮.৪৫ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা, বেলা ১১.৪৫ লাভেরিয়া, বিকেল ৩.০০ জোর, সন্ধে ৬.০০ মন যে করে উড়ু উড়ু, রাত ৯.০০ সতীর একান্নপীঠ

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ ইডিয়ট, দুপুর ১.৩০ প্রতিবাদ, বিকেল ৪.৩০ শত্রুর মোকাবিলা, রাত ৮.৩০ মান মর্যাদা, ১১.৩০ অগ্নি

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ সতী বেহুলা, বেলা ১১.৩০ অন্যায় অত্যাচার, দুপুর ২.৩০ পুতুলের প্রতিশোধ, বিকেল ৫.০০ রূপবান, সন্ধে ৭.৩০ বাবা লোকনাথ, রাত ১১.০০ মঙ্গলদীপ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ চুপি চুপি আসে

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বদলা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অন্তরের ভালোবাসা

স্টার গোল্ড : দুপুর ১.৫৬ রাউডি রাঠোর, বিকেল ৪.৫৭ জলি এলএলবি টু, সন্ধে ৭.৫০ দ্য ওয়ারিয়র, রাত ১০.২৯ বাগি-থ্রি

কালার্স সিনেপ্লেক্স : বেলা ১১.৪৬ ছু মন্তর, দুপুর ১.৪৩ গব্বর ইজ ব্যাক, বিকেল ৪.০২ দ্য ফাইটার ম্যান সিংহম-টু, রাত ৮.৩৫ রজনী-দ্য জেলার, ১১.২০ পেট্রা

চুপি চুপি আসে দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

দ্য ডুয়ার্স ওয়ার্ল্ড রাত ৯.১১ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

রজনী-দ্য জেলার রাত ৮.৩৫ কালার্স সিনেপ্লেক্স

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দূরের কোনও আত্মীয়ের পরামর্শে সাংসারিক সমস্যা কাটবে। নতুন গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। বৃষ : কর্মক্ষেত্রে বিরোধীদের সঙ্গে আজ আপস আলোচনায় বসলে ভালো হবে। বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। মিথুন : পুরোনো কোনও সম্পত্তি কিনে লাভবান হবেন। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে মানসিক কষ্ট। কর্কট : ব্যবসার বাধা কাটায় স্বস্তি। অতিরিক্ত চাহিদা পরিত্যাগ করুন, নইলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। সিংহ : পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দলাভ। সন্তানের বিয়ের কথা পাকা হওয়ায় স্বস্তি। কন্যা : সন্তানের চাকরি পাওয়ার খবরে বাড়িতে আনন্দ। কর্মক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় মানসিক স্বস্তি পাবেন। তুলা : সামান্য বিনিয়োগে কোনও ব্যবসার অংশীদার হয়ে আনন্দ। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। বৃশ্চিক : আজ বাকসংযম খুব বেশি জরুরি হয়ে উঠবে। অতি ভোজনের কারণে শারীরিক সমস্যা হতে পারে। ধনু : বাড়িতে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। দূরের কোনও প্রিয়জনের কাছ থেকে উপহার প্রাপ্তির সম্ভাবনা। মকর : কর্মক্ষেত্রে আপনার উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে সকলে প্রশংসা করবে। সামান্য কারণে রেগে গিয়ে সমস্যা। কুম্ভ : অনেকদিন পরে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। কর্মপ্রার্থীরা ভালো চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। মীন : কোনও কাজ করতে তাড়াহুড়ো করবেন না। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৭ শ্রাবণ ১৪৩৩, ভাঃ ১২ শ্রাবণ,৩ অগাস্ট ২০২৬ , ১৭ শাওন, সংবৎ ৫ শ্রাবণ বদি, ১৯ শফর। সূঃ উঃ ৫।১১, অঃ ৬।১৬। সোমবার, পঞ্চমী রাত্রি ৮।৩৫। উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ৮।৫১। সুকর্মাযোগ রাত্রি ৯।৬। কৌলবকরণ দিবা ৯।০ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৮।৩৫ গতে গরকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ৮।৫১ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে-দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ৮।৩৫ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৬।৪৯ গতে ৮।২৮ মধ্যে ও ৩।০ গতে ৪।৩২ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।২২ গতে ১১।৪৪ মধ্যে। যাত্রা -শুভ পূর্বে নিষেধ, অপরাহ্ন ৪।৫৯ গতে দক্ষিণেও নিষেধ, রাত্রি ৮।৩৫ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ৮।৫১ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ দীক্ষা নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যবৃদ্ধিদান ধান্যনিষ্ক্রমণ ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ। বিবাহ- সন্ধ্যা ৬।১৬ গতে রাত্রি ৭।৪ মধ্যে মকরলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। নাগপঞ্চমী, শ্রীশ্রীমনসাদেবী ও অষ্টনাগপুজো। আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব দিবস। অমৃতযোগ - দিবা ৭।১ মধ্যে ও ১০।২২ গতে ১২।৫০ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪১ গতে ৮।৫৮ মধ্যে ও ১১।১৫ গতে ২।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২৫ গতে ৫।১২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসক আর বিমলার সঙ্গে পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। রবিবার শিলিগুড়িতে। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

নাবালিকা ধর্ষণে ধৃত তরুণ

খড়িবাড়ি, ২ অগাস্ট : নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার তরুণ প্রেমিক। স্বাস্থ্য দপ্তরের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। পকসো আইনে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। রবিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

স্বাস্থ্য দপ্তর ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ওই ১৬ বছরের নাবালিকার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল অভিযুক্ত তরুণের। দুজনের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি হয়। এর জেরে ওই নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। শনিবার সংশ্লিষ্ট এলাকায় এক আশাকর্মী বাড়ি বাড়ি চিকিৎসা সংক্রান্ত খোঁজখবর নেওয়ার সময় ওই পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানতে পারেন, নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা। তিনি বিষয়টি সংশ্লিষ্ট উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্টকে (ফিমেল) জানান। এরপর মেয়েটিকে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে পরীক্ষার মাধ্যমে হাসপাতালের চিকিৎসকরা অন্তঃসত্ত্বার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট (ফিমেল) আইনানুযায়ী বিষয়টি খড়িবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি ও খড়িবাড়ি থানায় লিখিতভাবে জানান। চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিও খড়িবাড়ি থানায় উপযুক্ত পদক্ষেপের জন্য অনুরোধ করে। শনিবার রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

খড়িবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শফিউল আলম মল্লিক বলেন, 'এলাকার আশাকর্মীর মাধ্যমে বিষয়টি জানার পরই আইনানুযায়ী বিষয়টি খড়িবাড়ি পুলিশকে জানানো হয়। তারপর পদক্ষেপ করে পুলিশ।' নাবালিকার প্রাথমিক চিকিৎসা পর তাকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির মাধ্যমে মাটিগাড়ার একটি হোমে রাখা হয়েছে। সেখানে নাবালিকার কাউন্সেলিং করা হচ্ছে।

আন্তঃসীমান্ত পর্যটনে জোর

শিলিগুড়ি, ২ অগাস্ট : আন্তঃসীমান্ত পর্যটনে জোর দিয়ে আয়োজিত হল দ্য ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন (এতোয়া)-এর দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা। চার্চ রোডের একটি হোটেল ১২তম এই সভায় নেপাল ও বাংলাদেশের সঙ্গে পর্যটন ব্যবসা আরও কীভাবে বাড়ানো যাবে, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। পর্যটকদের ভ্রমণে সুবিধার জন্য নর্থবেঙ্গল ট্যুরিস্ট ট্রান্সপোর্ট অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর হয়।

এদিনের সভায় ১৭ জনের নতুন কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি দেবাশিস মৈত্র, সম্পাদক সন্দীপন ঘোষ মনোনীত হন। অ্যাসোসিয়েশনের তরফে অসমের বন্যাদুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে এক লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হয়।

পুরমন্ত্রীর ঘোষণায় খুশি শিখা, দুর্নীতির বিরুদ্ধেও আশ্বাস

পুরসভা হচ্ছে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২ অগাস্ট : শিবমন্দিরকে পুরসভা করার কথা বাজেটেই ঘোষণা করেছিলেন অর্থমন্ত্রী। কিন্তু দীর্ঘদিনের দাবি মেনে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির নাম বাজেটে নতুন পুরসভার তালিকায় না থাকায় কিছুটা হতাশ হয়েছিলেন বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। রবিবার শিলিগুড়িতে এসেই পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িকেও পুরসভা করার কথা ঘোষণা করেছেন। মন্ত্রীর এই ঘোষণায় উচ্ছ্বসিত বিধায়ক শিখা। অন্যদিকে, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক মন্ত্রী আনন্দময় বর্মন শিবমন্দির পুরসভা গঠনের কাজ যাতে দ্রুততার সঙ্গে হয়, সেই দাবি রেখেছেন পুরমন্ত্রীর কাছে। পুরসভা না হওয়া পর্যন্ত শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) মাধ্যমে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি সহ গোটা মহকুমার উন্নয়নের দাবিও মন্ত্রীর কাছে রেখেছেন তিনি।

বাম আমলেই আঠারোখাইকে পুরসভা করার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকার ১৫ বছরে এই বিষয়ে একটি শব্দ খরচ করেনি। অন্যদিকে, ২০১১ সালে গৌতম দেব ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি নতুন বিধানসভায় প্রার্থী হয়েই এই বিধানসভা এলাকা নিয়ে পুরসভা গঠনের আশ্বাস দিয়েছিলেন। পরপর দু'বার গৌতম এই কেন্দ্রে জয়ী হলেও বাস্তবে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি পুরসভার তকমা পায়নি। বরং ২০২১ সালে শিখা বিধায়ক হওয়ার পর থেকে তাঁর বিধানসভার অধীনে থাকা ডাবগ্রাম-১, ২ এবং ফুলবাড়ি-১, ২ গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে একটা পুরসভার দাবিতে সরব হন। তিনি এই দাবিতে বিধানসভায় বহুবার সরব হয়েছেন। কিন্তু তৃণমূল পরিচালিত সরকার বিজেপির দখলে থাকা এই এলাকাকে পুরসভা করার প্রস্তাবে আমল দেয়নি বলে অভিযোগ।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির অন্তর্গত ইস্টার্ন বাইপাস।

এবার রাজ্যে বিজেপির সরকার হওয়ার পর পুরসভা হওয়ার আশায় ছিল ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি। শিখাও বিষয়টি নিয়ে নেতা-মন্ত্রীদের কাছে দরবার করেছেন। কিন্তু অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত বাজেটে যে ৯টি পুরসভার ঘোষণা করেছিলেন, সেখানে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভার অন্তর্গত শিবমন্দিরের নাম থাকলের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির জায়গা হয়নি। শিখা নিজেই এদিন বলেছেন, 'বাজেট পেশের দিন বিধানসভায় ছিলাম। কিন্তু ৯টি নতুন পুরসভার মধ্যে আমার এলাকার নাম না থাকায় দুঃখ পেয়েছিলাম। এলাকার মানুষও কিছুটা হতাশ হয়েছিলেন।'

তবে, শিখা হাল ছাড়েননি। বাজেটের পরেও তিনি মুখ্যমন্ত্রী, পুরমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী সহ বিভিন্ন মন্ত্রীর কাছে পুরসভার দাবি জানিয়েছেন। এর পরেই রবিবার পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল শিলিগুড়িতে এসে শিখাকে সবুজ সংকেত দিয়েছেন। পরে পুরমন্ত্রী সাংবাদিকদের কাছে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িকে পুরসভা করার সিদ্ধান্তের কথা জানান। শিখা বলেছেন, 'আমাদের বিধানসভার একটা অংশ (১৪টা ওয়ার্ড) শিলিগুড়ি পুরনিগমের সঙ্গে রয়েছে। সেটা সেখানেই থাকুক। বাকি চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে পৃথক পুরসভা করা হবে।'

শিবমন্দিরকে পুরসভা করার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বলে এদিন মন্ত্রী আনন্দময়কে জানিয়েছেন অগ্নিমিত্রা। আনন্দময়ের দাবিতে শিবমন্দির পুরসভার অধীনে আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কথা বলা রয়েছে। এর মধ্যে মাটিগাড়ার পাঁচটি এবং নকশালবাড়ির তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। তিনি এদিন বলেন, 'দ্রুত পুরসভা গঠনের প্রক্রিয়া শেষ করে নির্বাচনের মাধ্যমে বোর্ড গঠনের কথা মন্ত্রীকে বলেছি।' তাঁর বক্তব্য, ভোট পরবর্তী সময়ে অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত জনপ্রতিনিধিরা আসছেন না। ফলে মহকুমার গ্রামাঞ্চলে উন্নয়ন থমকে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এসজেডিএ-কে দিয়ে মহকুমার রাস্তাঘাট তৈরি, পানীয় জলের ব্যবস্থা সহ উন্নয়নের কাজকর্ম করানো হোক। পুরমন্ত্রী তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন বলে আনন্দময়ের দাবি।

এসজেডিএ নিয়ে তদন্ত চাইলেন আনন্দময়

শিলিগুড়ি, ২ অগাস্ট : শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) ২০০ কোটি টাকা দুর্নীতির তদন্ত চেয়ে রবিবার রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের দ্বারস্থ হলেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক তথা মন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। অগ্নিমিত্রা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন। আনন্দময় বলেন, 'দুর্নীতির তদন্ত করে তৎকালীন বোর্ড সদস্য এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের মধ্যে যাঁরা দোষী, তাঁদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে হবে।'

২০১৩ সালে প্রথম এসজেডিএ'র দুর্নীতির বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। বৈদ্যুতিক চুল্লি নির্মাণ, সিসিটিভি ক্যামেরা এবং ত্রিফলা বাতিস্তম্ভ বসানোর নামে কাজ হওয়ার আগেই এজেন্সিকে বরাদ্দ পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এই দুর্নীতিতে নাম জড়ায় এসজেডিএ'র আধিকারিক থেকে শুরু করে তৎকালীন চেয়ারম্যান সহ বোর্ডের অনেক সদস্যের। তদন্তে নেমে এসজেডিএ'র তৎকালীন চিফ এগজিকিউটিভ অফিসারকে গ্রেপ্তারও করেছিল পুলিশ।

কিন্তু পরদিনই শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারকে বদলি করে দেওয়া হয়।

এরপর থেকে এসজেডিএ'র দুর্নীতির তদন্ত চেয়ে বহুবার দাবি উঠলেও বাস্তবে তৃণমূল সরকার কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ। পালাবদলের পর নতুন করে এসজেডিএ ফাইল খোলার দাবি উঠেছে।

প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্তে একটি কমিশন গঠন করেছে রাজ্য। কিন্তু এখনও এসজেডিএ দুর্নীতির ফাইল খোলা হয়নি। আনন্দময়ের বক্তব্য, 'এসজেডিএ নগরোন্নয়ন দপ্তরের অধীনে রয়েছে। তাই ওই দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে তদন্তের দাবি জানালাম।'

দিশা ঠিক করতে সভা কংগ্রেসের

ফাঁসিদেওয়া, ২ অগাস্ট : ফাঁসিদেওয়া ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ে আয়োজিত সভার মধ্য দিয়ে সংগঠনের নতুন কমিটি ও বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলন জোরদার করার রূপরেখা তৈরি করল কংগ্রেস। রবিবার আয়োজিত কর্মী সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের চেয়ারম্যান তথা এআইসিসি সদস্য শামিম আখতার হাজির ছিলেন। এদিনের সভা থেকেই ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জন্য ২০ সদস্যের একটি নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। দলের তরফে জানানো হয়েছে, কমিটির সদস্যরা আগামীদিনে বুথ স্তরে পৌঁছোবেন এবং সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন জনস্বার্থবাহী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

সভায় উপস্থিত দলীয় নেতৃত্ব বলে, বিরোধীদের রাজনৈতিক চক্রান্ত ও কর্মীদের ওপর করা মিথ্যা মামলা রুখতে আগামীদিনে রাজপথের পাশাপাশি, আইনি লড়াইও চালানো হবে। তৃণমূল ও বিজেপি উভয় সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করে বুথভিত্তিক সংগঠনকে শক্তিশালী করার ওপর জোর দেন বক্তারা। কংগ্রেসের দীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কর্মীদের একজোট হয়ে বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। কর্মসূচিতে কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভাপতি সুবীণ ভৌমিক, দলের ফাঁসিদেওয়া ব্লকের সভাপতি শ্যামল মণ্ডল ছাড়াও জেলা, ব্লকের একাধিক শীর্ষ নেতারা এদিন উপস্থিত ছিলেন।

গ্রেপ্তার দুই

নকশালবাড়ি, ২ অগাস্ট : শনিবার রাতে নকশালবাড়ির সাতভাইয়া এলাকায় পুলিশের অভিযানে বোল্ডারবোঝাই দুটি লরি সহ গ্রেপ্তার হয়েছেন বিহারের দুই তরুণ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা হলেন দীপক কুমার ও দেবেন্দর কুমার।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বাজেয়াপ্ত হওয়া বোল্ডার নকশালবাড়ি হয়ে বিহারে পাচারের উদ্দেশ্য ছিল।

সব স্কুল সরকারি করার ভাবনা মন্ত্রীর

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২ অগাস্ট : ভবিষ্যতে সরকারি স্কুলের পাশাপাশি সরকার পোষিত এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলির শিক্ষকদেরও সরকারি কর্মচারী হিসেবে বিবেচনা করা হতে পারে। রবিবার এমনই ইঙ্গিত দিলেন রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন।

দীপক এদিন ফালাকাটায় অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ (বিদ্যালয় শিক্ষা)-র আলিপুরদুয়ার জেলা সম্মেলনে যোগ দেন। বক্তব্য রাখার সময় তিনি বলেন, 'সমস্ত বিদ্যালয়কে যদি সরকারি স্কুল হিসেবে ঘোষণা করা হয় তাহলে কেমন হয়? আমি এই বিষয়টি আপনাদের বিবেচনা করতে বলেছি।' এর পাশাপাশি দীপক এদিন 'স্লো লার্নার'-দের কীভাবে মাতৃভাষায় পড়ানো শেখানো যায়, তার কয়েকটি উপায় বলেন। সম্মেলনে আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা একটি হিন্দি গান গান। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা কমিটির সভাপতি মিঠু দাস।

এদিন দীপক বলেন, 'আমি এই প্রস্তাব দিলাম। এবার আপনারা এবিষয়ে আলোচনা করুন। আমাদের বিদ্যালয়গুলি যদি সরকারি করে দেওয়া হয়, তাহলে কী ফল হবে তা নিয়ে আপনারা আলোচনা করুন। এনিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক হোক। সেখান থেকে সমাধান উঠে আসুক।'

মাসখানেক আগে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন, রাজ্য সরকার স্কুলের শিক্ষকদের সরকারি কর্মচারী হিসেবে বিবেচনা করার ব্যাপারে

> **সমস্ত বিদ্যালয়কে যদি সরকারি স্কুল হিসেবে ঘোষণা করা হয় তাহলে কেমন হয়? আমি এই বিষয়টি আপনাদের বিবেচনা করতে বলেছি।**
>
> **দীপক বর্মন**
> *স্কুল শিক্ষামন্ত্রী*

চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। সেই সময় স্কুল শিক্ষামন্ত্রী এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। তবে এদিন দীপকের বক্তব্যর পর সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা, রাজ্য সরকার হয়তো এবিষয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে।

এবিষয়ে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সম্পাদক জয়ন্ত সাহা বলেন, 'রাজনৈতিক সংগঠনের সম্মেলনে এই ধরনের প্রস্তাব দিয়ে তো কোনও লাভ নেই।'

কলকাতার হিন্দু, হেয়ার, সংস্কৃত, বেথুন কলেজিয়েট, বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট এবং জেলা স্কুলের শিক্ষকরাই শুধুমাত্র সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা পান। সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমের আওতাভুক্ত। সাহায্যপ্রাপ্ত ও স্পনসরড স্কুলের শিক্ষকরা আগে স্বাস্থ্যসাথীর সুবিধা পেতেন।

সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা চাকরি জীবনের ৮, ১৬ এবং ২৫তম বছরে তিনটি ইনক্রিমেন্ট পান। ইনক্রিমেন্টের সঙ্গে পরবর্তী উচ্চতর বেতনহারও পান। কিন্তু সাহায্যপ্রাপ্ত ও পোষিত স্কুলের শিক্ষকরা চাকরিজীবনের ১০ ও ২০তম বছরে দুটি ইনক্রিমেন্ট পান। দীপক বলেন, 'আমরা মাস্টারমশাইরা অস্তিত্ব সংকটে ভুগছি। কারণ স্কুল থেকে ছাত্রছাত্রী চলে যাচ্ছে। সমস্ত সুযোগসুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও কেন স্কুলে পড়ুয়া থাকছে না সেটা ভাবুন। পড়ুয়াদের স্কুলে ফেরাতে উদ্যোগ নিন।' তিনি আরও বলেন, 'স্লো লার্নার পড়ুয়াদের মাতৃভাষা শেখানোর জন্য আমি ৩টি প্রস্তাব দিচ্ছি। প্রথমত, স্লো লার্নারদের চিহ্নিত করতে হবে, দ্বিতীয়ত শিক্ষকদের স্লো লার্নার ছাত্রছাত্রীদের দায়িত্ব ভাগ করে নিতে হবে আর তৃতীয়ত, তিন বছরের মধ্যে যদি কোনও পড়ুয়া মাতৃভাষা পড়তে না পারে তাহলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে দায় নিতে হবে।'

নিশ্চিন্তে।। বারাণসীতে ছবিটি তুলেছেন কোচবিহারের অর্ণব দত্ত।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

জেলা কমিটি ঘিরে বিতর্ক বিএমএস-এ

শ্রমিক সংগঠনের মাথায় ব্যবসায়ী

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২ অগাস্ট : রবিবার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সংঘের (বিএমএস) দার্জিলিং জেলা কমিটি গঠন ঘিরে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। জুলাইয়ের শেষদিকে সংগঠনের জেলা সম্মেলন ছিল। সূত্রের খবর, সেখানে বিএমএসের রাজ্য নেতৃত্বের একাংশ জানিয়ে দিয়েছিল, গত বছর জেলা সভাপতির দায়িত্ব পাওয়া দেবব্রত সাহাই পদে থাকবেন। কিন্তু তাঁদের কথা মানা হয়নি। তাঁর বদলে যাঁকে সভাপতি করা হয়েছে, সেই অমিত ভট্টাচার্য আদপে শ্রমিক নন, তিনি একজন ব্যবসায়ী।

অভিযোগ, আরএসএস-এর উত্তরের এক নেতা ও তাঁর সঙ্গীদের অঙ্গুলিহেলনে দেবব্রত চলতে চাইছিলেন না। এরপরই তাঁকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করা হয় বলে খবর। গত শুক্রবার তিনি পদত্যাগ করেন। এখন সেই দেবব্রতকেই সংগঠনের জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্য করা হয়েছে। কিন্তু বিএমএস-এর রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ অমান্য করার সাহস দেখালেন কারা, তা নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছে সংগঠনের অন্দরে। তবে এনিয়ে মন্তব্য করতে চাননি নতুন কমিটির কার্যকরী সভাপতি অমিত ভট্টাচার্য। তাঁকে সামনে রেখেই আগামীদিনে সংগঠন পরিচালনার দায়িত্ব বণ্টন হয়েছে বলে বিএমএস সূত্রে খবর। এনজেপি এবং অন্যত্র তাঁর নানা ব্যবসা রয়েছে বলে খবর। ফলে তিনি কীভাবে শ্রমিক সংগঠনের মাথায় বসলেন, তা নিয়ে সংগঠনের মধ্যেই বিতর্ক শুরু হয়েছে। কারণ, সাধারণত শ্রমিকদের মধ্যে থেকেই বিএমএস-এর দায়িত্ব দেওয়া হত। অমিতের স্পষ্ট কথা, 'এনজেপিতে ব্যবসা করি। আগে বিজেপিতে ছিলাম।' একদা সিটুর নেতাদের সঙ্গেও যে তাঁর যোগাযোগ ছিল, সে কথা অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। এমন ব্যক্তিকে শ্রমিক সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত, তা নিয়ে সংগঠনের অন্দরে চর্চা চলছে। এক নেতার অভিযোগ, 'সংগঠনকে কাজে লাগিয়ে স্বার্থ চরিতার্থ করতে উঠেপড়ে লেগেছেন অনেকে।'

অমিতের সঙ্গে এনজেপির দায়িত্ব পেয়েছেন বিশ্বজিৎ সাহা (বাবু)। এই বাবু সামাজিক মাধ্যমে নিজেকে এনজেপির নেতা হিসাবে দায়িত্ব বণ্টনের আগেই ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে এনজেপি এলাকায় দাদাগিরির অভিযোগও উঠেছিল। বিএমএস-এর জেলা সম্মেলনে এসে রাজ্য নেতৃত্ব বাবুকে আর দায়িত্ব দেননি বলে অভিযোগ। এবার নতুন কমিটিতে কীভাবে তিনি স্থান পেলেন, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

একইভাবে বিএমএস-এর সরকারি পরিবহণের রাজ্য সম্পাদকের দায়িত্বে রয়েছেন অপূর্ব প্রামাণিক। তাঁর ভাই টোটন প্রামাণিক জেলা কমিটির সহ সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন। টোটন আরও দায়িত্বে রয়েছেন। এক ব্যক্তি কীভাবে একাধিক দায়িত্ব পাচ্ছেন সংঘের শ্রমিক সংগঠনের, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। কারণ, সংঘে এক ব্যক্তি এক পদের কথা বলে থাকেন নেতারা। উল্লেখযোগ্যভাবে কমিটির সম্পাদক মিহিরবরণ হালদারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজারের। সেখানে যুগ্মভাবে ওই দায়িত্বে রয়েছেন শিব যাদব। এই শিব একদা তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ ছিলেন। শিবের বাবা প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলার দিলীপ বর্মনের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ফলে কমিটির মূল মাথারা কোনও না কোনও লাভজনক পদে থেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছেন বলে সংগঠনের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর মনে হয়েছে।

মিহিরের বক্তব্য, 'নতুন করে জেলা সম্মেলন না হওয়া পর্যন্ত জেলা সভাপতি করা যাবে না। বিভিন্ন জায়গায় সংগঠনের সমস্যা হচ্ছে।'

সংযত হতে নির্দেশ

শিলিগুড়ি, ২ অগাস্ট : নেতাদের সংযত হয়ে কাজ করার নির্দেশ দিল বিজেপি নেতৃত্ব। রবিবার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির অফিস মাল্লাগুড়িতে একটি বৈঠক হয়। সেখানে দলের মণ্ডল সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক থেকে জেলার নেতা এবং মোর্চার নেতৃত্ব ছিলেন। সূত্রের খবর, ওই বৈঠকে সংযত হওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে। বিজেপির অন্দরের খবর, ইতিমধ্যে নেতাদের একাংশর বিরুদ্ধে কাটমানি নেওয়া থেকে নানা অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ সামনে এসেছে। তাতে দলের বদনাম হচ্ছে বলে দাবি। সেই থেকেই নেতাদের সংযত হতে বলা হয়েছে কি না তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। বৈঠকে দার্জিলিয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট আগামীতে নানা কর্মসূচি গ্রহণ এবং মানুষের কাজ করার কথা বলেছেন।

সংঘর্ষ

চোপড়া, ২ অগাস্ট : চা বাগানের জমি দখলকে কেন্দ্র করে রবিবার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণপুর এলাকায় স্থানীয় বিজেপি ও তৃণমূল নেতৃত্বের মধ্যে বচসা হয়। কাঁচাকালী ক্যাম্পের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত থানায় অভিযোগ জমা পড়েনি। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, নারায়ণপুর এলাকায় ডানকানস গ্রুপের প্রায় ৩০ একর জমি নিয়ে একটি ডিভিশন রয়েছে। অভিযোগ, ওই বাগানের অধিকাংশ জমি স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশের দখলে। এদিন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব জমি দখলের উদ্দেশ্যে লোকজন পাঠালে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয় বলে অভিযোগ। বিজেপির মণ্ডল সভাপতি নিত্য পাল অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

দেহ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ২ অগাস্ট : চা বাগান এলাকা থেকে রাজকুমার মাঝি নামে বছর ৩৩-এর এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। তিনি ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর সংলগ্ন হাবড়াভিটার বাসিন্দা ছিলেন। রবিবার লালদিঘির কাছে চা বাগানের একটি গাছে ওই তরুণের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা।

আবগারি দপ্তরের হানায় অনিয়ম প্রকাশ্যে

পাবে হুল্লোড় নাবালিকাদেরও

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২ অগাস্ট : শহর শিলিগুড়িতে পাব-বার নিয়ে বিতর্ক যেন কিছুতেই থামছে না।

অনুমতির বাইরে গিয়ে মধ্যরাত অবধি হইহুল্লোড়, মাদকের আসর বসানোর অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এবার, তালিকায় যোগ হল আঠারো বছরের কম অর্থাৎ নাবালিকাদের প্রবেশাধিকার দেওয়া। ঘটনাটি সেবক রোডে একটি মলে থাকা পাবের। ওই পাব মালিকের বিরুদ্ধে বারবার অবৈধ কলসেন্টার চালানোর অভিযোগ উঠেছে। ঝামেলা এড়িয়ে কালা কারবার চালাতে তিনি শুক্রবার রাতে বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার নেতার সঙ্গে চেকপোস্ট সংলগ্ন একটি রেস্তোরাঁয় বৈঠকেও বসেছিলেন। যদিও, শনিবার সন্ধ্যার পর বিষয়টি নিয়ে ফোনে পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল খবরের স্বার্থে। তার আগে সকালে শিলিগুড়ির বিধায়ক ভিডিও বার্তায় কড়াকড়ির কথা বলেছিলেন।

এরপর শনিবার গভীর রাতে আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরা হানা দেন ওই পাবে। প্রথমে বেশ কিছুক্ষণ ছদ্মবেশে নজরদারি চালানোর পর অভিযান চালানো হয়। ধরা পড়ে, অপ্রাপ্তবয়স্করা অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভেতরে। এমনকি বয়সের নথিপত্র যাচাই না করেই এন্ট্রি দিতে হাতেনাতে ধরেন তাঁরা। এটুকুতেই শেষ নয়। আবগারি বিভাগের নিয়ম অনুযায়ী, পাবের আয়তন হিসেবে যতজন থাকার কথা, তার থেকে অনেক বেশি লোককে অর্থের বিনিময়ে ঢুকতে দেওয়া হয়েছিল।

অভিযোগ, এসব বেনিয়মের হিমশৈল মাত্র। তদন্তের স্বার্থে ওই পাবের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছেন আবগারি আধিকারিকরা। এক পদস্থ কর্তা বলছিলেন, 'শনিবার রাতের অভিযানে বেশ কিছু ত্রুটি পাওয়া গিয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত করা হচ্ছে।'

নিয়মিত যাঁরা শহরের বিভিন্ন

- শনিবার গভীর রাতে সেবক রোডের পাবে হানা
- নথিপত্র যাচাই করা হচ্ছিল না, অপ্রাপ্তবয়স্কদের অবাধ প্রবেশ
- পাবের আয়তনের হিসেবের থেকে বেশি লোক ছিল ভেতরে
- সিসিটিভি ফুটেজ বাজেয়াপ্ত করে তদন্ত শুরু আবগারি দপ্তরের
- সমস্ত পাব-বার নিয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হোক, দাবি শহরবাসীর

পাব-বারে যাতায়াত করেন, তাঁরাই বলছেন, এসব তো নতুন নয়। অধিকাংশ জায়গাতেই এধরনের ছবি দেখা যায় বছরভর। প্রতি রাতে মোটা টাকা আয়ই একমাত্র লক্ষ্য। নিয়মকানুনের ধার ধারেন না ব্যবসায়ীদের বড় অংশ।

শনিবার রাতে যে পাবে অভিযান চালানো হয়েছে, তার ভেতরেই রাজ্যের এক মন্ত্রীর সঙ্গে তোলা ছবি নিজের জন্মদিন পালনের সময় জায়েন্ট স্ক্রিনে লাগিয়েছিলেন মালিক। সে খবর কানে পৌঁছেছে মন্ত্রীমশাইয়ের। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এ নিয়ে। সেজন্যই কি শুধুমাত্র একটি পাবে অভিযান চালানো হল? বাকিগুলো ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকবে কি? এই পাবের মালিকও যথেষ্ট প্রভাবশালী। একবার সিবিআই গ্রেপ্তার করেছিল তাঁকে। যদিও, কারবারে প্রভাব পড়েনি তেমন। এবারও কি তদন্ত থমকে যাবে মাঝপথে? প্রশ্ন অনেক, উত্তর দেবে সময়।

পাবগুলোতে ঢোকার মুখেই ডেস্ক বসে। সেখানে 'এন্ট্রি ফ্রি' নেওয়া হয়। তারমধ্যে 'শট'-এরও হিসেব থাকে। নিয়ম বলে, সেখানেই বয়সের নথি যাচাইয়ের কথা। শহরের অধিকাংশ পাবে ভেতরে পা ফেলার জায়গা থাকে না। অথচ, আবগারি বিভাগের তরফে প্রতিটি পাবের জায়গা হিসেবে নির্দিষ্ট লোক ঢোকার অনুমতি দেওয়া রয়েছে। বার-পাবগুলোকে নিয়ে পুলিশকে আরও সক্রিয় হওয়া উচিত বলে মনে করেন শহরবাসী।

বছরখানেক আগে পাবগুলোতে হেরোইন সরবরাহের অভিযোগে এক কাপড় ব্যবসায়ীকে পাকড়াও করেছিল এসটিএফ। চক্রের মাথা এক নাইজিরিয়ানকেও পরবর্তীতে গ্রেপ্তার করা হয়। তবুও নজরদারিতে ফাঁকফোকর রয়েছে বিস্তর।

রাজ্যের মসনদে বদল এসেছে। সেইমতো পালটে গিয়েছে সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রকরা। পুলিশ কখনও সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করলেই তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে ফোন চলে আসত 'দাদা'দের। এখনও আসছে। শুধু গলার স্বরটা অন্যের। শাসকদলের বড় নেতাদের ঘনিষ্ঠতাই আশকারা দিচ্ছে পাব-বার মালিকদের।

নিয়মের বাঁধনে বাধার সাধ্যি কি কারও নেই...

অনাস্থার অঙ্ক নিয়ে জল্পনা

জলপাইগুড়ি, ২ অগাস্ট : জলপাইগুড়ি পুরসভা নিয়ে রাজনৈতিক জটিলতা চরমে পৌঁছেছে। কালীঘাট তৃণমূল, বিজেপি এবং বিরোধী বাম-কংগ্রেস সকলেই প্রকাশ্যে সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের বিরোধিতা করছে। সৈকতকে একবার ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা গেলেও তিনি এখনও নিজে স্পষ্ট করে বলেননি, তৃণমূলের কোন শিবিরের লোক তিনি। ফলে কোন অঙ্কে সৈকত অনাস্থা ভোটের মুখোমুখি হতে চাইছেন, তা রাজনৈতিক মহলে লাখ টাকার প্রশ্ন। এদিকে, রাজ্যের প্রায় সব জেলায় প্রশাসক বসিয়ে পুরবোর্ড দখল এখন বিজেপির ঘোষিত নীতি হলেও জলপাইগুড়ি জেলা কোনও অজ্ঞাত কারণেই তার থেকে বাদ পড়ে রয়েছে। মাল ও ময়নাগুড়ি দুই পুরসভাতেই রাজ্যের শাসকদলকে তৃণমূল কংগ্রেসের বোর্ড ভাঙতে এখনও সক্রিয় হতে দেখা যায়নি। চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবিতে বিজেপি সরব হলেও জলপাইগুড়ি পুরসভার ক্ষেত্রেও শেষমুহূর্তে রাজ্য সরকার কী ভূমিকা নেবে, তা নিয়ে জল্পনার অন্ত নেই।

এদিকে অনাস্থার নিয়মে রয়েছে, প্রস্তাব গ্রহণের ১৫ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যানকে ভোটাভুটির জন্য একটি বৈঠক ডাকতে হবে। একইভাবে জেলা প্রশাসন যদি মনে করে, অনাস্থা প্রস্তাবের পর পুরসভায় অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে, সেক্ষেত্রে জেলা শাসকের মিটিং ডাকার বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। সদর মহকুমা শাসক মইন আহমেদ শনিবার পুরসভার কার্যনির্বাহী আধিকারিককে নির্দেশ দিয়েছেন, কোনও নথি যাতে পুরসভার বাইরে না যায়। একইভাবে মহকুমা শাসকের নির্দেশে পুরসভায় পুলিশ মোতায়েন হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভোটাভুটির জন্য মিটিং কে ডাকবেন, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। অনাস্থার বিষয়টি ইতিমধ্যে রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে শহরের চায়ের দোকানের আড্ডাতেও আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুই পক্ষই ভোটাভুটির লড়াইয়ে নিজেদের মতো করে ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছে।

ট্রেন থেকে নেমে তিস্তাঘাটে জল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন পুণ্যার্থীরা। সেখান থেকে হেঁটে যাবেন জল্পেশে। শ্রাবণ মাসের তৃতীয় রবিবারে।

টাকা হাতানোয় ধৃত ২

শিলিগুড়ি, ২ অগাস্ট : প্রথম শিকার এক সাইকেলচালক। দ্বিতীয় নিশানা এক বাইক আরোহী। সাহস ধীরে ধীরে বাড়ছিল। তাই বড় দাঁও মারার লোভে সটান চড়াও এক চার চাকা গাড়ির চালকের ওপর। আর তাতেই পর্দা ফাঁস! পুলিশের জালে ধরা পড়লেন দুই দুষ্কৃতী।

লিফট চেয়ে গাড়িতে উঠে অভিনব কায়দায় টাকা হাতানোর ছক শিলিগুড়িতে। তদন্তের কিনারা করে রবিবার দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতরা হলেন গঙ্গানগরের বাসিন্দা অভিনন্দন রায় এবং সন্তোষীনগরের ধ্রুব সাহানি। ঘটনায় আরও দুজন জড়িত রয়েছে বলে অনুমান। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

এদিকে, জেরার মুখে উঠে এসেছে স্বীকারোক্তি। ধৃত অভিনন্দন এবং ধ্রুব জানিয়েছেন, রীতিমতো পূর্বপরিকল্পনা মাফিক, দলবেঁধে অপারেট করতেন তাঁরা। প্রতি ক্ষেত্রেই তাঁদের প্রথম পছন্দ ছিল পতিরামজোতের আলো-আঁধারি রাস্তা। পুলিশকর্মী পরিচয়ে লিফট চাওয়ার দায়িত্ব ছিল ধ্রুবর। এরপর কিছুদূরে নিরিবিলি রাস্তায় পৌঁছোতেই শিকারের ওপর চড়াও হতেন তিনি। আশপাশে ঘাপটি মেরে থাকত গ্যাংয়ের বাকি সদস্যরা। সুযোগ বুঝে তারাও যোগ দিত মারপিটে। ফাঁকতালে ওই ব্যক্তির মোবাইলটি হাতিয়ে নিতেন অভিনন্দন। অনলাইনে চালান করে নিতেন মোটা টাকা।

গত শুক্রবার এভাবেই সর্বস্বান্ত হন এক চার চাকা গাড়ির চালক। পুলিশের দ্বারস্থ হন তিনি। তবে মনে করা হচ্ছে, পুলিশের পরিচয় ভাঁড়িয়ে অপারেশন চালানোয় তাঁদের আগের শিকাররা কেউ অভিযোগ দায়ের করার সাহস পাননি। ধৃতরা জানিয়েছেন, এর আগে বাইক আরোহীর কাছ থেকে প্রায় ১৬ হাজার টাকা হাতিয়ে সফলভাবে চম্পট দিতেই সাহস বেড়ে যায়। স্বীকারোক্তিতে জানা গিয়েছে, ওই টাকা দিয়ে 'পার্টি' করত তরুণের দল। যদিও স্বাস্থ্য পরীক্ষায় জানা গিয়েছে, অভিনন্দন বা ধ্রুব- কেউই নেশাসক্ত ছিলেন না।

তদন্তে নেমে মাটিগাড়া থানার পুলিশ আরও জানতে পেরেছে, মুম্বইতে কাজ করতেন ধৃত অভিনন্দন। বাবার অসুস্থতার কারণে তাঁকে ফিরতে হয়েছিল। এক মাসের মধ্যেই ফের কর্মস্থলে পাড়ি দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। এর মধ্যেই বন্ধুত্ব পাতান ওই দলের সঙ্গে। এরপর রীতিমতো ছক কষে অপারেশনে নামেন ওই তরুণরা। যদিও, অভিনন্দন ছাড়া বাকিরা কেউই সেভাবে কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না বলে পুলিশের দাবি। এদিকে এত নিখুঁত পরিকল্পনা কী করে এল অভিনন্দনের মাথায়? মুম্বইতেও কি এমন কোনও অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন ওই তরুণ? সেখান থেকেই এই পরিকল্পনা? সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উত্তর খুঁজতে মুম্বই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে একজোট হচ্ছে পাহাড়

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২ অগাস্ট : গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে ফের উত্তাপ বাড়ছে পাহাড়ে। রবিবার গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার ডাকা সর্বদল বৈঠকে পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে সরব হন সেখানকার রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা। বিজেপি অংশ না নিলেও তাৎপর্যপূর্ণভাবে মোর্চার ডাকা বৈঠকে অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম) অংশ নিয়েছিল। বিমল বলেছেন, 'আমাদের এক এবং অদ্বিতীয় দাবি গোর্খাল্যান্ড। সমস্ত বক্তাই এই দাবিতে সওয়াল করেছেন।' দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আগামী কর্মসূচি স্থির করতে সমস্ত দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে সমন্বয় কমিটি তৈরি করা হবে বলে বিমল জানিয়েছেন। সোমবার পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং দার্জিলিংয়ে আসছেন। তাঁর কাছেও পাহাড়ের নানা দাবি তুলে ধরার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে বিমল জানান।

রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের উপর পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান নিয়ে চাপ বাড়ছে। বিমলও নতুন করে পাহাড়ে জাঁকিয়ে বসার চেষ্টা করছেন। তাঁর ডাকেই এদিন দার্জিলিংয়ের মাড়োয়ারি ভবনে সর্বদল বৈঠক হয়। সেখানে বিজেপি সহ ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্সে (এনডিএ) থাকা প্রতিটি দল এবং অনীতের বিজিপিএম, অজয় এডওয়ার্ডের ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট (আইজিজেএফ) সহ অন্য আঞ্চলিক দলগুলিকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

বিজেপি না এলেও বৈঠকে বাকি সমস্ত দলের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছিলেন। বিজিপিএম থেকে দার্জিলিং মহকুমা সভাপতি অলোক কান্তামণি থুলুং এবং কালিম্পংয়ের নেতা বারুদ থাপা অংশ নেন। তাঁরা দুজনই গোর্খাল্যান্ড দাবি আদায়ে সকলকে একজোট হওয়ার আবেদন করেছেন।

বিমল গুরুং বলেন, 'সবাই গোর্খাল্যান্ডের পক্ষেই সওয়াল করেছেন। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা আমাদের বলেছিলেন, পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের জন্য এখানকার সমস্ত দলকে নিয়ে বৈঠক হবে।' কেন্দ্র দ্রুত সেই বৈঠক ডাকবে বলে মোর্চা সুপ্রিমো আশাবাদী।

গোর্খাল্যান্ড আদায়ের রাস্তা খুঁজতে এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়। প্রতিটি দলকে গোর্খাল্যান্ডের

বিমলের ডাকা সর্বদলে হাজির অনীতের দল

পক্ষে একটা করে খসড়া দাবিপত্র তৈরির জন্য বলা হয়েছে। সেগুলি নিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে চূড়ান্ত দাবিপত্র তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হবে আইনজীবীদের। সেটা পরবর্তীতে কেন্দ্র এবং রাজ্যের কাছে তুলে দেওয়া হবে।

এর পাশাপাশি ১১টি জনগোষ্ঠীকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার দাবিও ওঠে বৈঠকে। মোর্চা সুপ্রিমোর দাবি, 'এই জনজাতিগুলিকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা কেন্দ্রকে দিতে হবে। এনিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা হয়েছে।' বিজেপির বৈঠকে না আসা প্রসঙ্গে বিমলের সাফাই, 'বিজেপি এখন কেন্দ্র ও রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে। বিজেপি আমাদের দাবি পূরণ করবে। ওরা দাতা, আমরা গ্রহীতা। তাই ওদের এখানে না এলেও হবে।' বৈঠক নিয়ে বিজেপির পার্বত্য শাখার সভাপতি সঞ্জীব লামার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

দার্জিলিংয়ের মাড়োয়ারি ভবনে সর্বদল বৈঠক। রবিবার।

মেগা পর্যটন সার্কেলের পরিকল্পনা শংকরের

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২ অগাস্ট : প্রস্তাবিত নগরবনকে কেন্দ্র করে মেগা পর্যটন সার্কেল তৈরির পরিকল্পনার কথা জানালেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। রবিবার রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁয়ের সঙ্গে বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের সারুগাড়া রেঞ্জের সাহু নদীর ধারে গিয়েছিলেন শংকর। সেখানে দেশের অন্যতম বৃহৎ নগরবন তৈরি করা হবে বলে জানান দুই মন্ত্রী। সেসময়ই শংকরের মাথায় ঘুরছিল মেগা ট্যুরিস্ট সার্কেলের কথা। তিনি তা চেপে রাখেননি। আধিকারিকদের সঙ্গে একপ্রস্থ সেখানেই কথা বলে নেন। তাঁর প্রস্তাবিত ট্যুরিস্ট সার্কেলের মধ্যে রয়েছে বেঙ্গল সাফারি এবং গজলডোবা।

কিন্তু কীভাবে হবে? শংকরের বক্তব্য, 'আপাতত বেঙ্গল সাফারি থেকে গজলডোবার মধ্যে জিপ সাফারির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেটা বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের ভিতরের একটি রাস্তা দিয়ে। এবার সাহু নদীর ধারে নগরবন হলে, সেই সাফারির মধ্যে নগরবন ঢুকে যেতে পারে।'

শংকর তাঁর ব্যাখ্যায় জানিয়েছেন, বেঙ্গল সাফারি থেকে নগরবনের এলাকাটি কাছে। কাজেই বেঙ্গল সাফারিতে বন্যপ্রাণীদের দেখে কিংবা সেখানকার সৌন্দর্য উপভোগ করে নগরবনে যাওয়া যেতে পারে। নগরবন সম্পূর্ণ প্রকৃতিনির্ভর। সেখানে নীরবতার মধ্যে নদী, জঙ্গলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন পর্যটকরা। তারপর সেখান থেকে জঙ্গলের রাস্তা ধরে গজলডোবার সৌন্দর্য উপভোগ করা যেতে পারে। শংকর আরও বলেন, 'এই মেগা পর্যটন সার্কেল তৈরির পরিকল্পনা নিয়েও আগামীদিনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হবে।' তবে নগরবনের এই জায়গা নির্বাচনে স্যাটেলাইট ব্যবহার করা হয়েছে বলে দাবি শংকরের। আধিকারিকরা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে জায়গাটিকে চিহ্নিত করে তাঁদের জানিয়েছেন।

বৈকুণ্ঠপুর পরিদর্শনে বনমন্ত্রী ও পর্যটনমন্ত্রী। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

জিপ সাফারির বিষয়ে এদিন বনমন্ত্রী জানিয়েছেন, জিপ সাফারির পরিকল্পনা ছিল। তাঁর কথায়, 'যেটাই করা হবে সেটা যেন ইকো ট্যুরিজমের মধ্যে হয়। সাফারির গাড়িগুলি বিদ্যুৎচালিত করা যায় কি না, তা নিয়ে আলোচনা চলছে।' বসে ডিপিআর তৈরি করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। বনমন্ত্রী এদিন অবৈধ দখলদারি নিয়েও সরব হয়েছিলেন। সঠিক অভিযোগ থাকলে তদন্ত করে উচ্ছেদ করা হবে বলে জানিয়েছেন। তবে বন দপ্তর আগামীদিনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির উপর বেশি নির্ভরশীল হতে চাইছে। বন্যপ্রাণীদের খাবার থেকে রেললাইন পারাপার, প্রায় অনেক ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন।

বক্সায় ২ অক্টোবর বাঘ ছাড়া হবে বলে জানিয়েছেন বনমন্ত্রী। সেইসঙ্গে বেঙ্গল সাফারিতে পুজোর আগেই সিংহ সাফারির মজা নিতে পারবেন পর্যটকরা। কিছুদিন আগে বেঙ্গল সাফারিতে একটি ভালুক সহ তিনটি প্রাণীর মৃত্যু হয়েছিল। তার কারণ নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছিল। এদিন মন্ত্রী বলেছেন, 'ইতিমধ্যে রিপোর্ট জমা পড়েছে। সেটা কিছুদিন পরে প্রকাশ করা হবে।'

মাঞ্জার ফাঁসে

কলকাতার মা ফ্লাইওভারে চিনা মাঞ্জার আঘাতে গুরুতর জখম এক স্কুল শিক্ষিকা। বাইকে করে যাওয়ার সময় মাঞ্জার সুতোর ধারে মুখের একাধিক অংশ কেটে যায় তাঁর। তাঁকে এসএসকেএমে ভর্তি করা হয়।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গের সাত জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সতর্কতা জারি করল আবহাওয়া দপ্তর। মঙ্গলবার থেকে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি বাড়তে পারে। উত্তরবঙ্গের কয়েক জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস।

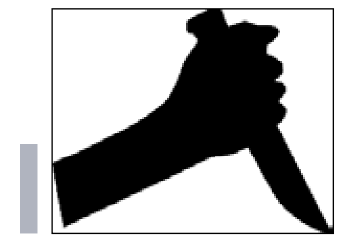

খুন

ভাঙড়ে এক আইএসএফ কর্মীকে কুপিয়ে খুন। ঘটনায় রাজনৈতিক যোগের অভিযোগ তুলেছে নৌশাদ সিদ্দিকীর দল। যদিও নিহতের পরিবারের দাবি, বচসার জেরেই খুন হতে হয় আতাবুদ্দিন মোল্লাকে। পরে আত্মসমর্পণ করে অভিযুক্তরা।

লটারি বিভ্রাট

ঝাড়খণ্ডের নিরসায় বিসিসিএলের পরিত্যক্ত কোয়ার্টারে হানা দিয়ে অবৈধ লটারির মিনি প্রিন্টিং প্রেসের হদিস পেল পুলিশ। প্রায় ১ কোটি টাকার লটারির টিকিট বাজেয়াপ্ত করে, আটক করা হয়েছে এক ব্যক্তিকে।

আমারই অপমান : তসলিমা

জয় গোস্বামীকে মঞ্চে উঠতে না দেওয়ায় সরব 'দ্বিখণ্ডিত'-র লেখিকা

সাংবাদিক সম্মেলনের একটি মুহূর্ত। রবিবার কলকাতায়। -পিটিআই

কলকাতা, ২ অগাস্ট : শনিবাসরীয় সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সদনের মঞ্চে তিনিই কবি জয় গোস্বামীকে ডেকেছিলেন। কিন্তু দর্শকদের একাংশ তাতে আপত্তি জানানোয় শেষমেশ তসলিমার সঙ্গে মঞ্চ ভাগাভাগি করতে পারেননি তিনি। এই ঘটনায় নিজের অপমানের কথা রবিবার নিজমুখে স্বীকার করে নেন তসলিমা। রবিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি সাফ বলেছেন, 'আমার তো খারাপ লাগবেই। জয় গোস্বামীকে তো আমিই ডেকেছিলাম। তাই ওঁকে মঞ্চে উঠতে না দেওয়া আমারই অপমান।' শীঘ্রই জয়ের বাড়ি গিয়ে কথা বলবেন বলেও জানিয়েছেন 'দ্বিখণ্ডিত'-র লেখিকা।

শনিবারের মঞ্চে তসলিমার ভাষণে বারবার উঠে আসে ভিন্ন মত প্রকাশের অধিকার ও স্বাধীনতার কথা। অথচ সেখানেই জয় গোস্বামীকে বাধা দেওয়ার ঘটনা যে আদতে দ্বিচারিতা সেটা এদিন ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন লেখিকা। তসলিমা বলেন, 'আমি আমার ভাষণে বাকস্বাধীনতার কথা বলেছি, আমাদের ভিন্নমত থাকতেই পারে। কিন্তু আমাদের সবাইকে কথা বলতে দিতে হবে। কারও কথা বলা বন্ধ করে দেওয়া ঠিক নয়।' তাঁর মতে, 'আমার কথা যাঁরা পছন্দ করেছেন তাঁদের মধ্যেই কি কেউ ছিলেন যাঁরা জয়কে মঞ্চে উঠতে দেননি? তাহলে তো দু'রকম হয়ে গেল। একজন যখন মতপ্রকাশের পক্ষে বলছেন তখন তাঁকে সমর্থন করছেন। আবার মতপ্রকাশের জন্য তিনি যখন অন্য কোনও কবিকে ডাকছেন তখন তাঁর কথা শুনতে চাইছেন না।'

তবে তসলিমা অসন্তোষ ব্যক্ত করলেও জয় গোস্বামী বিষয়টিকে হালকা করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, 'আমাকে যাঁরা ধিক্কার জানিয়েছেন সঠিক কাজ করেছেন। আমি ওই মঞ্চে থাকার অধিকারী নই। তবে তসলিমা ডাকলে আবার আমি যাব, অপমানিত হলে হব। আজীবন তসলিমাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যাব।' তসলিমা অবশ্য মনে করেন, আগামীদিনে এই ধরনের ঘটনা আর হবে না। কারণ, কলকাতা প্রগতিশীলদের শহর। তিনি সাফ জানিয়েছেন, রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিন্ন হলেও সকলকে মতপ্রকাশের জায়গা দিতে হবে।

তবে জয় গোস্বামীকে রবীন্দ্র সদনে বিক্ষোভের মুখে পড়ার ঘটনার নিন্দা করেছেন কালীঘাট তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, 'বাকস্বাধীনতা, মানুষের অধিকার নিয়ে যাঁরা কথা বলছিলেন, তাঁদের সভা থেকেই জয় গোস্বামীকে অপমানিত হয়ে বেরিয়ে যেতে হয়েছে।' অপরদিকে বিজেপি মুখপাত্র দেবজিৎ সরকারের দাবি, 'মানুষের সময়ের দাম রয়েছে। তাঁরা তসলিমার কথা শুনতে গিয়েছিলেন। জয়বাবুকে উদ্যোক্তারা নন, তসলিমা নিজে মঞ্চে ডেকেছিলেন।'

এদিনও রাজ্যের বিজেপি সরকারের প্রশংসা শোনা গিয়েছে তসলিমার গলায়। তিনি বলেন, 'এক সরকার আমাকে বের করে দিয়েছিল, দ্বিতীয় সরকার আমাকে আসতে দেয়নি, তৃতীয় সরকার আমাকে আসতে দিল। তাই পার্থক্য তো রয়েছেই। আমি মনে করি, এই সরকার মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। আমি চাই অন্য যাঁদের ভিন্ন মত আছে, তাঁদের বক্তব্যকেও সরকার যেন গ্রহণ করে।'

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি চল্লিশ বছর ধরে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির জন্য লড়াই করছি। পৃথিবীর সব সভ্য দেশে এই বিধি রয়েছে। এক দেশে এক আইন হওয়াটাই তো কাম্য। সভ্যতার প্রথম শর্ত ধর্ম-লিঙ্গ নির্বিশেষে মানুষের সমানাধিকার। তাই সমান অধিকারের ভিত্তিতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানে এই বিধি চালু হওয়া প্রয়োজন।' পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়েও নিজের ক্ষোভ উগরে তসলিমা বলেন, 'আমি মনে করি মাদ্রাসা থাকা উচিত নয়। কারণ মাদ্রাসা জেহাদি কার্যকলাপের আঁতুড়ঘর। অনেক মাদ্রাসায় শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটে।' তিনি বলেন, 'সেক্যুলার হতে গেলে ধর্মকে রাষ্ট্রের থেকে আলাদা করতে হবে। এত মসজিদের দরকার নেই।' ইউনুস সরকার হোক বা তারেক জমানায় বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর নির্যাতন বহুগুণ বেড়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তসলিমা। এদিকে কালীঘাট তৃণমূলের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'তসলিমা বর্তমান সময় থেকে ২৬ বছর পিছিয়ে রয়েছেন' বলে যে মন্তব্য করেছেন সেই প্রসঙ্গে লেখিকা বলেন, 'আমি পিছিয়ে থাকলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।'

বৃষ্টিভেজা রাজপথে মায়ের সঙ্গে। রবিবার ধর্মতলায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

আত্মসমালোচনায় দিলীপ-শমীক

তোলাবাজির মধুতে আসক্ত দলের একাংশ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২ অগাস্ট : সরকারের বয়স এখনও ৩ মাস হয়নি। তার মধ্যেই তৃণমূলি সিন্ডিকেট, কাটমানি, তোলাবাজি এককথায় দুর্নীতি রোগে প্রবলভাবে সংক্রামিত হতে শুরু করেছে বিজেপি। এই অভিযোগ তৃণমূল বা বাম-কংগ্রেসের নয়, অভিযোগকারীরা হলেন রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী, বিজেপির দাবাং নেতা দিলীপ ঘোষ থেকে শুরু করে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রবিবার প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে বোমা ফাটিয়ে দিলীপ বলেছেন, দলের নেতা-বিধায়কদের কেউ কেউ এই সিন্ডিকেট, কাটমানি, তোলাবাজির মধুতে আসক্ত হয়ে পড়ছেন। তবে দল এঁদের দিকে নজর রাখছে বলে সতর্ক করে প্রয়োজনে তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশি ব্যবস্থারও কড়া হুঁশিয়ারি শুনিয়েছেন তিনি। এদিন দিলীপের পাশাপাশি তোলাবাজি নিয়ে মুখ খুলেছেন শমীকও। দলকে সতর্ক করার পাশাপাশি তাঁদের গলায় শোনা গিয়েছে আত্মসমালোচনার অভিন্ন সুর। স্বাভাবিকভাবেই সমালোচনার এমন সুযোগকে হাতছাড়া করতে চায়নি বিরোধীরাও। তবে রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন, আচমকা এই আত্মসমালোচনা দলের কোনও নতুন কৌশল নয়তো?

শনিবার বার্তা দিয়েছিলেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার ময়দানে দাবাং দিলীপ। দলের একাংশের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ মেনে দিলীপ বলেন, 'তোলাবাজি সংস্কৃতি এত তাড়াতাড়ি উঠে যাবে এটা ভাবার কোনও কারণ নেই। পুলিশকে বলা হয়েছে, অভিযোগ এলেই ব্যবস্থা নিতে হবে। আমাদের বহু নেতা আছেন যাঁরা এই মধুতে আসক্ত হয়ে যাচ্ছেন। পার্টি নজর রেখেছে, চেষ্টা করছে, দলে আলোচনা হচ্ছে।' দলীয় এক অনুষ্ঠানে এদিন শমীকও বলেছেন, 'দলের একাংশ তোলাবাজিতে যুক্ত হয়ে পড়েছে। দু'মাস সরকার হয়েছে। যদি বলি সমস্ত কিছু সমাধান করে ফেলেছি, তোলাবাজি বন্ধ করে দিতে পেরেছি, তাহলে ভুল হবে।'

আত্মসমালোচনার সুরে শমীক বলেছেন, 'ক্ষমতা বদলের পর কেউ ৪ ঘণ্টায় পতাকা নিয়ে দলে ঢুকে পড়েছে। আমাদের কারও মনে হয়তো বাসনা সুপ্ত ছিল। অস্বীকার করলে মিথ্যাচার হবে।'

'২৬-এর ভোটে বিগত সরকারের সীমাহীন দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতা বদলের পরই দল ও সরকারে যেভাবে বেনোজলের মতো তৃণমূলের দুর্নীতিগ্রস্তরা ঢুকে পড়তে শুরু করেছে তাতে সিঁদুরে মেঘ দেখছে বিজেপি। সংসদীয় রাজনীতিতে তৃণমূলিদের যোগদান থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত, পুরসভার দখল নিতে যেভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা দল বদল করে বিজেপিতে ঢুকে পড়ছেন তাতে আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ আছে বলে মনে করেন রাজ্যের আদি বিজেপি নেতারা। এদিন তারই আভাস পাওয়া গিয়েছে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের কথায়। তিনি বলেন, 'পুরসভায় প্রোমোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াবেন না। বেআইনি নির্মাণকারী প্রোমোটারের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলে দল রেয়াত করবে না। অভিযোগ জানালে সরকার যা করার করবে। তৃণমূলের অত্যাচারীদের ভুলে গেলে চলবে না। এদের সুরক্ষা দেবেন না। পুলিশও যেন কোনও সুরক্ষা না দেয়।'

দিলীপও বলেন, 'এরা খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছে। যারা মানুষকে কষ্ট দিয়েছিল, তাদের যে উদ্দেশ্যে মানুষ বদল করেছে সেটা যেন আমরা ভুলে না যাই।' তোলাবাজির অভিযোগ, আত্মসমালোচনার দরজা খোলার পরও শমীক বলেছেন, 'দু-একটি জায়গায় ছোটখাটো বিচ্যুতি আছে। সেখানে কর্মীদের সতর্ক হতে বলছি। তবে বিজেপির তৃণমূলিকরণ হয় না, হতে পারে না। হলে সেটা আর বিজেপি থাকবে না।'

নেশামুক্ত যুবসমাজের বার্তা

সুমিত চক্রবর্তী

কলকাতা, ২ অগাস্ট : নিট প্রশ্ন ফাঁসের প্রতিবাদে সম্প্রতি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে দেশের যুবসমাজ। রাজনৈতিক মহলের মতে, দীর্ঘদিন শাসকের পাশে থাকা জেন জেড-দের বড় অংশই ইদানীং মুখ ফিরিয়েছে। তবে তরুণ প্রজন্মকে দূরে ঠেলে নয়, বরং তাঁদের জীবন ও ভবিষ্যৎ গঠনকেই যে কেন্দ্র অগ্রাধিকার দিচ্ছে, সেই বার্তাই দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহ দেশের ২৮ হাজার কেন্দ্রে একইসঙ্গে সূচনা হল 'নেশামুক্ত যুবসমাজ' গড়ার সংকল্প পাঠের। সেখানেই ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী মোদি ঘোষণা করলেন, ১০০ সপ্তাহের এক নিরবচ্ছিন্ন 'নেশামুক্ত যুব ফর বিকশিত ভারত সংকল্প অভিযান'-এর। কেন্দ্রীয় যুব কল্যাণ ও ক্রীড়ামন্ত্রকের আহ্বানে এদিন গোটা দেশের ১ কোটির বেশি তরুণ-তরুণী নেশামুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত হন।

মোদি স্মরণ করিয়ে দেন, একটি সুস্থ প্রজন্ম ছাড়া দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা অসম্ভব। নেশামুক্তির লক্ষ্যে 'জন ভাগীদারি' কর্মসূচির রূপরেখা সম্পর্কে জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, 'বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে এগোতে হলে দেশের যুবসমাজকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ, আত্মবিশ্বাসী এবং মাদকের মতো ধ্বংসাত্মক অভ্যাস থেকে দূরে থাকতে হবে। নেশা একজন মানুষের বোধ ও চেতনা কেড়ে নিয়ে তাঁকে চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্চে উপস্থিত থেকে রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'যুবসমাজকে নেশার আসক্তি থেকে দূরে রাখতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনুশাসন, চরিত্র গঠন ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে তরুণদের সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের দায়িত্ব।'

টুলু প্রসঙ্গে সরব সুকান্ত

কলকাতা, ২ অগাস্ট : বীরভূমে এক সাধারণ দিনমজুর থেকে রাতারাতি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলা টুলু মণ্ডলের প্রসঙ্গ টেনে প্রাক্তন রাজ্য প্রশাসনকে তীব্র আক্রমণ করলেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। রবিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বীরভূমে উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ অর্থকে 'হিমশৈলের চূড়ামাত্র' বলে অভিহিত করেন।

সুকান্ত বলেন, 'এতদিন আমরা জানতাম বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ, সরকারের ভাণ্ডারে টাকা নেই। কিন্তু বীরভূম আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। একজন ডেইলি লেবারের কাজ দিয়ে জীবন শুরু করা নাজিমুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডল ও তার সঙ্গীদের কাছ থেকে ২৫০ কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে। এটা তো হিমশৈলের চূড়ামাত্র। একজন এজেন্টের এত রোজগার হলে মালিকরা কত লুঠেছে?' তিনি আরও বলেন, 'টুলু হোক আর ভুলু হোক, সরকার তাদের ব্যবস্থা করবে।'

এবার কি 'বিদ্রোহী' শশী?

ধুরন্ধর তত্ত্বে ঝড় কালীঘাটে

কলকাতা, ২ অগাস্ট : তৃণমূল কংগ্রেসের 'বিদ্রোহী' তালিকায় এবার কি যুক্ত হতে চলেছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা তৃণমূলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অজিত পাঁজার পুত্রবধূ শশী পাঁজা? শনিবার এনসিপিআই সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদারের সঙ্গে শ্যামপুকুরের প্রাক্তন বিধায়কের সাক্ষাৎ ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক জল্পনা শুরু হয়েছে। শশীকে ঘিরে এই অস্বস্তির আবহে কালীঘাট তৃণমূলের অন্দরে ঝড় তুলেছে 'ধুরন্ধর' তত্ত্ব।

শনিবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে অবস্থিত কাকলি ঘোষদস্তিদারের ক্লিনিকে গিয়েছিলেন শশী পাঁজা। সূত্রের খবর, সেখানে কাকলি-শশীর মধ্যে প্রায় দু'ঘণ্টা একান্তে কথাবার্তা হয়। যদিও তাঁদের বৈঠকের বিষয়বস্তু নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি কেউই। শশী পাঁজা অবশ্য দাবি করেছেন, তিনি 'এমনি'-ই সেখানে গিয়েছিলেন।

শশীকে ঘিরে এই ধোঁয়াশার মধ্যেই কালীঘাট তৃণমূলের আনাচে-কানাচে ঘুরছে 'ধুরন্ধর' তত্ত্ব। সমাজমাধ্যমে দলীয় কর্মীদের এক পক্ষের দাবি, এখনও এমন এক বা একাধিক নেতা তৃণমূল সুপ্রিমোর সঙ্গে রয়েছেন, যাঁরা দলের অন্দরের গোপন তথ্য বিরোধী শিবিরের কাছে ফাঁস করছেন। সেই পক্ষের দাবি, দলনেত্রীর বাড়িতে গোপন বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল নির্বাচন বাতিলের স্পেশাল পিটিশন সুপ্রিম কোর্টে জমা দেওয়া হবে। কোন পয়েন্টের ভিত্তিতে কালীঘাট শিবির এই আবেদন করবে তার ব্লু-প্রিন্ট কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চলে যায় বিরোধী শিবিরের হাতে। এছাড়াও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোপন কর্মসূচি ও দলের শুদ্ধিকরণ সহ একাধিক বিষয়ে দলের কোনও 'আস্থাভাজন'-এর হাত ঘুরে চলে যায় অন্য শিবিরের হাতে। এই আস্থাভাজন কে তা নিয়ে কর্মীদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়।

কেউ রাজ্যসভার এক সাংসদের নাম বলেন, কেউ আবার সন্দেহ করেন এক বিধায়ককে। এপ্রসঙ্গে রবিবার কুণাল ঘোষ সমাজমাধ্যমে দোলা সেনের সঙ্গে চা খাওয়ার ছবি পোস্ট করে লেখেন, 'ইস্যুভিত্তিক মতপার্থক্য সবার সঙ্গে থাকতে পারে। কিন্তু এই কঠিন সময়ের লড়াইয়ে অন্যতম সহযোদ্ধা। ২১ জুলাই অনেক লোড নিয়ে কাজ করেছিল।'

স্বনির্ভর শক্তি প্রযুক্তিতে নতুন সম্ভাবনা

সোয়েব আজম

স্মার্ট ওয়াচ আজকের দিনে যেমন প্রয়োজনীয় একটি ডিভাইস, তেমনি ফ্যাশন স্টেটমেন্টও। কল্পনা করুন সেই স্মার্ট ওয়াচে যদি আলাদা করে চার্জ দেওয়ারই প্রয়োজন না হয়! আপনার হাঁটাচলা কিংবা হাতের নড়াচড়া থেকেই যদি চার্জ হয়ে যায়!

আজ্ঞে হ্যাঁ, এমনটা আর শুধু কল্পনা নয়, শীঘ্রই তেমন প্রযুক্তি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যান্ত্রিক কম্পন, চাপ বা বাহ্যিক বল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চয়ের প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন নেতাজিনগর কলেজ ফর উইমেন্সের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ প্রদীপ ঠাকুর। তিনি এবং তাঁর গবেষক দল ইতিমধ্যে পাইজোইলেক্ট্রিক ন্যানোজেনারেটর ভিত্তিক বিশেষ ডিভাইসের মাধ্যমে যান্ত্রিক শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে তাৎক্ষণিকভাবে সঞ্চয়ের ব্যবস্থা তৈরি করেছেন, যা স্বনির্ভর শক্তি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ডঃ ঠাকুরের কথায়, 'আমাদের লক্ষ্য স্বল্পমূল্যের, দূষণমুক্ত এবং পরিবেশবান্ধব শক্তি প্রযুক্তি তৈরি করা, যা আধুনিক সমাজের ক্রমবর্ধমান শক্তি চাহিদা এবং শক্তিসংকট মোকাবিলায় কার্যকরী হবে। প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে শক্তি আহরণ ও সঞ্চয়ের এই প্রযুক্তি ভবিষ্যতে নবায়নযোগ্য (পুনর্নবীকরণযোগ্য) শক্তির ব্যবহারে নতুন দিশা দেখাতে পারে।'

শক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদা, পরিবেশ দূষণ এবং বিশ্বব্যাপী জ্বালানিসংকটের প্রেক্ষাপটে ডঃ ঠাকুরের নেতৃত্বে কলেজের গ্রিন এনার্জি রিসার্চ ল্যাবে চলছে অত্যাধুনিক গবেষণা, যা ভবিষ্যতের পাশাপাশি সেই শক্তি একই ডিভাইসের মধ্যেই সঞ্চয় করতে সক্ষম। এই উদ্দেশ্যে গবেষক দল এমন ডিভাইস তৈরি করছেন, যার একাংশ সূর্যের আলো শোষণ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে এবং অন্য অংশ সেই শক্তিকে সঞ্চিত রাখে। ফলে উৎপাদিত শক্তি

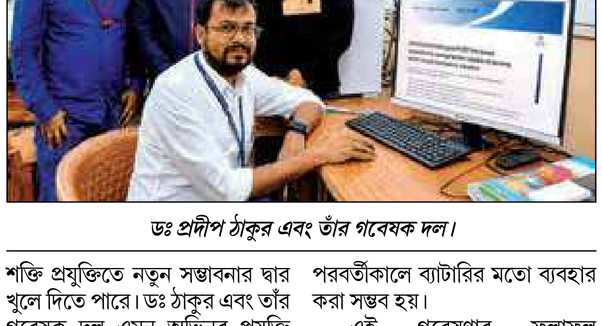

ডঃ প্রদীপ ঠাকুর এবং তাঁর গবেষক দল।

শক্তি প্রযুক্তিতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে। ডঃ ঠাকুর এবং তাঁর গবেষক দল এমন অভিনব প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছেন, যেখানে একই ডিভাইসের মধ্যেই বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সঞ্চয়- দুটো কাজই সম্ভব। ফলে ভবিষ্যতে আলাদা ব্যাটারির প্রয়োজনীয়তা অনেকাংশে কমে যেতে পারে।

ডঃ ঠাকুর আরও জানান, তাঁর গবেষণার মূল লক্ষ্য এমন একটি হাইব্রিড শক্তিপ্রযুক্তি উদ্ভাবন করা, যা প্রাকৃতিক উৎস থেকে শক্তি সংগ্রহের পরবর্তীকালে ব্যাটারির মতো ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

এই গবেষণার ফলাফল ইতিমধ্যে বিশ্বের একাধিক খ্যাতনামা ও উচ্চমানসম্পন্ন আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। ওই কলেজের অধ্যক্ষা ডঃ মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'আমাদের কলেজে ডঃ ঠাকুরের নেতৃত্বে এমন উচ্চমানের গবেষণা হচ্ছে, যা অত্যন্ত গর্বের।' গবেষণার ফল যদি সমাজ ও দেশের কাজে লাগে, সেটাই সবচেয়ে বড় সাফল্য হবে বলে তাঁর মত।

শুভেন্দুকে নিয়ে উদ্বিগ্ন পার্থ

কলকাতা, ২ অগাস্ট : মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। রবিবার ফেসবুকে দীর্ঘ পোস্টে নিজের উদ্বেগের কথা জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহযোদ্ধা। এদিন সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'সবথেকে যেটা চিন্তার বিষয়, আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে সম্ভাব্য লক্ষ্যবস্তু হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছিল।' তিনি আরও লেখেন, 'পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ওপর পাকিস্তানি জঙ্গিদের নজরদারি ও আক্রমণের হাত থেকে সুরক্ষিত থাকার সমস্ত চেষ্টা আমাদের করতে হবে। মৌলবাদী শক্তির কাছে মাথা নোয়ালে চলবে না। জিরো টলারেন্স অ্যান্ড কুইক অ্যাকশন নিতে হবে।'

বিজেপি সরকারকে তুলোধোনা তৃণমূলের

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ অগাস্ট : সেই কবেই ইংরেজ কবি উইলিয়াম শেক্সপিয়র লিখে গিয়েছিলেন, 'নামে কী আসে যায়?' তবে রাজ্যে পালাবদলের পর বিজেপি সরকার প্রতিদিন প্রমাণ করে চলেছে, নামে আসলে অনেক কিছুই আসে যায়। মমতার জমানার একাধিক সরকারি প্রকল্প সহ বিভিন্ন জিনিসের নাম বদল করে চলেছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার, যা নিয়ে বিজেপি সরকারকে তুলোধোনা করেছে কালীঘাট তৃণমূল। রবিবার বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, 'প্রাক্তন রাজ্য সরকারের সামাজিক প্রকল্পগুলির নাম বদলের চেষ্টা হচ্ছে বলে কিছু খবর আসছে। আমরা তার নিন্দা করছি।' কুণালের প্রশ্ন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত কন্যাশ্রী প্রকল্প আন্তর্জাতিক মঞ্চেও স্বীকৃতি ও প্রশংসা পেয়েছে। হঠাৎ এর নাম বদলে কন্যারত্ন করলেই কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম, কৃতিত্ব এবং কন্যাশ্রী মানুষের মন থেকে মুছে ফেলা যাবে?' এবিষয়ে শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় তৃণমূলকে কটাক্ষ করে বলেন, 'এধরনের বক্তব্য রাখার আগে ওঁদের লজ্জা থাকার দরকার। বিজেপির প্রয়োজন হয় না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুকরণ করার। সবকিছু যদি মমতার মস্তিষ্কপ্রসূত হয় তাহলে এটা নিয়ে আলোচনা সভা বসানো উচিত।'

লাল ফিতের ফাঁসে নাগরিকত্বের নিশ্চয়তা

রিমি শীল

কলকাতা, ২ অগাস্ট : সরকারি দপ্তরে লাল ফিতের ফাঁসে আটকে রইল নাগরিকত্বের নিশ্চয়তা। স্বামী ও সন্তান ভারতের। অথচ প্রৌঢ়াকে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে। রাষ্ট্রের কড়া বিধিনিষেধে জেলেও যেতে হয়েছে বৃদ্ধাকে। শেষমেশ ভারতীয় নাগরিকত্বের আবেদন জানিয়েও শিকে ছেঁড়েনি হুগলির ফতেমা বিবির। তাঁর আবেদনের ফাইল নাকি হারিয়ে গিয়েছে। শেষমেশ কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন বৃদ্ধা। শনিবার অভিযোগ শুনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রিপোর্ট তলব করেছেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'পাক নাগরিক বলে বৃদ্ধাকে জেলে ভরা হল। অথচ তাঁর দুটি ফাইল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? এখন তিনি ভারতের নাগরিক প্রমাণ করলে ক্ষতিপূরণ কে দেবে? ভারত না পাকিস্তান?'

১৯৬৫ সালে হুগলিতে জন্মগ্রহণ করেন ফতেমা। তাঁর বাবা-মা দুজনেই ভারতীয় নাগরিক ছিলেন। জমি, আয়করের রেকর্ড, সরকারি নথিতেও ভারতের প্রমাণ রয়েছে। ১৯৬৮ সালে ফতেমার ৩ বছর বয়সে বাবার সঙ্গে পাকিস্তান চলে যান তিনি। ১৯৮১ সালে পাকিস্তান থেকে স্থায়ীভাবে ভারতে ফিরে আসেন। এখানেই বিয়ে করে বসবাস করছিলেন ফতেমা। তাঁর দুই মেয়েও জন্মসূত্রে ভারতীয়। ২০০২ সালে ভারতীয় নাগরিকত্ব চেয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি। পরিবারের কাগজপত্র, বিয়ের নথি, সন্তানদের জন্মবৃত্তান্ত সহ সমস্ত তথ্যই জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধার আইনজীবীর দাবি, বছরের পর বছর কেটে গেলেও তাঁর আবেদনের কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। ২০০৮ সালে তাঁর ভিসার মেয়াদ বাড়ানো হয়। কিন্তু নাগরিকত্বের আবেদন ঝুলেই থাকে। ২০২৫ সালে পহলগাম হামলার জেরে পাকিস্তানি নাগরিকদের ভিসার মেয়াদ বর্ধিত না করার সিদ্ধান্ত নেয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সন্দেহভাজন পাকিস্তানি নাগরিকদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়। সেই সময় তাঁকেও পাকিস্তানি নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। গত বছরের ২ মে ফরেনার্স অ্যাক্টের ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এক বছরের বেশি সময় জেলেই কাটিয়েছেন তিনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দাবি, ২০০২ সালের নাগরিকত্বের আবেদনপত্র তাঁদের কাছে নেই।

ছবি: এআই

এর আগে বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চ তাঁর নাগরিকত্বের আবেদন বিবেচনার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সাতদিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশও পালন করা হয়নি। এখন নতুন করে আবেদন কীভাবে জমা দেওয়া হবে বলে দাবি করেন বৃদ্ধার আইনজীবী। তবে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'যখন বৃদ্ধাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তখন আইবি, সিবিআই, স্থানীয় পুলিশ কি জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল, তার রিপোর্ট কোথায়? তদন্তকারী আধিকারিক কি চার্জশিট জমা দেওয়ার আগে ফাইল অনুসন্ধান করেছিলেন? বিষয়টি এতটা সহজ নয়।' ১৭ অগাস্টের মধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে হারিয়ে যাওয়া ফাইলগুলি নিয়ে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৭৭ সংখ্যা, সোমবার, ১৭ শ্রাবণ ১৪৩৩

অলক্ষে সন্ত্রাসী ষড়যন্ত্র

পূর্ব বর্ধমানের একটি আবাসন থেকে রাজ্য পুলিশের বিশেষ টাস্ক ফোর্সের হাতে জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে হামিম মণ্ডলের গ্রেপ্তার গোয়েন্দা দপ্তরের সাফল্য বলে চিহ্নিত হলেও এই ঘটনা কিছু অস্বস্তিকর প্রশ্নও সামনে নিয়ে এসেছে। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত জঙ্গি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং আরও কিছু মন্ত্রী ও পদস্থ সরকারি কর্তার গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছিল। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এই ঘটনাকে একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় বলে বর্ণনা করেছেন। পুলওয়ামা হামলার মূল ষড়যন্ত্রকারী সাজ্জাদ ভাটের ঘনিষ্ঠ এই জইশ সদস্য পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর নির্দেশে এক গভীর ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। হামিম গ্রেপ্তার হওয়ার পর তদন্তকারীরা পুরো মডিউলের নাশকতার ছক খুঁজতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। এই ঘটনায় সাধারণ মানুষের মনে দুটি বড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কীভাবে স্থানীয়দের সন্দেহ এড়িয়ে জনবহুল শহরে নিজের কাজকর্ম চালিয়ে গেল হামিম এবং কীভাবে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সে এতদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকল?

তদন্তে জানা গিয়েছে, হামিম মণ্ডল আদতে হাওড়ার পিলখানার বাসিন্দা হলেও গত দুই-তিন মাস ধরে বর্ধমানে ফ্ল্যাটভাড়া নিয়ে থাকছিল। তার আচরণে যাতে কোনওভাবেই সৌজন্যের অভাব না ঘটে সেদিকে সে অত্যন্ত সচেতন ছিল। শুধু তার সুভদ্র আচরণের কারণে স্থানীয় কারও মনে তার সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ দেখা দেয়নি। জঙ্গি সংগঠনগুলি তাদের সঙ্গে যুক্ত সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। তার মধ্যে অন্যতম হল, সাধারণের সঙ্গে পরিশীলিত আচার-ব্যবহারের অনুশীলন। কিন্তু সাধারণের চোখে ধুলো দিয়ে নিজের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও কী করে সে পুলিশের নজর এড়িয়ে যেতে পারল এতদিন ধরে? এই দ্বিতীয় প্রশ্নটি অতীব গুরুতর। পুলিশ যে তার জঙ্গি-যোগ সম্পর্কে বহুদিন ধরে কিছুই জানতে পারেনি তার কারণ সে প্রকাশ্যে কোনও অপরাধমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতি অবলম্বন করে সে নিজের কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। তার সঙ্গে নাশকতামূলক ষড়যন্ত্রে যুক্ত অর্পিতা সরকার নামে এক তরুণীকেও ধরা হয়েছে ঝাড়খণ্ড থেকে। পরতে-পরতে যত রহস্যের জাল উন্মুক্ত হবে তত আমরা হয়তো দেখতে পাব জঙ্গি সংগঠনের নাশকতামূলক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করা উত্তরোত্তর কত কঠিন হয়ে পড়ছে বর্তমান যুগে।

আজকের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে বিশ্বের যে কোনও রাষ্ট্রের বা সাধারণ মানুষের যাবতীয় তথ্য নিমেষে হাসিল করা সম্ভব। এই প্রযুক্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে না চলতে পারলে দেশের যাবতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। উন্নতমানের প্রযুক্তির সাহায্যে আগামীদিনে যে কোনও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামোকেও বিনষ্ট করা সম্ভব হবে বলে বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা। আবার এই প্রযুক্তির সাহায্যে রাষ্ট্র নিজের দেশের নাগরিকদের ওপর নিবিড় নজর রাখতে সক্ষম বলে তা মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ করতে পারে। এবং তখন তা সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি শঙ্কার সৃষ্টি করতে পারে। অত্যন্ত সতর্কতা এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনা না করতে পারলে অনিশ্চয়তার গ্রাসে যেতে পারে সমাজ।

সন্ত্রাসী সংগঠনগুলির অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি একটি ভয়ংকর সমস্যা ভারতের সামনে। একদিকে যেমন তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে তেমন সন্ত্রাসী সংগঠনগুলির সঙ্গে পাক-যোগের বিষয়টি আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতকে তুলে ধরতে হবে। দুঃখের কথা যে, পাকিস্তানই বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলির সামনে নিজেদের জঙ্গিবিরোধী রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিপন্ন করতে অনেকাংশে সক্ষম হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘে ভারতকে প্রমাণ করতে হবে কীভাবে পাকিস্তান ভারতের শান্তি বিঘ্নিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সে কাজে সফল হলে ভারতের পক্ষে সন্ত্রাসদমন অনেক সহজ হবে।

অমৃতধারা

আমরা যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ি, তখন স্থান-কাল-পাত্র, নাম-রূপ- কিছুই থাকে না, কিন্তু আমরা থাকি। ঘুমের মধ্যেও কিন্তু আমরা থাকি। সেই অবস্থায় আমরা একাকার হই। একাকার রূপটাই কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। অহংকার যখন সরে যাবে, তুমি একই দেখবে-শুধু ভগবানকে দেখবে, আর কিছুই দেখবে না। শুধু তিনি, তাঁরই প্রকাশ। সমুদ্র, ঢেউ, ফেনা, বুদ্বুদ-সবকিছুই জল। একটা জলকেই নানারূপে দেখাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় জল ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তেমনি আমাদের স্বপ্নটাও জ্ঞান। সুষুপ্তি-ওটাও জ্ঞান। জাগ্রত-ওটাও জ্ঞান। তার মানে ভগবান। সবই ঈশ্বর। এই তিনটি অবস্থাতেই তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁরই স্বরূপ, তাঁরই আকার। নিরাকারই যেন আকারিত। তিনিই এইরূপে প্রকাশিত।

-ভগবান

দানের রাজনীতি এবং ব্রাত্য নারীজন

ভাতার রাজনীতির নতুন বাস্তবতায় অন্নপূর্ণা যোজনা ঘিরে প্রত্যাশা, সংশয় ও বিতর্ক তীব্র।

কৌশিকরঞ্জন খাঁ

ভাতা নিয়ে বেশ কিছুদিন তুচ্ছতাচ্ছিল্য চলেছিল এই বাংলায়। বহু মানুষ বলেছিলেন, 'ভাতাখোর' বাঙালির আর কিছু হবে না। কেউ কেউ বাঙালিকে দাগিয়ে দিয়েছিলেন 'ভাতাজীবী' হিসেবে। একপক্ষ চিরকাল এই 'ডোল পলিটিক্স'-এর বিপক্ষে, আরেক পক্ষ সমর্থক। তামিলনাড়ুতে জয়ললিতার আমলে জনকল্যাণমূলক প্রকল্পকে কেন্দ্র করে যে রাজনীতির বিস্তার ঘটেছিল, অনেকেই তাকে ভারতীয় রাজনীতিতে ডোল পলিটিক্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক বলে মনে করেন। তবে তারও বহু আগে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ভূমি সংস্কার ও অপারেশন বর্গার মাধ্যমে সম্পদের পুনর্বণ্টনের নীতি গ্রহণ করেছিল। তা 'দানখয়রাতির রাজনীতি' হিসেবে বিশেষ চর্চায় আসেনি। কিন্তু ভূমিহীন মানুষের হাতে জমির মালিকানা তুলে দেওয়ার মধ্যে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে 'পাইয়ে দেওয়ার' রাজনীতির একটি সূচনা অনেকে খুঁজে পান।

একটা শ্রেণির হাতে বিস্তর জমিজমা ছিল। জমি সিলিংয়ের মাধ্যমে তাদের উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিলিবণ্টন করা হয়েছিল। বহু মানুষ কেবল দরিদ্র ও ভূমিহীন হওয়ার শর্তেই জমির মালিক হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই মানুষদের মধ্যে আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়ের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য। উচ্চবর্ণের দরিদ্র মানুষ কতটা এর সুফল পেয়েছিলেন, তা অবশ্য বিতর্কসাপেক্ষ। তবে এই নীতির সুফলেই বামফ্রন্ট সরকার গ্রামের ছোট কৃষকদের সমর্থনে দীর্ঘকাল ক্ষমতায় টিকে ছিল। ভাগচাষিদের নথিভুক্তিকরণও সেই জনসমর্থনের অন্যতম কারণ।

সময় বদলালে প্রয়োজনীয়তার ধরনও বদলায়। একসময় ছোট ছোট ভূমিখণ্ড ভূমিহীন মানুষের কাছে খড়কুটোর মতো আশ্রয় ছিল। সরকারি উদ্যোগে পাওয়া সেই জমিই ছিল ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার অবলম্বন। বিনা অর্থের বিনিময়ে, বিনা পরিশ্রমে জমির মালিকানা পাওয়ার মধ্যে তৎকালীন সরকারের সৎ উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু প্রশ্ন উঠতেই পারে, এটিও কি দানের রাজনীতির সূচনা নয়? পরবর্তীকালে বেকার ভাতা দেওয়া হয়েছিল। সেটিও একই ধারার সম্প্রসারণ।

বছর বিশেক পরে ক্ষুদ্র চাষিদের পরিবার বড় হল। অল্প জমিতে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ল। অনেকেই অন্য পেশায় চলে গেলেন, অনেকে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে ভিনরাজ্যে কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। নতুন প্রজন্মের কাছে বামফ্রন্ট সরকারের দেওয়া সেই জমির আগের মূল্য আর রইল না। উপরন্তু অসংখ্য ছোট ছোট খণ্ডিত জমি শিল্পের সম্ভাবনার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। সরকার বহু মালিকানার জমি একত্র করতে হিমসিম খেল। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের অভিজ্ঞতার পরে শিল্পায়নের প্রশ্ন আরও জটিল হয়ে ওঠে।

দানের রাজনীতি ভালো না খারাপ, সেই বিতর্কে একটি কথা বলা যায়। জনগণের প্রতি রাষ্ট্রের এই ধরনের দায়বদ্ধতা না থাকলে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারকে অনেকের কাছেই একটি প্রাইভেট কোম্পানির মতো মনে হতে পারে, যার একমাত্র লক্ষ্য মুনাফা। সরকার কর আদায় করবে, সেই অর্থে জনকল্যাণমূলক কাজ করবে এবং প্রয়োজনমতো মানুষের পাশেও দাঁড়াবে, এটাই কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা। রাষ্ট্রের প্রতি জনগণের যেমন দায়িত্ব আছে, তেমনি জনগণের প্রতিও রাষ্ট্রের দায় রয়েছে।

প্রতীকী।

করোনা পরবর্তী সময়ে বসে যাওয়া অর্থনীতি চাঙ্গা করতে জনগণের হাতে টাকা পৌঁছে দেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছিল। সেই সময় থেকেই পশ্চিমবঙ্গে ভাতা প্রদানের কর্মসূচির বিস্তার ঘটে। পরে তা ভোট রাজনীতিতে জনসমর্থন ধরে রাখা ও বাড়ানোর ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তবু অস্বীকার করার উপায় নেই, সরকারি অর্থের একটি অংশ সরাসরি সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছেছিল। রাষ্ট্রের টাকায় অনুদান পাওয়ার অধিকারকে বহু মানুষ ইতিবাচকভাবেই দেখেছিলেন, যদিও সমালোচকদের একাংশ তাঁদের 'ভাতাজীবী' বলেই কটাক্ষ করেছেন।

সদ্য প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় সর্বস্তরের মহিলার হাতে মাসিক আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দিয়েছিল। বেকার মহিলা মাত্রই এই ভাতা পাচ্ছিলেন। কে নিম্নবিত্ত, কে মধ্যবিত্ত এবং কে উচ্চবিত্ত, সেই বিভাজন কার্যত সামনে আসেনি। বিজেপিও এই বিপুল মহিলা সমর্থনের গুরুত্ব বুঝেই নির্বাচনের আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা তিন হাজার টাকা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সেই প্রতিশ্রুতি বহু মহিলার মনে নতুন আস্থা তৈরি করেছিল। নির্বাচনের ফলেও মহিলা ভোট যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, সে বিষয়ে রাজনৈতিক মহলে বিস্তর আলোচনা রয়েছে।

কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে ধীরে ধীরে সংশয় তৈরি হতে শুরু করে। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে প্রথমে যে মূল যোগ্যতার কথা বলা হয়েছিল, সেই ভিত্তিতেই বহু মহিলা আবেদন করেন। পরে বিভিন্ন মহল থেকে আরও নানা শর্তের কথা সামনে আসতে থাকে। দুটির বেশি পাকা ঘর থাকলে ভাতা মিলবে না, পরিবারের কেউ সরকারি চাকরিজীবী হলে বা সরকারি পেনশন পেলে আবেদন বাতিল হতে পারে, অন্য সরকারি আর্থিক সুবিধা পেলেও সমস্যা হতে পারে, এমন নানা আলোচনা ছড়িয়ে পড়ে। সরকারি দলের কয়েকজন জনপ্রতিনিধির বক্তব্যেও সেই বিভ্রান্তি আরও বেড়েছে। ফলে অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে জনমানসে অনিশ্চয়তা ক্রমশ গভীর হয়েছে।

এর মধ্যেই সোশ্যাল রেজিস্ট্রি পোর্টালে পরিবর্তন আসে। আবেদনকারীদের স্ট্যাটাস দেখার নাগরিক পরিষেবা সাময়িকভাবে অনুপলব্ধ হয়ে যাওয়ায় বহু আবেদনকারী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। সরকার জানায়, আবেদন যাচাই ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কাজ চলছে। ফলে এই পরিবর্তনকে চূড়ান্ত নীতি পরিবর্তন বলে ধরে নেওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু এত বড় একটি প্রকল্পে তথ্যের স্বচ্ছতা অত্যন্ত জরুরি। ২ অগাস্ট পর্যন্তও বহু আবেদন যাচাইয়ের পর্যায়ে রয়েছে এবং আবেদনকারীদের একাংশ তাঁদের চূড়ান্ত অবস্থান জানতে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে আবেদনকারীর পক্ষে আবেদন যাচাইয়ের 'অপশন'টি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এটাই সংশয় আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

নির্বাচনের আগে এবং সরকার গঠনের পরে প্রকাশিত তথ্যের মধ্যে ফারাক রয়েছে বলে অনেক আবেদনকারীর অভিযোগ।

ভাতা রাজনীতি নিয়ে বাংলায় বিতর্ক নতুন নয়। ভূমি সংস্কার থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, প্রতিটি পর্যায়েই জনকল্যাণ ও ভোট রাজনীতি পাশাপাশি চলেছে। সেই ধারাবাহিকতায় অন্নপূর্ণা যোজনাও বিপুল প্রত্যাশা তৈরি করেছিল। কিন্তু সরকার গঠনের পরে যোগ্যতার শর্ত, আবেদন যাচাই, পোর্টালের পরিবর্তন এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যার জেরে বহু মহিলার মনে সংশয় জন্মেছে। একটি কল্যাণমূলক প্রকল্পের সাফল্য শুধু অর্থের অঙ্কে নয়, মানুষের আস্থা অটুট রাখার উপরও নির্ভর করে।

স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের মহিলা মহলের একটি বড় অংশ হতাশ হয়েছে। অন্নপূর্ণা যোজনার চূড়ান্ত নীতি এখনও পুরোপুরি স্পষ্ট নয় বলেই সেই হতাশা আরও বেড়েছে। স্বামী সরকারি চাকরি করলেও কম আয়ের পরিবারে বহু মহিলা স্বামীর কাছে হাতখরচ চাইতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন না। বরং দেড় হাজার টাকার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার তাঁদের অনেক স্বস্তি, অনেক সম্মান দিয়েছিল। গ্রামীণ বহু মহিলা সেই অর্থে ছাগল, হাঁস-মুরগি পালন করে সংসারের আর্থিক সমস্যার কিছুটা সুরাহা করেছিলেন।

অন্যদিকে তুলনামূলক সচ্ছল পরিবারের মহিলারাও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পেয়ে নিজেদের ছোটখাটো ইচ্ছেগুলি স্বাধীনভাবে পূরণ করতে পেরেছিলেন। এই সময়ে দাঁড়িয়ে শুধু অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের নিশ্চয়তাই জীবনধারণের একমাত্র শর্ত নয়। উন্নয়ন যেমন আরও উন্নয়ন চায়, তেমনি সামাজিক সুরক্ষার পরিধিও সময়ের সঙ্গে বাড়ে। সেই কারণেই তিন হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি বহু মহিলার মনে আস্থা তৈরি করেছিল।

এখন প্রশ্ন উঠছে, সেইসব সচ্ছল পরিবারের বেকার মহিলারা কি অন্নপূর্ণা যোজনা থেকে বাদ পড়বেন? স্বামীর উপার্জন বা পরিবারের কর্তার পেনশন কি একজন উপার্জনহীন মহিলার ব্যক্তিগত আর্থিক স্বাধীনতার বিকল্প হতে পারে? যদি এটাই সরকারি নীতি হয়, তাহলে বহু গৃহবধূকে আবার পরিবারের উপার্জনকারী সদস্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। অথচ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার তাঁদের হাতে মাসে মাসে একটি সম্মানের অর্থ তুলে দিয়েছিল।

রাষ্ট্রের কাছে হাত পেতে নেওয়ায় ততটা অপমান থাকে না, যতটা পরিবারের নিজের লোকের কাছে হাত পেতে নেওয়ায় থাকে। তাছাড়া ক'জন উপার্জনহীন গৃহবধূকে সংসার থেকে নিয়মিত ব্যক্তিগত হাতখরচ দেওয়া হয়, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এমন নয় যে এই গৃহবধূদের প্রত্যেকেই অযোগ্য। সংসারের গুরুদায়িত্ব সামলে অনেকেরই আর চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ হয়নি। একটি রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তি পরিবার। সেই পরিবারের ভিত মজবুত রাখতে অসংখ্য গৃহবধূ প্রতিদিন নীরবে শ্রম দিয়ে চলেছেন। তাঁদের শ্রমের আর্থিক মূল্য না থাকলেও সামাজিক মূল্য নিঃসন্দেহে রয়েছে।

অবশ্য এটাও ঠিক, সরকারি অর্থ সীমাহীন নয়। ফলে প্রকৃত উপভোক্তা চিহ্নিত করার জন্য যুক্তিসংগত যোগ্যতার মানদণ্ড থাকতেই পারে। কিন্তু সেই মানদণ্ড শুরু থেকেই স্পষ্ট, স্থির এবং স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন। কারণ জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে অর্থের পাশাপাশি মানুষের আস্থাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

অন্নপূর্ণা যোজনাকে ঘিরে আজকের বিতর্ক তাই শুধু ভাতার অঙ্ক নিয়ে নয়; প্রতিশ্রুতি, নীতির স্বচ্ছতা এবং মানুষের বিশ্বাস নিয়েও। যে মহিলারা এই প্রকল্পকে ভবিষ্যতের আর্থিক নিরাপত্তা হিসেবে দেখেছিলেন, তাঁদের প্রত্যাশাকে মর্যাদা দেওয়া যেমন সরকারের দায়িত্ব, তেমনি প্রকৃত প্রয়োজনের মানুষের হাতে সরকারি সহায়তা পৌঁছে দেওয়াও সমান জরুরি। একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের শক্তি শেষপর্যন্ত অনুদানের অঙ্কে নয়, মানুষের আস্থা অটুট রাখার মধ্যেই নিহিত।

(লেখক শিক্ষক)

আজ

২০০৯

প্রাক্তন ক্রীড়া ও পরিবহণমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৮৪

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তারকা ফুটবলার সুনীল ছেত্রী।

আলোচিত

দুর্নীতিবাজরা আমাদের দলের নেতাদের কাছে আসার চেষ্টা করছে। আমাদের অনেক নেতা তোলাবাজির মধুতে আসক্ত হয়ে যাচ্ছেন। ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে অনেকে ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন। তাঁদের কথাবার্তা পালটে যাচ্ছে। নতুন বিধায়ক ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছেন। দল সবকিছুর ওপর নজর রাখছে। ছয় মাস যেতে দিন, পার্টি সব হিসাব করবে।

- দিলীপ ঘোষ

ভাইরাল/১

বালিতে শরীর পুঁতে প্রতিবাদ তামিলনাড়ুর কৃষকদের! বারবার আবেদন সত্ত্বেও কর্ণাটক তাদের প্রাপ্য জল দিচ্ছে না। শুকিয়ে যাচ্ছে জমি। ফসল বাঁচাতে জলের দাবিতে তিরুচিরাপল্লিতে কাবেরী নদীর চরে শরীর বালিতে পুঁতে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।

ভাইরাল/২

ইন্দোনেশিয়ার সুনান আম্পেল ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন। ছাত্রীরা সার্টিফিকেট নিচ্ছিলেন। একজন রেক্টরের হাতে ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতে বলেন। পোজ দিতে উলটোদিকে হাঁটা লাগান তিনি। মুহূর্তে স্টেজ থেকে নীচে পড়েন। লোকজন ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করে।

জনমন জনমত

ভবিষ্যতের আইটি হাব শিলিগুড়ি

অনুকূল জলবায়ু ও চমৎকার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বেঙ্গালুরুর মতো শিলিগুড়িও হয়ে উঠতে পারে আধুনিক আইটি হাব। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সঠিক পরিকল্পনা নিলে উত্তরবঙ্গের শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের কাজের জন্য আর ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে হবে না।

শিলিগুড়ি এমনিতেই উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার এবং বাণিজ্য, পর্যটন ও পরিবহণের অন্যতম কেন্দ্র। এখানে আইটি পার্ক ও উন্নত ডিজিটাল পরিকাঠামো গড়ে তোলা গেলে এটি সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রযুক্তিকেন্দ্র হয়ে উঠবে।

শিলিগুড়ির সবচেয়ে বড় শক্তি এর উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। বাগডোগরা বিমানবন্দর ও এনজেপি স্টেশনের মাধ্যমে দেশের নানা প্রান্তের সঙ্গে এর সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। এছাড়া চিকেনস নেক করিডরের কাছাকাছি হওয়ায় জাতীয় নিরাপত্তা ও বাণিজ্যের দিক থেকেও শিলিগুড়ি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে এখন প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, পর্যাপ্ত বিনিয়োগ ও শিল্পবান্ধব নীতি। সময়োপযোগী উদ্যোগ নেওয়া হলে শিলিগুড়ি খুব শীঘ্রই দেশের অন্যতম আইটি হাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। এতে তরুণ প্রজন্মের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির নতুন পথ খুলে যাবে।

পূরণচন্দ্র শর্মা
শিলিগুড়ি।

মাদকমুক্ত হোক হলদিবাড়ি

একসময় সীমান্তবর্তী শান্ত শহর হলদিবাড়ির সঙ্গে মাদকের কোনও যোগ ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, এলাকার তরুণরা মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে এবং একটি অসাধু চক্র গোপনে এই কারবার চালাচ্ছে। এখনই এটি না রুখলে আগামীদিনে চরম মূল্য দিতে হবে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, শহরের প্রাণকেন্দ্রে থাকা দুটি উচ্চবিদ্যালয়ের আশপাশেও এমন চক্র সক্রিয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাছে মাদকের এমন উপস্থিতি কোনওভাবেই মানা যায় না।

প্রশাসনের নজরদারি প্রশংসনীয়। তবে খুচরো কারবারিদের ধরে লাভ নেই। মাদকচক্রের মূল মাথাদেরও আইনের আওতায় আনতে হবে। একইসঙ্গে হলদিবাড়ির অভিভাবক, শিক্ষক ও সচেতন নাগরিকদেরও এগিয়ে আসতে হবে। দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে একজোট হয়ে অঙ্গীকার করতে হবে, হলদিবাড়িকে কোনওভাবেই মাদকের নিরাপদ ঘাঁটি হতে দেব না। নেশার বিরুদ্ধে প্রতিরোধই হোক আমাদের একমাত্র জবাব।

রাসেল সরকার
হলদিবাড়ি, কোচবিহার।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

তসলিমাকে স্বাগত, জয়কে কেন অপমান?

বাকস্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়িয়েও কবির লাঞ্ছনা মেনে নেওয়া যায় না, প্রশ্নটি মানবতার।

রঙ্গন রায়

রবীন্দ্রসদনে নির্বাসিত কবি তসলিমা নাসরিনের স্বাগত অনুষ্ঠানের কথা এখন সকলেই জেনে গিয়েছেন এবং তার সমর্থনও সুধীজনমাত্রই করবেন। কাজেই সে নিয়ে বিশেষ কিছু বলছি না। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক ঘটনার দিনই আরেকটি ঘটনা ঘটে। আমন্ত্রিতদের মধ্যে কবি জয় গোস্বামীও ছিলেন। তাঁকে স্বয়ং তসলিমা মঞ্চে স্বাগত জানালে দর্শকাসনের একাংশ প্রচণ্ড বিরোধিতা করে এবং জয় বাধ্যত নেমে পড়েন। ঘটনা যা-ই হোক, অতিথি নারায়ণ। তাঁকে ডেকে এনে অপদস্থ করা কি হিন্দুধর্মে শোভা পায়? এই প্রশ্ন অনেক সুধীজনেই করেছেন। এসবের মধ্যে ভালো ব্যাপার একটাই, অনুষ্ঠানের পরেই এক সাক্ষাৎকারে তসলিমা জানিয়েছেন, উনি আশাই করেননি, জয় গোস্বামীর সঙ্গে এই রকমও ব্যবহার করা হতে পারে।

এই পুরো ঘটনাই আমাকে মনে করিয়ে দেয় ২০২৩-এর এক বই প্রকাশ অনুষ্ঠান। সেদিনের অনুষ্ঠানে জয় টানা প্রায় ৩০ মিনিট ধরে শুধু বলেছিলেন নোবেলজয়ী সাহিত্যিক পিরানদেল্লোর কথা, যিনি বেনিতো মুসোলিনির ফ্যাসিবাদী সরকারের ঘনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। আমরা অনেকেই জানি, প্রিয় টিনটিনের স্রষ্টা হার্জের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। এজরা পাউন্ডের কথাও কেউ ভোলেনি। জয় গোস্বামী সেদিন ভরাট প্রেক্ষাগৃহে প্রকাশ্যে বলেছিলেন, পিরানদেল্লোর দোষ ছিল না, তিনি এই অন্যায়গুলি বুঝতেও পারেননি। পরে পিরানদেল্লো ক্ষমাও চেয়েছেন। ক্ষমার কথা এলে, ক্ষমা তো হার্জও চেয়েছিলেন। দোষ দিয়ে তাঁদের সৃষ্টিকে কি অপমান করা যায়? তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানটাই কি সব? হার্জ কি তারপর আর কোনও কমিকস বানাননি? নাকি আমরা সেগুলো পড়িনি? রবীন্দ্রসদনে জয় গোস্বামী যেভাবে অসম্মানিত হলেন, তা শুধুই ব্যক্তি জয়কে আক্রমণ নয়। কারণ তিনি সেখানে কবি হিসেবেই উপস্থিত ছিলেন। একটি সময় তৎকালীন সরকারের প্রতি প্রচণ্ডভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়া, তাঁদের হয়ে গলা ফাটিয়েছেন বলে জয়ের বিরুদ্ধে দুর্নাম রয়েছে। এ কারণে তাঁর বিরুদ্ধে অনেকেরই ক্ষোভ। আবার দুর্বলতা রয়েছে বাংলা কবিতার সেই শ্লাঘা-পুরুষটির জন্য, যাঁর প্রথম দিককার বইপত্র বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। যাঁর সেসব কবিতা হিল্লোল তোলে পাঠকের হৃদয়ে। যিনি দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনের কথা কবিতার ভাষায় উন্মোচিত করেন অবলীলায়। যিনি সুনীল-শক্তি জুটির পরবর্তী বাংলার অন্যতম প্রতিভা। সেগুলোকে অসম্মান কীভাবে করা যায়? সম্ভব?

তসলিমা নাসরিনের স্বাগত অনুষ্ঠানে জয় গোস্বামীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ। শনিবার কলকাতায়। -ফাইল চিত্র

ওইদিন শুধু ব্যক্তি জয়কে অপমান করা হয়নি, কারণ অনুষ্ঠানটি শেষপর্যন্ত এক কবিকে নিয়েই, তাঁকে ১৯ বছর পর পশ্চিমবঙ্গে স্বাগত জানানো নিয়ে, বাকস্বাধীনতা নিয়ে। যে ঘটনাটির প্রথম দিন থেকেই সমর্থন করি। তাই বলে এই লাঞ্ছনাকেও তো সমর্থন জানানো যায় না। জয় গোস্বামী সবার আগে একজন কবি। বাকস্বাধীনতার পক্ষে তসলিমা যে কথাগুলি মঞ্চ থেকে বলেছিলেন, জয়কে মতপ্রকাশ না করতে দেওয়াটাও যে বস্তুত সেই বক্তব্যকেই গুরুত্ব না দেওয়া, তাকেই গলা টিপে হত্যা করা, তা আর বলে দিতে হয় না। অলংকারশাস্ত্রে একেই বলা হয়েছে বিরোধাভাস। এই ঘটনা প্রকৃতপ্রস্তাবে তসলিমা নাসরিনেরই অসম্মান। তিনি এখানে এসেছেন রাজনৈতিক সমীকরণে, তিনি নির্বাসিত হয়েছিলেন রাজনৈতিক সমীকরণে। জয়কে অসম্মান করা হয়েছেও রাজনৈতিক সমীকরণে বলে অভিযোগ। কিন্তু এই সবকিছুর ঊর্ধ্বে থাকে মানবতা। যাকে সেই দিন শুধু ছোটই নয়, ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।

(লেখক অক্ষরকর্মী। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫১৩

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। মেয়েদের কপালে ঝুলে থাকা চুল ৪। মেয়েদের গয়নার শব্দ৫। যকৃতের সমস্যা/পাণ্ডুরোগ ৭। দাম দিয়ে কেনা জিনিস ৮। শ্রীকৃষ্ণের আর এক নাম ৯। পালিয়ে যাওয়া ১১। হিন্দু বিধবার দ্বিতীয় স্বামী ১৩। যে ঘরে মিটিং হয় ১৪। মাত্রাতিরিক্ত, অনেক ১৫। দিনের প্রথম ভাগ।

উপর-নীচ : ১। কুড়ে প্রকৃতির, উদ্যমহীন বা কর্মবিমুখ ব্যক্তি ২। কাপড়ে সুতোর কাজ ৩। মানুষের জন্য সেবামূলক কাজ ৬। দেবতাদের রাজা ইন্দ্রের আর এক নাম ৯। মান্য ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা বা সমঝে চলা ১০। সমুদ্রের জল যেমন হয় ১১। জলচর পাখি ১২। ঢালু বা নীচু জায়গা।

সমাধান ■ ৪৫১২

পাশাপাশি : ১। তামরস ৩। বাতাপি ৫। কলমকারি ৭। টনক ৯। বাতাস ১১। বিষপাথর ১৪। দস্তুরি ১৫। মনোহর।

উপর-নীচ : ১। তাম্রকূট ২। সড়ক ৩। বাদাম ৪। পিউরি ৬। কামতা ৮। নহুষ ১০। সহোদর ১১। বিবাদ ১২। পাথুরি ১৩। রকম।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

দুর্নীতি ঠেকাতে কোমর বাঁধছে এনটিএ

পুলিশের বর্বরতা নিয়ে আজ শুনানি কোর্টে

নয়াদিল্লি, ২ অগাস্ট : যন্তরমন্তরে প্রতিবাদ, কঠোর আইন তৈরির মধ্যেই এবার পরীক্ষা দুর্নীতি ঠেকাতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ করল ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি বা এনটিএ। প্রশ্নপত্র ফাঁসের পুনরাবৃত্তি আটকে পরীক্ষা ব্যবস্থাকে নিশ্ছিদ্র করতে দিল্লির মিন্টো রোডে এনটিএ-র সদরদপ্তর, ওখলায় আঞ্চলিক দপ্তর এবং অন্য সংবেদনশীল স্থানগুলিতে সর্বক্ষণ নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য একটি পেশাদার সংস্থা নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এরজন্য প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকার একটি টেন্ডার ডেকেছে এনটিএ। এর পাশাপাশি প্রিন্টিংয়ের কাজ যাতে নির্ভুলভাবে হয় তার জন্যও পৃথক একটি টেন্ডার ডেকেছে এনটিএ।

এদিকে নিট কাণ্ডের প্রতিবাদে সংসদ চলো অভিযানে পুলিশি বর্বরতা নিয়ে যে মামলা দায়ের হয়েছে সোমবার তার শুনানি হবে সুপ্রিম কোর্টে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহনার সমন্বয়ে গঠিত একটি বেঞ্চ এই মামলার শুনানি করবে। পুলিশি বর্বরতা, আন্দোলনকারীদের আহত হওয়া এবং পুলিশ কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ তদন্ত করতে এবং পুলিশের ওপর এই সহিংসতা শিক্ষার্থীরা নাকি দুষ্কৃতীরা চালিয়েছিল তার তদন্তে সুপ্রিম কোর্টের একজন প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে একটি সিট গঠনের নির্দেশ দিতে পারে। এর আগে ২৮ জুলাই শীর্ষ আদালত রাজ্যগুলিকে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর বা বলপ্রয়োগমূলক

- প্রশ্নপত্র ফাঁসের পুনরাবৃত্তি আটকে পরীক্ষা ব্যবস্থাকে নিশ্ছিদ্র করতে এনটিএ-র সদরদপ্তর, ওখলায় আঞ্চলিক দপ্তর এবং অন্য সংবেদনশীল স্থানগুলিতে সর্বক্ষণ নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য পেশাদার সংস্থা নিয়োগ
- দিল্লি কার্যালয়ের কর্মী, পরীক্ষার গোপনীয় সামগ্রী, সার্ভার রুম, স্ট্রং রুম, গুদাম এবং রেকর্ড রুমের সুরক্ষায় অত্যাধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হবে
- এরজন্য প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকার একটি টেন্ডার ডেকেছে এনটিএ

পদক্ষেপ না নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল এবং অপরাধের অতীত ইতিহাস না থাকা নাবালকদের মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। তবে পড়ুয়াদের ওপর উর্দিধারীদের বর্বরতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও দিল্লি পুলিশের তরফে দাবি করা হয়েছে, একদিন নয়, টানা ৬ দিন ধরে যন্তরমন্তরে আন্দোলনকারীরা তাণ্ডব দেখিয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায় সেজন্য পুলিশ সংযমের পরিচয় দিয়েছিল।

দিল্লি পুলিশের দাবি, সংসদ অভিযানের পরেও ২৫ জুলাই পর্যন্ত পাথর ছোড়া চালিয়ে গিয়েছিলেন বিক্ষোভকারীদের একাংশ। যতক্ষণ না কেন্দ্রীয় সরকার আন্দোলনকারীদের দাবিদাওয়া মেনে নিয়েছে, শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ধর্মেন্দ্র প্রধান ইস্তফা দিয়েছেন, ততক্ষণ তা অব্যাহত ছিল।

কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে একটি কঠোর আইন তৈরি করেছে। সংসদে সেটি পাশও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বিরোধীদের অভিযোগ, শুধু আইন তৈরি করলেই পরীক্ষা দুর্নীতি বন্ধ করা সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে ২৫ জুলাই এনটিএ-র তরফে যে টেন্ডার ডাকা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, নিজেদের দিল্লি কার্যালয়ের কর্মী, পরীক্ষার গোপনীয় সামগ্রী, সার্ভার রুম, স্ট্রং রুম, গুদাম এবং রেকর্ড রুমের সুরক্ষায় একটি বড়সড় ও অত্যাধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হবে। প্রায় সাড়ে ৭ কোটি টাকার এই প্রস্তাবিত চুক্তির মেয়াদ প্রাথমিকভাবে দুই বছর নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সন্তোষজনক পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে আরও দু-বছর (এক বছর করে দু-বার) বাড়ানো যেতে পারে। ১৭ অগাস্ট বিকেল ৩টে পর্যন্ত আগ্রহী সংস্থাসমূহ দরপত্র জমা দিতে পারবে। দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থার সংবেদনশীলতাকে মাথায় রেখে আর্থিক মূল্যের চেয়ে টেকনিক্যাল দক্ষতাকে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

জামিন পেয়েও মুক্তি অধরা চিন্ময়ের

ঢাকা, ২ অগাস্ট : চিন্ময় প্রভুর জেলের বাইরে আসা এখনও বিশ বাঁও জলে। রবিবার বাংলাদেশ হাইকোর্ট আরও দুটি মামলায় ইসকনের প্রাক্তন সন্ন্যাসী তথা সম্মিলিত সনাতন ঐক্য জোটের আহ্বায়ক চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের জামিন মঞ্জুর করে। কিন্তু অন্য মামলাগুলি চলায় মুক্তি এখনও অধরা তাঁর। এদিকে চিন্ময় প্রভুর মুক্তির দাবিতে সরব হয়েছেন বিশিষ্ট বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন। কলকাতায় তিনি এদিন বলেন, 'চিন্ময় প্রভুর সঙ্গে অন্যায় হয়েছে। বাংলাদেশের সরকার মুক্তচিন্তায় বিশ্বাস করে না। সেদেশের প্রগতিশীল মানুষ চায় চিন্ময়কৃষ্ণ মুক্তি পাক।'

চিন্ময়ের বিরুদ্ধে মোট ৬টি মামলা রয়েছে। হত্যা, বিস্ফোরক দ্রব্য বহন, পুলিশকে কাজে বাধা দেওয়ার মতো অভিযোগও রয়েছে। এদিন হাইকোর্ট পুলিশের কাজে বাধাদান এবং বিস্ফোরক মামলায় তাঁর জামিন মঞ্জুর করে। চিন্ময় প্রভুর আইনজীবী অপূর্ব ভট্টাচার্য এই কথা জানান। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে বলে জানিয়ে একাধিকবার হাইকোর্টে মামলা করা হলেও সরকার পক্ষের বিরোধিতায় আদালত কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি। সরকারি তরফে দাবি করা হয় কারাবন্দি চিন্ময়কৃষ্ণের শারীরিক অবস্থার দিকে কারা কর্তৃপক্ষের নজর রয়েছে।

১৮ কোটি চুরি সিদ্ধিবিনায়কে

মুম্বই, ২ অগাস্ট : অযোধ্যার রাম মন্দির, কেরলের শবরীমালা, শ্রী পদ্মনাভস্বামী ও অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরের পর মুম্বইয়ের সিদ্ধিবিনায়কেও একই ঘটনা। এই মন্দিরের প্রণামি বাক্স থেকে বছরে ১৮ কোটি টাকা চুরি করে সরাচ্ছে মন্দির-কর্মীদেরই একাংশ। এমনই অভিযোগ করলেন মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা প্রধান রাজ ঠাকরে। শনিবার নিজের দলের ছাত্র সংগঠনের আয়োজিত সভায় রাজ বলেছেন, 'মন্দিরগুলিও এখন আর সুরক্ষিত নয়। হতাশ তরুণ সম্প্রদায় মনে শান্তি পেতে যখন মন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছে , তখন দেখছে সেখানেও চুরির সিন্ডিকেট।' দেশের ধর্মীয় ট্রাস্টগুলির দুর্নীতি নিয়ে অবিলম্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জবাব চেয়েছেন রাজ। তিনি সিদ্ধি বিনায়কের মন্দিরে ট্রাস্টিদের তৎপরতায় হাতেনাতে কিছু চোর ধরা পড়েছে।

অভিযুক্ত অনিল

মুম্বই, ২ অগাস্ট : এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশনের (ইপিএফও) ১,৮১৬ কোটি টাকার বেশি জালিয়াতির অভিযোগে রিলায়েন্স ক্যাপিটাল লিমিটেড (আরসিএল) এবং সংস্থার প্রাক্তন চেয়ারম্যান অনিল আম্বানির বিরুদ্ধে প্রতারণা ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মামলা দায়ের করেছে সিবিআই। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রক এবং ইডি তথ্যের ভিত্তিতে এফআইআর করা হয়েছে।

রাহুলের বার্তা

নয়াদিল্লি, ২ অগাস্ট : জেনজি দেশের রাজনীতিকদের মাথায় যে ক্রমশ জাঁকিয়ে বসছে তা প্রমাণ করে দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। রবিবার বন্ধু দিবসে জেনজিদের ধাঁচে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানান তিনি। ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি শেয়ার করে তিনি জনপ্রিয় কোরিয়ান 'ফিঙ্গার হার্ট' (বুড়ো আঙুল ও তর্জনী দিয়ে তৈরি ছোট হৃদয়ের চিহ্ন) ইমোজি ব্যবহার করেন। রাহুল লিখেছেন, 'এখনও শিখছি।'

পাপ্পুকে জুতো

নয়াদিল্লি, ২ অগাস্ট : রবিবার নিজ বাসভবনে সাংবাদিক বৈঠক করার সময় নির্দল সাংসদ পাপ্পু যাদবকে লক্ষ্য করে এক ব্যক্তি জুতো ছুড়ে মারেন। আক্রমণকারীকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন পাপ্পু যাদবের সমর্থক এবং নিরাপত্তারক্ষীরা। পুলিশ সূত্রের খবর, হামলাকারী যুবকের নাম সুমিত এবং তিনি উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরের বাসিন্দা। তাঁর কাছ থেকে একটি ছুরিও উদ্ধার করা হয়েছে।

ভক্তির দুই ছবি। সামনেই গণেশ চতুর্থী। বিশালাকার গণেশ মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা মুম্বইয়ে (উপরে)। শ্রাবণের তৃতীয় সোমবারে জল ঢালার উদ্দেশে ভিড় পুণ্যার্থীদের। দেওঘরে রবিবার রাতে। ছবি : পিটিআই

দু'বছর পর প্রকাশ্যে আসছেন শেখ হাসিনা

নয়াদিল্লি, ২ অগাস্ট : বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের জেরে শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে দেশান্তরী হয়েছিলেন ২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট। ওইদিনই বাংলাদেশ ছেড়ে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে এসেছিলেন। তার পর থেকে পাক্কা ২ বছর সেই 'নিরাপদ আশ্রয়'-এর অন্তরালের বাইরে আসেননি মুজিব কন্যা। সেই পর্দা সরিয়ে এবার প্রকাশ্যে আসছেন শেখ হাসিনা। তবে ভার্চুয়াল মাধ্যমে। ৫ অগাস্ট, বুধবার নয়াদিল্লির ফরেন করেসপনডেন্টস ক্লাব অব সাউথ এশিয়ার উদ্যোগে একটি ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মথুরা রোডের স্যার মার্ক টুলি অডিটোরিয়ামে সন্ধ্যা ৬টা থেকে সাড়ে ৭টা পর্যন্ত চলা ওই অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল মাধ্যমে তাঁর আগামী দিনের পরিকল্পনা এবং বাংলাদেশে ফেরার ব্যাপারে নিজের চিন্তাভাবনার কথা বলবেন আওয়ামি লিগ সভানেত্রী।

এর আগে দলের নেতাদের সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন কথোপকথনের কেবল অডিও রেকর্ড বা ভয়েস ক্লিপই সামনে এসেছিল। এমনকি সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমকে ইমেল মারফত দেওয়া সাক্ষাৎকারে হাসিনা বাংলাদেশে ফেরার ব্যাপারে মুখ খুলেছিলেন। দেওয়া তাঁর সাক্ষাৎকারটিও ছিল ইমেল মারফত। ফলে ভার্চুয়াল মাধ্যমে হলেও, ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পর প্রথমবার তাঁর এভাবে প্রকাশ্যে আসা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষত, মোদি সরকারের পক্ষ থেকে আগেই যেখানে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ভারতের মাটি থেকে তাঁকে কোনওপ্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে, শেখ

হাসিনা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন, তিনি চলতি বছর ডিসেম্বরের মধ্যেই বাংলাদেশে ফিরবেন। এই দ্বিমুখী টানাপোড়েনের আবহে হাসিনার অন্তরাল কাটিয়ে বেরিয়ে আসা নয়াদিল্লি ও ঢাকা-দুই দেশের রাজনৈতিক মহলেই ব্যাপক শোরগোল ফেলে দিয়েছে।

জানা গিয়েছে, এফসিসি সাউথ এশিয়া এবং ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব প্রেস ক্লাবের সভাপতি ড. ওয়ায়েল আওয়াদ-এর সভাপতিত্বে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনার পাশাপাশি অংশ নেওয়ার কথা তাঁর ছেলে ও প্রাক্তন তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়, বাংলাদেশের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আলি সিদ্দিকি, প্রাক্তন ক্রিকেটার ও সাংসদ শাকিব আল হাসান এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক আবু ওবাইদা আরিনের মতো ব্যক্তিত্বদের।

বাংলাদেশে হাসিনার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রয়াত বেগম খালেদা জিয়ার ছেলে তারেক রহমানের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠন হয়েছে। যদিও ইউনূস আমলে শেখ হাসিনার দলের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল তা এখনও বহাল রয়েছে। পাশাপাশি হাসিনার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানা জারি রয়েছে। তিনি বাংলাদেশে ফিরলেই যে গ্রেপ্তার করা হবে সেকথা ঢাকার তরফে ইতিমধ্যে স্পষ্ট করা হয়েছে। ভারত থেকে ফিরিয়ে আনতেও তারেকের সরকার মরিয়া। এই পরিস্থিতিতে হাসিনা প্রকাশ্যে এসে কী বলেন সেদিকেই এখন নজর উভয় দেশের কূটনৈতিক মহল থেকে আমজনতার।

নির্মল পূর্জার দেহ উদ্ধার

ইসলামাবাদ, ২ অগাস্ট : পাকিস্তানের কারাকোরাম পর্বতমালায় ভয়াবহ তুষারধসের বেশ কয়েক দিন পর উদ্ধার হল বিশ্বখ্যাত পর্বতারোহী নির্মল পূর্জার নিথর দেহ। বিশ্বের দ্বাদশ উচ্চতম শৃঙ্গ 'ব্রড পিক' জয় করার অভিযানে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তিনি। উদ্ধারকারী দল ও স্থানীয় প্রশাসনের দীর্ঘ চেষ্টার পর শেষপর্যন্ত প্রায় ৫ হাজার ৭০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত একটি পাহাড়ি খাঁজ থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

এদিকে পূর্জা এবং তাঁর ৯ সঙ্গী তুষারধসে প্রাণ হারানোর ঠিক আগের একটি ছবি ও ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। কারাকোরাম ভিশন নামে

পাকিস্তানের এক সংস্থা এই ছবি এবং ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ৩০ জুলাই পাকিস্তানের ব্রড পিক-এ ১০ জন পর্বতারোহীর দলটি চূড়ার দিকে এগোচ্ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে ওপর থেকে এক বিশাল তুষারধস নেমে এসে পূর্জাদের পুরো দলকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। পাহাড়ের বেসক্যাম্প থেকে এই মর্মান্তিক দৃশ্যের সাক্ষী হন প্রত্যক্ষদর্শীরা।

এর আগে নেটফ্লিক্স খ্যাত ৪৩ বছর বয়সি এই পর্বতারোহী তাঁর শেষ পোস্টে জানান, বিনা অক্সিজেনে বিশ্বের ১৪টি ৮,০০০ মিটার উঁচু শৃঙ্গ দু-বার জয়ের অনন্য রেকর্ড গড়াই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

দীপকের বাবার আর্থিক অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ২ অগাস্ট : নিট কাণ্ডে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পথে নেমে আগেই রোষে পড়েছিলেন অভিজিৎ দীপকে। এবার তাঁর বাবা ভগবানরাও দীপকের বিরুদ্ধেও আয়বহির্ভূত সম্পত্তি তৈরির অভিযোগে তদন্তের দাবি উঠল। মহারাষ্ট্র সরকারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী হয়েও কীভাবে ছেলেকে আমেরিকায় রেখে পড়ালেন তা নিয়ে এবার প্রশ্ন তুলে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন সুরাটের আরটিআই আন্দোলনকর্মী অমিত তিওয়ারি। তিনি বলেন, 'আমি মহারাষ্ট্র সরকারের কাছে ইতিমধ্যে একটি অভিযোগ দায়ের করেছি। এমআইডিসিতে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন ভগবানরাও দীপকে। যদি উনি ৬০ থেকে ৬৫ হাজার টাকা বেতন পেয়ে থাকেন তাহলে ছেলের মার্কিন মুলুকে পড়াশোনার খরচ জোগালেন কীভাবে? এর তদন্ত হওয়া উচিত এবং যদি উনি আয়বহির্ভূত সম্পত্তি করে থাকেন তাহলে ওঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ মার্কিন মুলুকের বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন। শুধু অভিজিৎ দীপকের পড়াশোনার খরচ নিয়েই নয়, সিজেপির আইনি ভিত্তি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অমিত তিওয়ারি। তিনি বলেন, 'আমি তিনটি পৃথক স্থানে অভিযোগ দায়ের করেছি। নির্বাচন কমিশনে সিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছি। কপিল সিবাল যে ১ কোটি টাকার ফান্ড তৈরির কথা বলেছেন, তার ওপর যাতে ১৮ শতাংশ জিএসটি লাগু করা হয় সেই নিয়েও সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টমসের (সিবিআইসি) কাছে অভিযোগ করেছি।' নথিভুক্ত সংগঠন না হয়েও সিজেপি কীভাবে রাজনৈতিক দলের মতো কাজ করছে এবং অনুদান নিচ্ছে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অমিত তিওয়ারি। প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর স্বর্গীয় মা-কে যেভাবে অপমান করা হয়েছে তারও সমালোচনা করেছেন তিনি। এদিকে বুধবার সিজেপির কোর কমিটির বৈঠক বসছে দীপকের বাড়িতে। সেখানে তাঁদের পরবর্তী কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা।

৫০ জন ইরানি শিখ ভারতে

নয়াদিল্লি, ২ অগাস্ট : মধ্যপ্রাচ্যে বাড়তে থাকা রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই ইরান থেকে উদ্ধার করা হল ৫০ জন ইরানি শিখকে। তেহরানে আটকে থাকা এই পরিবারগুলিকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাহায্যে বিশেষ বিমানে করে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আনা হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে চলা সংঘাতের কারণে তেহরানে বসবাসকারী শিখ সম্প্রদায়ের মানুষজন চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন। এই পরিস্থিতিতে ভারত সরকারের বিদেশমন্ত্রক এবং বিশ্ব শিখ সংস্থার যৌথ উদ্যোগে তাঁদের ভারতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়। ভারতে পৌঁছে পরিবারের এক সদস্য বলেন, 'তেহরানের পরিস্থিতি অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। আমরা ভেবেছিলাম হয়তো আর বেঁচে ফিরতে পারব না। তবে ভারত সরকার যেভাবে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং নিরাপদে ফিরিয়ে এনেছে, তার জন্য আমরা আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব।'

বিশ্ব শিখ সংস্থার এক কর্তা বলেন, 'তেহরানে এখনও অনেক শিখ পরিবার অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। আমরা ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি, যাতে দ্রুত বাকিদের নিরাপদে ভারতে নিয়ে আসা সম্ভব হয়।' পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতীয় কিংবা সুসম্পর্কযুক্ত যে কোনও বিপন্ন সম্প্রদায়ের সুরক্ষায় সরকার সর্বদা প্রস্তুত।

ফেরিতে আগুন, মৃত ৫

জাকার্তা, ২ অগাস্ট : ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব জাভার মাদুরা দ্বীপের উপকূলে একটি যাত্রীবাহী ফেরিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৪১ জন নিখোঁজ। কেএমপি মুতিয়ারা সান্তোসা ২ নামের ওই ফেরিটিতে কর্মী ও যাত্রী মিলে মোট ২৭১ জন ছিলেন। উদ্ধারকারী দল ও স্থানীয়দের সাহায্যে এ পর্যন্ত ২২৫ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে।

রবিবার সকালে ফেরিটি পূর্ব জাভার সুরাবায়া থেকে দক্ষিণ সুলওয়েসির মাকাসার শহরের যাওয়ার মাঝপথে মাদুরা দ্বীপ সংলগ্ন সাপুদি দ্বীপ থেকে প্রায় ১৯ নটিক্যাল মাইল দূরে আচমকাই সেটিতে আগুন ধরে যায়। প্রাণ বাঁচাতে অনেক যাত্রী লাইফ জ্যাকেট পরে সমুদ্রে ঝাঁপ দেন। সুরাবায়া সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ অফিসের প্রধান নানং সিগিত বলেন, 'টিবি হাসনুর ২৬ এবং ব্রিটিশ মেন্টর সহ মোট ৪টি জাহাজ সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া যাত্রীদের উদ্ধারে নেমেছে। এখনও বেশ কয়েকজন যাত্রী নিখোঁজ। সবার সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত তল্লাশি চালিয়ে যাওয়া হবে।'

ভারত-চিন সীমান্তে বাণিজ্য ফের চালু হল

ছয় বছর পর খুলল নাথু লা পাস

গ্যাংটক, ২ অগাস্ট : দীর্ঘ ছয় বছর পর আনুষ্ঠানিকভাবে আবার চালু হল ভারত ও চীনের সীমান্ত বাণিজ্য। ২০২০ সালে কোভিড মহামারির কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী পাহাড়ি বাণিজ্য পথগুলো শনিবার থেকে ফের খুলে দেওয়া হয়েছে। সিকিমের নাথুলা, উত্তরাখণ্ডের লিপুলেখ এবং হিমাচল প্রদেশের শিপকি লা পাস দিয়ে পণ্য লেনদেন শুরু হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

এই উপলক্ষে সীমান্ত পয়েন্ট থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে গ্যাংটকের শেরাথাং ট্রেড মার্টে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে সিকিমের বাণিজ্যমন্ত্রী ডি টি ভুটিয়া, বিধায়ক পামিন লেপচা, দু'দেশের ব্যবসায়ী এবং চীনের সীমান্ত বাণিজ্য বিভাগের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সিকিমের বাণিজ্যমন্ত্রী জানান, নাথুলা দিয়ে বাণিজ্য পুনরায় শুরু হওয়া রাজ্যের অর্থনীতির জন্য এক বড় মাইলফলক। এর ফলে রাজ্যজুড়ে কর্মসংস্থান বাড়বে এবং স্থানীয় হস্তশিল্প ও কৃষিপণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে সহজে পৌঁছাতে পারবে।

সিকিম প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আপাতত ৩৮ জন ভারতীয় ব্যবসায়ীকে ৩৬ ধরনের পণ্য আমদানি-রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মে থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সপ্তাহের চার দিন (সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার) সকাল সাড়াটায় সীমান্ত গেট খুলে এই লেনদেন চলবে। এবার বাড়তি নিরাপত্তা হিসেবে আইটিবিপি-র একটি বিশেষ মহিলা প্লাটুন মোতায়েন করা হয়েছে এবং পরিবেশ রক্ষায় নাথুলা এলাকাকে পুরোপুরি প্লাস্টিকমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

অন্যদিকে, হিমাচল প্রদেশের শিপকি লা পাসে ১৬ জন ভারতীয় ব্যবসায়ীর প্রথম দলকে তিব্বতের উদ্দেশ্যে রওনা করিয়ে দেন রাজ্যের রাজস্বমন্ত্রী জগৎ সিং নেগি। একইসঙ্গে তিনি ১.৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত 'ছুপ্পান ট্রেড মার্ট'-এর উদ্বোধন করেন। উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড়ের লিপুলেখ পাস দিয়েও ব্যবসায়ীরা তিব্বতে প্রবেশ করেছেন। ২০১৯ সালে বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর যেসব ব্যবসায়ীর মালামাল তিব্বতের তাকলাকোটে আটকে পড়েছিল, প্রশাসনিক নিয়মে এবার প্রথম দফায় তাদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

'মেয়েকে নতুন জীবন দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী'

নয়াদিল্লি, ২ অগাস্ট : যন্তরমন্তরে প্রতিবাদ চলাকালীন প্রধানমন্ত্রীকে তরুণীর কুমন্তব্যে প্রধানমন্ত্রী ক্ষমা করে দেওয়ায় কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন মেয়েটির মা। তিনি হাত জোড় করে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী প্রতিশোধের পথে না হেঁটে ক্ষমার পথ বেছে নিয়ে আমার মেয়েকে এক নতুন জীবন দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তকে তিনি তাঁর মেয়ের জন্য পুনর্জন্ম বলেও আখ্যা দিয়েছেন। যদিও এই ক্ষমাপ্রদর্শনের আগেই ওই মেয়েটির বিরুদ্ধে নয়ডার একটি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। নয়ডা পুলিশ একটি 'জিরো এফআইআর' দায়ের করে মামলাটি নতুন দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় স্থানান্তরিত করে। তাঁর মা জানান এফআইআর-এ মেয়ের বয়স ভুলবশত ২৫ বছর লেখা হয়েছে। মামলাটি প্রত্যাহারের আবেদন জানানোর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তাঁর অনুরোধ, 'আমি প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করব, ২০ বছরের কম বয়সীদের জন্য ইনস্টাগ্রাম ও ফেসবুকের মতো সামাজিক মাধ্যম নিষিদ্ধ করে দেওয়া এবং নাবালকদের কোনও রাজনৈতিক প্রতিবাদ বা বিক্ষোভে অংশ নিতে দেওয়ার অনুমতি না দেওয়া। কারণ কিছু মানুষ নিজেদের স্বার্থে শিশুদের ব্যবহার করে এমন বিতর্কিত কাজ করাচ্ছে।'

পর্যটকের অপেক্ষায়... রবিবার শ্রীনগরের ডাল লেকে।

বন্দে ভারতে প্রথম গ্রিন করিডর

আহমেদাবাদ, ২ অগাস্ট : গতির সাথে নিখুঁত সমন্বয়ে ইতিহাস গড়ল বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। খারাপ আবহাওয়াকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মাত্র ২ ঘণ্টা ৩৮ মিনিটে সুরাট থেকে ২৫০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে আহমেদাবাদে পৌঁছে গেল মানব হৃৎপিণ্ড। গতি আর 'গ্রিন করিডর'-এর এই অনবদ্য জুড়িতে প্রাণ বাঁচল এক মুমূর্ষু হৃদরোগীর। এই সাফল্যের জন্য রেল কর্তৃপক্ষ, গুজরাট পুলিশ ও চিকিৎসক দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

সাধারণত শরীর থেকে হৃৎপিণ্ড বের করার চার থেকে

ছয় ঘণ্টার মধ্যে তা প্রতিস্থাপন করতে হয়। তাই এক শহর থেকে অন্য শহরে অঙ্গ পরিবহনে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সই ভরসা। আবহাওয়া খারাপ থাকায় বিমানের বদলি মেডিকেল টিম ও অঙ্গ প্রতিস্থাপন সংস্থা বন্দে ভারত এক্সপ্রেস (ট্রেন নম্বর ২০৯০১) নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ট্রেনের গতি আর সড়কপথে গ্রিন করিডরের সহায়তায় সময়মতো হৃৎপিণ্ডটি পৌঁছে দেওয়া হয় আহমেদাবাদের ইউএন মেহতা ইনস্টিটিউট অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারে।

সুরাটের বস্ত্র কারখানার কর্মী ৩৬ বছর বয়সী মিঠুন সোয়াইন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর চিকিৎসকরা তাঁকে 'ব্রেন ডেড' ঘোষণা করেন। প্রিয়জনকে হারানোর গভীর শোকেও মানবতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তাঁর পরিবার অঙ্গদানে সম্মতি দেয়। কেবল হৃৎপিণ্ড নয়, মিঠুনের দুটি কিডনি ও যকৃৎও দান করা হয়েছে। এই ঘটনা প্রমাণ করল, জরুরি চিকিৎসায় রেল ব্যবস্থার সঠিক ব্যবহারও আনল অভাবনীয় সাফল্য।

ব্যবসায় মেতেছে পুলিশ : কোর্ট

প্রয়াগরাজ, ২ অগাস্ট : 'থানাগুলি এখন ব্যবসার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ছেড়ে পুলিশকর্মীরা মেতে উঠেছেন ব্যবসায়িক কারবারে।' উত্তরপ্রদেশের একটি মামলার শুনানিতে রাজ্য পুলিশের করুণ হাল নিয়ে এভাবেই ক্ষোভ প্রকাশ করল এলাহাবাদ হাইকোর্ট।

ঘটনাটি একটি ট্রাককে কালো তালিকাভুক্ত করাকে কেন্দ্র করে। বালিয়া জেলার রসড়া থানার কনস্টেবল সন্তোষ কুমারের সঙ্গে হরেন্দ্র যাদব নামে এক ব্যক্তির একটি ট্রাকের মালিকানা নিয়ে বিবাদ হয়। অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট থানার সাব-ইনস্পেকটর শিবমূর্তি তিওয়ারির রিপোর্টের ভিত্তিতে বালিয়ার সহকারী আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক হরেন্দ্রর ট্রাকটি কালো তালিকাভুক্ত করেন।

মামলার শুনানিতে বিচারপতি রোহিতরঞ্জন আগরওয়াল অভিযুক্ত কনস্টেবলের মুখোমুখি হলে তিনি স্বীকার করেন, জিপিএফ থেকে টাকা তুলে ভাইয়ের নামে তিনি পরিবহণ ব্যবসা শুরু করেন। আদালতের পর্যবেক্ষণ, স্থানীয় পুলিশ আধিকারিক এবং বালিয়ার পুলিশ সুপারও অভিযুক্ত কনস্টেবলকে আড়াল করার চেষ্টা করেছেন। পুলিশ প্রশাসনের এই চরম বিশৃঙ্খলায় বিস্ময় প্রকাশ করে আদালত জানিয়েছে, থানা যদি ব্যবসার জায়গা হয়ে ওঠে, তাহলে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা অসম্ভব।

বিচারপতি আগরওয়াল রসড়া থানার সমস্ত পুলিশ কর্মকর্তা ও কনস্টেবলের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরুর জন্য রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং অতিরিক্ত মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন। এই অনিয়মের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হল, তা ১০ দিনের মধ্যে হলফনামা দিয়ে রাজ্য পুলিশের ডিজি-কে জানানোর নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। মামলার পরবর্তী শুনানি ১১ অগাস্ট।

বীর সাভারকারের রাজনৈতিক দর্শন

রমেন্দ্রনাথ ভৌমিক
সহকারী অধ্যাপক, শামুকতলা সিধো-কানহো কলেজ, আলিপুরদুয়ার

● **ভূমিকা**

বিনায়ক দামোদর সাভারকার (১৮৮৩–১৯৬৬), যিনি 'বীর সাভারকার' নামে অধিক পরিচিত ছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট বিপ্লবী, সাহিত্যিক, সমাজসংস্কারক এবং রাজনৈতিক চিন্তাবিদ। ১৮৯৯ সালে তিনি 'মিত্রমেলা' নামে একটি বিপ্লবী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি এই সমিতির আরও বৃহত্তর রূপ দিয়ে 'অভিনব ভারত' গঠন করেন। তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে নতুন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ Essentials of Hindutva ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তিনি গ্রন্থটি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেছিলেন। ১৯৩৭ সালে তিনি হিন্দু মহাসভার সম্মেলনে বলেছিলেন যে, 'ভারতের অধিবাসীরা একটি একক ও সম-প্রকৃতির জাতি রূপে পরিগণিত হতে পারে না।'

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু মহাসভা থেকে বেরিয়ে আসেন কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার। তিনি নাগপুরে প্রতিষ্ঠা করেন 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ' (RSS) নামে একটি উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান যেমন প্রশংসিত, তেমনি তাঁর রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে বিতর্কও বিদ্যমান। বর্তমান ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাঁর নীতিগুলির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

● **সাভারকারের প্রধান নীতিসমূহ**

সাভারকার বিশ্বাস করতেন যে, 'একটি শক্তিশালী জাতি গঠনের জন্য জাতীয় চেতনা ও দেশপ্রেম অপরিহার্য। দেশের স্বার্থ ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থের উর্ধ্বে থাকা উচিত।' তিনি ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সাভারকার 'হিন্দুত্ব'কে কেবল ধর্মীয় পরিচয় হিসেবে নয়, বরং একটি সাংস্কৃতিক ও জাতীয় পরিচয় হিসেবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর মতে, যাঁদের পিতৃভূমি ও পুণ্যভূমি ভারত, তাঁরা এই সাংস্কৃতিক জাতিসত্তার অংশ। তিনি জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা এবং সামাজিক বৈষম্যের বিরোধিতা করেছিলেন। সমাজের সব স্তরের মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার পক্ষে তিনি মত প্রকাশ করেন। বিভিন্ন মন্দিরে নিম্নবর্ণের মানুষের প্রবেশাধিকারের বিষয়েও তিনি সমর্থন জানিয়েছিলেন। সাভারকার অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরোধী ছিলেন। তিনি সমাজে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা, যুক্তিবাদী চিন্তা এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে একটি দেশের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সামরিক শক্তি অপরিহার্য। তাই তিনি যুবসমাজকে শারীরিক ও মানসিকভাবে শক্তিশালী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক স্তরের ছাত্রদের কাছে 'বীর সাভারকার ও আজকের দিনে তাঁর নীতির প্রাসঙ্গিকতা' কেন গুরুত্বপূর্ণ তা আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

● **আজকের দিনে সাভারকারের নীতির প্রাসঙ্গিকতা**

বর্তমান সময়ে জাতি, ভাষা, ধর্ম ও আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে নানা বিভাজন দেখা যায়। এই পরিস্থিতিতে সাভারকারের জাতীয় ঐক্যের ধারণা দেশের সংহতি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। দেশপ্রেম ও নাগরিক দায়িত্ববোধ একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনে সহায়ক। আজকের যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। কুসংস্কার, ভুয়ো তথ্য এবং অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বিজ্ঞানমনস্কতা অপরিহার্য। সাভারকারের যুক্তিনির্ভর চিন্তাধারা আধুনিক সমাজে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতে এখনও জাতিগত বৈষম্য ও সামাজিক অসাম্য সম্পূর্ণ দূর হয়নি। সাভারকারের সামাজিক সংস্কারের চিন্তা সমাজে সমতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা জোগায়। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে জাতীয় নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাভারকারের আত্মরক্ষা ও সামরিক শক্তির ওপর গুরুত্বারোপ দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হয়।

● **উপসংহার**

বীর সাভারকার ভারতের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর জাতীয়তাবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা, সামাজিক সংস্কার এবং আত্মরক্ষার নীতিগুলি আজও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। তবে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে মতভেদও রয়েছে। তাই সাভারকারকে মূল্যায়ন করতে হলে তাঁর অবদান, চিন্তাধারা এবং বিতর্ক- সবকিছুকে সমান গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা উচিত। একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও চিন্তাবিদ হিসেবে তিনি ভারতীয় ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছেন। যাইহোক, সাভারকারের 'হিন্দুত্ব' ধারণা নিয়ে বহু বিতর্ক রয়েছে। অনেকের মতে, এটি সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের একটি রূপ; অন্যদিকে সমালোচকদের মতে, এই ধারণা ভারতের বহুত্ববাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি করতে পারে। ফলে তাঁর চিন্তাধারার মূল্যায়ন করতে হলে সমর্থন ও সমালোচনা- উভয় দৃষ্টিভঙ্গিই বিবেচনা করা প্রয়োজন।

● **গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর**

১. বীর সাভারকার কে ছিলেন?
উত্তর : তিনি ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী, সমাজসংস্কারক, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদ।

২. সাভারকারের পূর্ণ নাম কী?
উত্তর : বিনায়ক দামোদর সাভারকার।

৩. সাভারকার কোন রাজনৈতিক ধারণার জন্য পরিচিত?
উত্তর : 'হিন্দুত্ব' ধারণার জন্য।

৪. সামাজিক সংস্কারে তাঁর অবদান কী ছিল?
উত্তর : তিনি অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা করেছিলেন এবং সামাজিক সমতার পক্ষে কাজ করেছিলেন।

৫. বিজ্ঞানমনস্কতা সম্পর্কে তাঁর মত কী ছিল?
উত্তর : তিনি যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার সমর্থক ছিলেন এবং কুসংস্কারের বিরোধিতা করেছিলেন।

৬. আজকের দিনে তাঁর নীতির কোন দিক সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক?
উত্তর : জাতীয় ঐক্য, বিজ্ঞানমনস্কতা, সামাজিক সমতা এবং জাতীয় নিরাপত্তা।

৭. সাভারকারের 'হিন্দুত্ব' ধারণা কেন বিতর্কিত?
উত্তর : কারণ এর ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক মতভেদ রয়েছে।

৮. জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সাভারকারের মত কী ছিল?
উত্তর : তিনি জাতীয় ঐক্য, দেশপ্রেম এবং শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের ওপর জোর দিয়েছিলেন।

৯. স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা কী ছিল?
উত্তর : তিনি ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং স্বাধীনতার পক্ষে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছিলেন।

১০. বীর সাভারকারের নীতির মূল শিক্ষা কী?
উত্তর : দেশপ্রেম, আত্মনির্ভরতা, সামাজিক সংস্কার, যুক্তিবাদ এবং জাতীয় ঐক্যের গুরুত্ব।

১১. বীর সাভারকার কবে মিত্র মেলা প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর : ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে বীর সাভারকার মিত্র মেলা প্রতিষ্ঠা করেন।

১২। বীর সাভারকার কবে অভিনব ভারত প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর : ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে বীর সাভারকার 'অভিনব ভারত' প্রতিষ্ঠা করেন।

কার্য, ক্ষমতা ও শক্তি

গোপাল চন্দ্র দাস, *শিক্ষক*
ময়নাগুড়ি রোড উচ্চবিদ্যালয় জলপাইগুড়ি

নবম শ্রেণি ভৌতবিজ্ঞান

নমুনা প্রশ্নাবলি

1. বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন (MCQ):-

1.1) কোনও বস্তুর ওপর উপযুক্ত বল ও এর বেগের গুণফল দ্বারা পরিমাপ করা হয় -
a) ক্ষমতা b) শক্তি c) কার্য d) ভরবেগ

1.2) SI-তে কার্যের একক হল -
a) ওয়াট b) আর্গ c) জুল d) ডাইন

1.3) একটি বস্তুর বেগ দ্বিগুণ হলে বস্তুটির গতিশক্তি হয় -
a) দ্বিগুণ b) চারগুণ c) অর্ধেক d) এক চতুর্থাংশ

1.4)1000W ক্ষমতার একটি যন্ত্রের 1 মিনিটে কৃতকার্যের পরিমাণ হল -
a)60000J b)1000J c)600J d)100J

1.5) শক্তি হল -
a) কার্য করার হার b) কার্য করার সামর্থ্য c) কার্য করার ক্ষমতা d) ওপরের সব কয়টি

1.6) স্থিতিশক্তি কেবলমাত্র-
a) ধনাত্মক হয় b) ঋণাত্মক হয় c) উভয়ই হতে পারে d) শূন্য হয়

1.7)1 মেগাওয়াট (MW)-
a)1000W b)1000000W c)746W d)1.34hp

1.8) জুল / ঘণ্টা কোন ভৌত রাশির একক?
a) কার্য b) গতিশক্তি c) বল d) ক্ষমতা

1.9) hp কোন ভৌত রাশির একক?
a) কার্য b) ক্ষমতা c) শক্তি d) বল

1.10) কোন জলাধারে সঞ্চিত জলের শক্তি হল -
a) তড়িৎ শক্তি b) গতিশক্তি c) স্থিতিশক্তি d) রাসায়নিক শক্তি

উত্তর:-1.1-(a), 1.2-(c), 1.3-(b), 1.4-(a), 1.5-(b), 1.6-(c), 1.7-(b), 1.8-(d) 1.9-(b) 1.10(c)

2. অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর -

2.1) একটি কার্যহীন বলের উদাহরণ দাও।
উত্তর : অভিকেন্দ্র বল হল কার্যহীন বল।

2.2) SI- তে ক্ষমতার একক কী?
উত্তর : SI- তে ক্ষমতার একক হল ওয়াট (W)।

2.3) কোন বস্তুর শক্তি আছে কিন্তু ভরবেগ নেই- হতে পারে কি?
উত্তর : হ্যাঁ, হতে পারে। একটি বস্তুকে ওপর দিকে ছুড়লে সর্বোচ্চ উচ্চতায় বস্তু মুহূর্তের জন্য স্থির হয়, সেই মুহূর্তে বস্তুর ভরবেগ থাকে না কিন্তু স্থিতিশক্তি থাকে।

2.4) কার্যের সঙ্গে শক্তির সম্পর্ক কী?
উত্তর : কার্য করার সামর্থ্যকে শক্তি বলা হয়।

2.5) kW. h কীসের একক?
উত্তর : kW. h হল শক্তির একক।

2.6) 1 কিলোওয়াট ক্ষমতা বলতে কী বোঝো?
উত্তর : 1s- এ 1000J কার্য করার ক্ষমতাকে বলা হয় 1 কিলোওয়াট।

2.7) 1 অশ্ব ক্ষমতা = কত ওয়াট?
উত্তর : 1 অশ্ব ক্ষমতা =746 ওয়াট

2.8) কোন ধরনের যান্ত্রিক শক্তির মান ঋণাত্মক হতে পারে?
উত্তর : স্থিতিশক্তির মান ঋণাত্মক হতে পারে।

2.9) কার্য কী ধরনের রাশি?
উত্তর : স্কেলার রাশি।

2.10) সংকুচিত স্প্রিং-এ কোন শক্তি সঞ্চিত থাকে?
উত্তর : সংকুচিত স্প্রিং-এ স্থিতিশক্তি সঞ্চিত থাকে।

প্রশ্নোত্তরে তড়িৎপ্রবাহ ও রাসায়নিক বিক্রিয়া

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান

1. বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন (MCQ) :

1.1) নীচের কোনটি তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থ?
a) বেঞ্জিন b) অ্যালকোহল c) লঘু নাইট্রিক অ্যাসিড দ্রবণ d) কেরোসিন

1.2) ধাতব পরিবাহীর ক্ষেত্রে তড়িৎ পরিবহণ করে –
a) ইলেক্ট্রন b) ক্যাটায়ন c) অ্যানায়ন d) কোনওটিই নয়

1.3) কোনটির মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ হয় না?
a) গ্যাস কার্বন b) তামা c) NaCl-এর জলীয় দ্রবণ d) চিনির জলীয় দ্রবণ

1.4) মৃদু তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থের জলীয় দ্রবণে পাওয়া যাবে
a) কেবল অণু b) কেবল আয়ন c) আয়ন ও অণু উভয়ই d) কোনওটিই নয়

1.5) তড়িৎ বিশ্লেষণে অ্যানোডে ঘটে
a) জারণ b) বিজারণ c) বিয়োজন d) সংযোজন

1.6) তড়িৎ বিশ্লেষণে শক্তির কোন রূপান্তর ঘটে?
a) তড়িৎ থেকে রাসায়নিক b) রাসায়নিক থেকে তড়িৎ c) তড়িৎ থেকে যান্ত্রিক d) রাসায়নিক থেকে যান্ত্রিক

1.7) অ্যাসিড মিশ্রিত জলের তড়িৎ বিশ্লেষণে ক্যাথোড ও অ্যানোডে উৎপন্ন গ্যাসের আয়তনের অনুপাত
a) 1:2 b) 2:1 c) 1:8 d) 8:1

1.8) তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে তড়িৎ বিশ্লেষ্যর তড়িৎ পরিবাহিতা
a) হ্রাস পায় b) বৃদ্ধি পায় c) প্রথমে কমে পরে বাড়ে d) প্রথমে বাড়ে পরে কমে

1.9) কপার ধাতুর তড়িৎ বিশোধনের সময় উৎপন্ন অ্যানোড মাডে যে ধাতুটি অনুপস্থিত সেটি হল
a) Fe b) Pt c) Au d) Ag

1.10) নীচের কোন ধাতু তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা যায় না?
a) জিংক b) সোডিয়াম c) পটাশিয়াম d) অ্যালুমিনিয়াম

1.11) কপারের তড়িৎ বিশোধনে অ্যানোড হিসেবে ব্যবহৃত হয়
a) গ্রাফাইট b) স্টিল c) প্ল্যাটিনাম d) কপার

1.12) নীচের কোন অধাতুটি তড়িৎ পরিবহণে সক্ষম?
a) গ্রাফাইট b) হীরক c) সালফার d) বোরন

1.13) তড়িৎলেপনের সময়
a) অ্যানোড ক্ষয়প্রাপ্ত হয় b) ক্যাথোড ক্ষয়প্রাপ্ত হয় c) অ্যানোড বা ক্যাথোডের ক্ষয় হয় না d) অ্যানোড ও ক্যাথোড উভয়ই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়

1.14) তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় ক্যাথোড
a) ক্যাটায়নকে ইলেক্ট্রন প্রদান করে b) ক্যাটায়ন থেকে ইলেক্ট্রন গ্রহণ করে c) অ্যানায়নকে ইলেক্ট্রন প্রদান করে d) অ্যানায়ন থেকে ইলেক্ট্রন গ্রহণ করে

1.15) গলিত NaCl-এর তড়িৎ বিশ্লেষণ করলে ক্যাথোডে উৎপন্ন হয়
a) ক্লোরিন b) হাইড্রোজেন c) অক্সিজেন d) সোডিয়াম

উ : 1.1- c, 1.2- a, 1.3- d, 1.4- c, 1.5- a, 1.6- a, 1.7- b, 1.8- b, 1.9- a, 1.10- a, 1.11- d, 1.12- a, 1.13- a, 1.14- a, 1.15- d.

2. অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর (VSAQ) :

2.1) তড়িৎ পরিবহণ করলেও আয়নিত হয় না এমন একটি তরল মৌলের নাম লেখো।
উ : পারদ

2.2) মৌলিক পদার্থ তড়িৎবিশ্লেষ্য হতে পারে কি?
উ : মৌলিক পদার্থ তড়িৎবিশ্লেষ্য হতে পারে না।

2.3) যে পাত্রে তড়িৎ বিশ্লেষণ করা হয় তাকে কী বলে?
উ : ভোল্টামিটার

2.4) বিশুদ্ধ জল তড়িতের সুপরিবাহী না কুপরিবাহী?
উ : বিশুদ্ধ জল তড়িতের কুপরিবাহী।

2.5) আম্লিক প্রকৃতির একটি তীব্র তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থের নাম লেখো।
উ : হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড

2.6) তড়িৎ বিশ্লেষণে কী ধরনের তড়িৎপ্রবাহ ব্যবহার করা হয়?
উ : সমপ্রবাহ

2.7) Na^+ ও OH^- আয়নের মধ্যে কোনটি অ্যানোডে মুক্ত হবে?
উ : Na^+ ও OH^- আয়নের মধ্যে OH^- আয়নটি অ্যানোডে মুক্ত হবে।

2.8) বিশুদ্ধ জলের তড়িৎ বিশ্লেষণের জন্য কোন অ্যাসিড মেশানো হয়?
উ : লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড।

2.9) একটি সমযোজী যৌগের নাম লেখো যা জলীয় দ্রবণে তড়িৎ পরিবহণ করে?
উ : হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস

2.10) তামার বস্তুর ওপর রুপোর প্রলেপ দিতে তড়িৎবিশ্লেষ্য হিসেবে কী ব্যবহার করা হয়?
উ : পটাশিয়াম আর্জেন্টোসায়ানাইড

2.11) জলের মধ্যে কোনও তড়িৎবিশ্লেষ্য যোগ করলে দ্রবণে আয়নের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় না হ্রাস পায়?
উ : বৃদ্ধি পায়

2.12) বক্সাইট থেকে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন করতে অ্যানোড রূপে কী ব্যবহৃত হয়?
উ : গ্রাফাইট দণ্ড

2.13) ক্যাথোডে উৎপন্ন আয়নকে কী বলে?
উ : ক্যাটায়ন

2.14) কোনও দ্রবণে Cu^{2+} ও H^+ আয়ন উপস্থিত আছে। এদের মধ্যে কোনটির ক্যাথোডে আধান মুক্তি ঘটবে?
উ : Cu^{2+} আয়নের

2.15) ক্ষারযুক্ত জলের তড়িৎ বিশ্লেষণে অ্যানোডে কী উৎপন্ন হয়?
উ : অক্সিজেন গ্যাস

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে

বাড়াতে হবে দক্ষতা, ভাবনা ও অভিযোজন ক্ষমতা

বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সিনিয়ার ডেটা অ্যানালিটিকস হিসেবে কর্মরত **তনয়া অমর** বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণাপত্রের লেখক এবং বৈশ্বিক প্রযুক্তি সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাজ করছেন। শিলিগুড়িতে স্কুল ও কলেজে ডিগ্রি সম্পন্ন করার পর কর্মজীবন, প্রশিক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থায় নিজের পড়াশোনা ও কাজের জগতের সেতুবন্ধনে উত্তরবঙ্গ সংবাদে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে নিজের মতামত জানালেন তিনি।

❑ ***শিলিগুড়ি থেকে ইউএসএতে! পড়াশোনা থেকে কর্মজীবন, কেমন অভিজ্ঞতা?***

আমার প্রায় পুরো শিক্ষাজীবনই শিলিগুড়িতে কেটেছে। প্রথমে মাটিগাড়া সেন্ট জোসেফস হাইস্কুল তারপর আর্মি পাবলিক স্কুল (ব্যাংডুবি) থেকে বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক সম্পন্ন করার পর শিলিগুড়ি কলেজে অল্প কিছুদিন জুলজি অনার্সে পড়েছি। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই বুঝতে পারি, প্রযুক্তি ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দিকেই আমার আগ্রহ বেশি। তাই বিষয় পরিবর্তন করে শিলিগুড়ির সুরেন্দ্র ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টে ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ চার বছরের ব্যাচেলার অফ টেকনলজি কোর্সে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করি। এরপর সিদ্ধান্ত নিই, প্রথমে ভারতে স্নাতক শেষ করব, কিছু কর্পোরেট অভিজ্ঞতা অর্জন করে আর্থিকভাবে প্রস্তুত হব, তারপর উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাব।

যুক্তরাষ্ট্রে মাস্টার অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট পড়ার সুযোগ পাই ডিউক ইউনিভার্সিটিতে এবং সেখানে মাস্টার্স সম্পন্ন করি। এরপর সিনিয়ার অ্যানালিটিক্স ও বিজনেস ইন্টেলিজেন্স সংক্রান্ত ভূমিকায় কাজ করেছি। আমার কর্মজীবনের মূল ধারা সবসময়ই ছিল জটিল ডেটাকে ব্যবহারযোগ্য ব্যবসায়িক অন্তর্দৃষ্টিতে রূপান্তর করা, রিপোর্টিং ও অ্যানালিটিক্স কাঠামো তৈরি করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকে আরও তথ্যনির্ভর করা। বর্তমানে এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, গবেষণা, পিয়ার রিভিউ এবং এআই-সহায়িত অ্যানালিটিক্সের কাজও যুক্ত হয়েছে।

❑ ***যারা এখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে বা পড়তে চায়, আগামীদিনে তাদের প্রস্তুতি কেমন হওয়া উচিত? কী কী বিষয় মাথায় রেখে এগোলে ভালো হয়?***

আগামীদিনের ইঞ্জিনিয়ারদের শুধু একটি নির্দিষ্ট সফটওয়্যার বা প্রোগ্রামিং ভাষা জানলেই চলবে না। প্রযুক্তি খুব দ্রুত বদলাচ্ছে, তাই মূল গুরুত্ব দিতে হবে সমস্যা বোঝা, যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করা এবং বাস্তব পরিস্থিতিতে প্রযুক্তিকে প্রয়োগ করার ক্ষমতার ওপর।

প্রযুক্তিগত দক্ষতার পাশাপাশি যোগাযোগ, উপস্থাপনা, দলগত কাজ, ব্যবসায়িক বোঝাপড়া এবং নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা গড়ে তোলা জরুরি। একজন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারকে বুঝতে হবে, সে যে প্রযুক্তি তৈরি করছে তা ব্যবহারকারীর কোন সমস্যা সমাধান করবে, প্রতিষ্ঠানের কী উপকার করবে এবং এর সামাজিক প্রভাব কী হতে পারে।

এআই এখন প্রায় সব ধরনের কাজের অংশ হয়ে উঠছে। তাই শিক্ষার্থীদের এআই-কে ভয় না পেয়ে একটি সহায়ক টুল হিসেবে ব্যবহার করা শেখা উচিত। তবে শুধু এআই থেকে উত্তর নেওয়া নয়- সেই উত্তর যাচাই করা, ভুল ধরতে পারা এবং নিজের বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। আমার মতে, ভবিষ্যতে সবচেয়ে সফল হবে সেই ইঞ্জিনিয়ার, যারা প্রযুক্তিগত গভীরতার সঙ্গে ব্যবসায়িক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি মিলিয়ে কাজ করতে পারবে।

❑ ***মুম্বইয়ে Accenture-এ কাজ করার অভিজ্ঞতা শেয়ার করবেন।***

মুম্বইয়ে Accenture-এ কাজ করাই ছিল আমার প্রথম বড় কর্পোরেট অভিজ্ঞতা। আমি eBay-র ইউরোপীয় ডেটাবেস মার্কেটিং টিমের জন্য কাজ করতাম। বিভিন্ন ইউরোপীয় বাজারে গ্রাহক ও ব্যবসায়িক অংশীদারদের উদ্দেশ্যে মার্কেটিং ক্যাম্পেন তৈরি, পরীক্ষা এবং চালু করার কাজে ডেটা ও ক্যাম্পেন ম্যানেজমেন্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করতাম। আন্তর্জাতিক টিমের সঙ্গে কাজ করার কারণে বিভিন্ন সময় অঞ্চল, বাজার এবং ব্যবসায়িক প্রয়োজন বুঝে সমন্বয় করার অভিজ্ঞতাও হয়।

❑ ***পৃথিবীর বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আপনি কর্মরত। ভবিষ্যতে পড়াশোনা ও কর্মজীবনের সেতুবন্ধনে আগামী প্রজন্মের ভাবনা কেমন হওয়া উচিত?***

আগামী প্রজন্মের, পড়াশোনা এবং কর্মজীবনকে দুটি আলাদা জগৎ হিসেবে দেখা উচিত নয়। ডিগ্রি অর্জন গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু শুধু পরীক্ষায় ভালো ফল করলেই কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয় না। শিক্ষার সময় থেকেই বাস্তব সমস্যা সমাধান, গবেষণা, ইন্টার্নশিপ, দলগত প্রকল্প, উপস্থাপনা এবং শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার।

আগামী প্রজন্মের, পড়াশোনা এবং কর্মজীবনকে দুটি আলাদা জগৎ হিসেবে দেখা উচিত নয়। ডিগ্রি অর্জন গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু শুধু পরীক্ষায় ভালো ফল করলেই কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয় না। শিক্ষার সময় থেকেই বাস্তব সমস্যা সমাধান, গবেষণা, ইন্টার্নশিপ, দলগত প্রকল্প, উপস্থাপনা এবং শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার।

আমার নিজের ক্ষেত্র ডেটা অ্যানালিটিক্সে শুধু SQL, Python বা ড্যাশবোর্ড তৈরি জানা যথেষ্ট নয়। কোন প্রশ্নটি করা উচিত, একটি সংখ্যার ব্যবসায়িক অর্থ কী, ডেটায় ভুল আছে কি না এবং ফলাফল কীভাবে একজন সিদ্ধান্তগ্রহণকারীর কাছে পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করতে হবে- এসব দক্ষতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষার্থীদের নিজেদের শুধু একটি নির্দিষ্ট চাকরির জন্য নয়, পরিবর্তনশীল কর্মজগতের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। প্রযুক্তি ও শিল্পক্ষেত্র বদলাবে, কিন্তু শেখার ক্ষমতা, অভিযোজন, কৌতূহল এবং পরিষ্কারভাবে চিন্তা করার দক্ষতা দীর্ঘমেয়াদে সবসময় মূল্যবান থাকবে।

❑ ***আপনার কাজ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কিত। এআই-এর যুগে সামগ্রিক পরিবর্তন সম্পর্কে আপনার ভাবনা ও অভিজ্ঞতা জানাবেন।***

এআই আমাদের কাজের ধরন বদলে দিচ্ছে- বিশেষ করে ডেটা বিশ্লেষণ, গবেষণা, রিপোর্টিং এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে। এটি অল্প সময়ে বিপুল তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে, পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ স্বয়ংক্রিয় করতে পারে এবং মানুষের সামনে এমন কিছু সম্ভাবনা তুলে ধরতে পারে, যা আগে খুঁজে বের করতে অনেক বেশি সময় লাগত।

তবে আমার গবেষণা, শিল্পক্ষেত্রের কাজ এবং পিয়ার রিভিউয়ের অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি, এআই-এর উত্তর সবসময় নির্ভুল নয়। এটি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভুল তথ্যও দিতে পারে, ডেটার প্রেক্ষাপট বুঝতে ব্যর্থ হতে পারে অথবা এমন সম্পর্ক দেখাতে পারে, যার বাস্তব অর্থ নেই। তাই মানুষের বিচারবুদ্ধি, নৈতিকতা, ডেটার মান যাচাই এবং ব্যবসায়িক প্রেক্ষাপট বোঝার ক্ষমতা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

আমি এআই-কে মানুষের বিকল্প হিসেবে দেখি না; বরং একটি শক্তিশালী সহযোগী হিসেবে দেখি। ভবিষ্যতে কাজ হারাবে কি না, শুধু সেই ভয় নিয়ে বসে না থেকে মানুষকে ভাবতে হবে- কীভাবে এআই ব্যবহার করে নিজের কাজকে আরও উন্নত করা যায়। যারা এআই ব্যবহার করতে জানবে, কিন্তু অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে না, তারাই সবচেয়ে এগিয়ে থাকবে।

❑ ***আজকের দিনে ডেটা অ্যানালিটিক্স ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ক্ষেত্রে ভারতের এবং বাংলার তরুণদের জন্য সবচেয়ে বড় সুযোগ কোথায়?***

ডেটা অ্যানালিটিক্স ও এআই এখন আর শুধু প্রযুক্তি সংস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ব্যাংকিং, স্বাস্থ্যসেবা, খুচরো ব্যবসা, উৎপাদন, শিক্ষা, কৃষি, পরিবহণ, বিপণন এবং সরকারি পরিষেবা- প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ডেটা ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। ফলে ভারতের এবং বাংলার তরুণদের জন্য সুযোগও দ্রুত বাড়ছে।

আজ দূরবর্তী কাজ, আন্তর্জাতিক গবেষণা, স্টার্টআপ এবং অনলাইন পেশাগত নেটওয়ার্কের কারণে ভৌগোলিক অবস্থান আগের মতো বড় বাধা নয়। শিলিগুড়ি বা বাংলার কোনও ছোট শহর থেকেও বিশ্বমানের দক্ষতা এবং কাজের নমুনা তৈরি করে আন্তর্জাতিক সুযোগ অর্জন করা সম্ভব।

ছোট্ট তারা

ইসলামপুর শহরের শান্তিনগর দক্ষিণপাড়ার বাসিন্দা সায়ন্তিকা সাহা পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। এই পড়ুয়া আবৃত্তি করার পাশাপাশি ক্যারাটেতেও বেশ পারদর্শী।

বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যাবেলা।। রবিবার শিলিগুড়িতে সূত্রধরের তোলা ছবি।

নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ

প্রাক্তন কাউন্সিলারের বাড়িতে ভাঙচুর

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২ অগাস্ট : ছ'বছরের এক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল বছর পঁয়তাল্লিশের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। শহরের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের এই ঘটনা জানাজানি হতেই ক্ষোভ ছড়িয়েছে স্থানীয় মহলে। অভিযুক্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ তুলে শনিবার গভীর রাতে ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার বিমান তপাদারের বাড়িতে হামলা, ডিম ও পাথর ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে বিজেপির যুব মোর্চার বিরুদ্ধে।

নাবালিকার পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত জয়দেব রায়ের মেয়ের কাছে টিউশন পড়ত ওই নাবালিকা। শুক্রবার দুপুরে সেখানে পড়তে গেলে শিক্ষিকা ও তাঁর মা বাড়িতে ছিলেন না। পরিবারের অভিযোগ, সেই সুযোগে বাড়িতে একা পেয়ে নাবালিকার ওপর যৌন নির্যাতন চালান জয়দেব। বিষয়টি কাউকে জানালে ফল ভালো হবে না বলে হুমকিও দেওয়া হয়। আতঙ্কে থাকা শিশুটি এই দিন রাতে বাড়িতে সবটা জানায়।

নির্যাতিতার বাবার দাবি, অভিযুক্তের মেয়ের কাছে তাঁর মেয়ে পড়তে যেত। শুক্রবার বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়েই অভিযুক্ত এই দুষ্কর্ম ঘটিয়েছেন। এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়েরের পর রবিবার মেয়ের শারীরিক পরীক্ষার জন্য শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে গেলে চিকিৎসক না থাকায় দীর্ঘক্ষণ ভোগান্তি হয় বলেও তাঁর অভিযোগ। পরে নাবালিকাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যদিও ভোগান্তির অভিযোগ অস্বীকার করে হাসপাতাল সুপার জানান, ১০ মিনিটের মধ্যেই চিকিৎসক

■ টিউশন পড়তে গিয়ে ছ'বছরের নাবালিকার ওপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ, পলাতক অভিযুক্ত

■ অভিযুক্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অভিযোগে প্রাক্তন কাউন্সিলার বিমান তপাদারের বাড়িতে হামলার অভিযোগ বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে

■ নির্যাতিতা শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, পলাতক অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ

চলে এসেছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ঘটনার পর অভিযুক্ত এলাকা ছেড়ে পালিয়েছেন। এলাকার বিজেপি কর্মীদের দাবি, অভিযুক্তকে আগে প্রাক্তন কাউন্সিলার বিমানের সঙ্গে ঘুরতে দেখা গিয়েছে। শনিবার রাতে সমাজমাধ্যমে যুব মোর্চার পরিচয়ে লাইভে এসে কয়েকজনের দাবি, অভিযুক্ত আগেও এমন কাজ করেছিলেন। কিন্তু প্রাক্তন কাউন্সিলার কোনও পদক্ষেপ করেননি। (যদিও ওই ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। এর জেরেই প্রাক্তন কাউন্সিলারের বাড়িতে ভাঙচুর চলে। এ নিয়ে বিমানের পালটা অভিযোগ, 'আমার বাড়িতে কেন হামলা হল আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। ওয়ার্ডে কী ঘটেছে সেই বিষয়টি নিয়েও আমি অবগত নই। শনিবার গভীর রাতে হঠাৎই আমার বাড়িতে হামলা চালায়। কোনও কথা না বলেই ডিম-পাথর ছুড়ে ভাঙচুর করে। কারা ছিল আমি সেটাও জানি না। কিছুক্ষণ বাদে চিৎকার করতে করতেই বেরিয়ে যায় ওই দলটি। এই বিষয়ে আমি থানায় অভিযোগ জানাব।'

এলাকার বিজেপির শক্তিকেন্দ্রের প্রমুখ প্রসেনজিৎ ভৌমিক বলেন, 'এর আগেও অভিযুক্ত এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছিলেন বলে এলাকায় অভিযোগ রয়েছে। অভিযুক্ত শিলিগুড়ির বাসিন্দা নন। তিনি ভাড়ায় থাকতেন।' তবে প্রাক্তন কাউন্সিলারের বাড়িতে হামলার বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না বলে দাবি করেন।

অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত ও অভিযুক্তের খোঁজ চালাচ্ছে এনজেপি থানার পুলিশ। অন্যদিকে, হামলাকারীদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সাড়া মেলেনি।

ডিপিএসের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

পড়ুয়াদের বিশেষ বার্তা অগ্নিমিত্রার

শিলিগুড়ি, ২ অগাস্ট : রাজনীতি মানেই আর গুন্ডামি বা চুরি করা নয়। পাঞ্জাবি-পায়জামা পরে পান চিবোতে চিবোতে হেঁটে যাওয়ার দিনও বদলেছে। এখন শিক্ষিত মানুষেরাও রাজনীতিতে আসছেন। ছাত্রছাত্রীরা বিদেশে গিয়ে পড়াশোনা করলেও, দেশে ফিরে দেশ গড়ার কাজে যুক্ত হোক। রবিবার শিলিগুড়ির দাগাপুরে দিল্লি পাবলিক স্কুলের 'লিগাসিও ৪.০' অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে নতুন প্রজন্মকে এমনই বার্তা দিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

এদিনের অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের সঙ্গে আলাপচারিতায় নিজের জীবনের নানা অজানা গল্প তুলে ধরেন মন্ত্রী। চিকিৎসক পরিবারের মেয়ে হয়েও ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছের বদলে মণীশ মালহোত্রার মতো নামী ফ্যাশন ডিজাইনার হওয়ার স্বপ্ন, সেলেব্রিটিদের পোশাক তৈরির অভিজ্ঞতার কথা এদিন শোনান তিনি। সেই স্বপ্ন ছেড়ে রাজনীতিতে কেন? মন্ত্রী জানান, সফল পেশার মাঝেও সমাজের জন্য কিছু করার তাগিদ থেকেই তাঁর রাজনীতিতে আসা। নিজের জীবনের এই ওঠাপড়ার উদাহরণ টেনে ছাত্রছাত্রীদের সবসময় জীবনে প্ল্যান-বি প্রস্তুত রাখার পরামর্শও দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে র‍্যাপিড ফায়ার পর্বে পড়ুয়ারা সরাসরি বিভিন্ন প্রশ্ন করে মন্ত্রীকে। অকপটে সব প্রশ্নের উত্তরও দেন তিনি। এরইমধ্যে এক পড়ুয়ার প্রশ্ন, আপনার জীবনী নিয়ে সিনেমা তৈরি হলে নাম কী হতে পারে? উত্তরে মন্ত্রীর সটান জবাব, 'অগ্নিপথ'। ফ্যাশন ডিজাইনিং এবং রাজনীতির মধ্যে কোনটি বেশি কঠিন? এই প্রশ্নের উত্তরে কোনও একটিকে বেছে না নিলেও, রাজনীতি যে ভীষণ কঠিন তা অকপটেই স্বীকার করে নিয়েছেন অগ্নিমিত্রা।

জেন জেড বা বর্তমান প্রজন্মের সঙ্গে আড্ডার ছলে তাদের একটি বিশেষ উপদেশও দেন মন্ত্রী। পড়ুয়াদের সতর্ক করে অগ্নিমিত্রা বলেন, 'কেউ যেন তোমাদের ব্যবহার করতে না পারে, সেটা তোমাদেরই খেয়াল রাখতে হবে। নিজের লক্ষ্যে সর্বদা স্থির থাকতে হবে।'

বিজেপির সিদ্ধান্তে বিতর্ক শহরে

নেতাদের নাগরিক পরিষেবার দায়িত্ব

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২ অগাস্ট : শিলিগুড়ি পুরনিগমে প্রশাসক বোর্ড দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই নাগরিক পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে এবার নাগরিক পরিষেবা সচল রাখার যুক্তি দিয়ে প্রতিটি ওয়ার্ডে দলীয় নেতাদের দায়িত্ব বণ্টন করার অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। যা নিয়ে শহরজুড়ে নয়া বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সরকারি পরিষেবা কোনও রাজনৈতিক দলের নেতারা কেন নিয়ন্ত্রণ করবেন? সে নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। তাছাড়া শাসকদলের নেতারা নাগরিক পরিষেবা দেখভাল করলে, বিরোধীরা কোনও পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হবে কি না, তা নিয়ে গুঞ্জন রয়েছে।

রবিবার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির ৪ এবং ৫ নম্বর মণ্ডলের নেতাদের নিয়ে একটি বৈঠক হয়। সেখানে দলের জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল এবং শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা মন্ত্রী শংকর ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। দলীয় সূত্রের খবর, বৈঠকে মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ওয়ার্ডগুলির দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। প্রতিটি ওয়ার্ডে ৫-৬ জনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে শংসাপত্র প্রদান, জঞ্জাল অপসারণ বা পানীয় জলের মতো পরিষেবা দেখার দায়িত্ব রয়েছে। আপাতত দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের নামের তালিকা তৈরি করে জেলা নেতৃত্বের কাছে পাঠানো হয়েছে। জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা সেই তালিকা চূড়ান্ত করে পুর প্রশাসকের

■ প্রতিটি ওয়ার্ডের নাগরিক পরিষেবা সচল রাখতে নেতাদের দায়িত্ব দিচ্ছে বিজেপি

■ প্রত্যেক ওয়ার্ডে পাঁচ-ছ'জনকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে

■ রবিবার এনিয়ে ৪ ও ৫ নম্বর মণ্ডলের নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন দলের জেলার নেতারা

কাছে পাঠিয়ে দেবেন বলে খবর।

বিষয়টি নিয়ে শহরের ২৫ থেকে ৩০ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত বিজেপির ৫ নম্বর মণ্ডলের সভানেত্রী দেবশ্রী ভট্টাচার্য বলেন, 'এখনও কিছু চূড়ান্ত হয়নি। জেলা নেতৃত্ব নাম পাঠাতে বলেছিল, আমরা পাঠিয়েছি। প্রশাসক বোর্ড বসায় প্রাক্তন কাউন্সিলারদের ক্ষমতা খর্ব হয়েছে। তাতে নাগরিক পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। আগামীদিনে আমাদের নেতাদের মাধ্যমেই ওয়ার্ডের পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা হবে।' অন্যদিকে, বিজেপির ৪ নম্বর মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ২২ নম্বর ওয়ার্ডের এক নেতা জানিয়েছেন, তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে জেলা নেতৃত্ব।

যদিও দলের অন্দরের এই খবরের কথা পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন বিধায়ক শংকর। তিনি বলছেন, 'সেরকম কোনও দায়িত্ব বণ্টন হয়নি। দলের আগামী কর্মসূচি নিয়েই কথা হয়েছে। নাগরিক পরিষেবা স্বাভাবিকভাবেই চলছে।'

পুর আধিকারিকদের একাংশও জানাচ্ছে, দলীয় নেতাদের দিয়ে সরকারি পরিষেবা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি আইনত করা যায় না। এ প্রসঙ্গে পুরসভার প্রাক্তন মেয়র তথা তৃণমূল নেতা গৌতম দেবের বক্তব্য, 'নিয়ম অনুযায়ী তাঁরা এটা করতে পারেন না। আপাতত কিছু বলতে চাইছি না। দেখি ওঁরা কী করে।' তবে পুর প্রশাসকের তরফেও এমন কোনও দায়িত্ব বণ্টনের কথা অস্বীকার করা হয়েছে। পাশাপাশি আধিকারিকদের দাবি, শহরের নাগরিক পরিষেবায় বর্তমানে কোনও সমস্যা নেই।

বাজারে 'আগুন' নিয়ন্ত্রণে টাস্ক ফোর্স

শিলিগুড়ি, ২ অগাস্ট : অগ্নিমূল্যের আনাজ বাজারে নাজেহাল ক্রেতারা। প্রতিটি জিনিসের দাম কার্যত ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। যা অজানা নয় মন্ত্রীদের। এমন পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের নির্দেশে দাম যাচাই এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে পথে নামল টাস্ক ফোর্স। রবিবার কয়েকটি জেলার সঙ্গে শিলিগুড়িতেও টাস্ক ফোর্সের অভিযান হল। এদিন কৃষি দপ্তর, কৃষি বিপণন দপ্তর, পুলিশ এবং অন্য কয়েকটি দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে অভিযান চলে। প্রথমে পাইকারি দাম জেনে নিয়ে তাঁরা খুচরো বাজারগুলির দর এবং পার্থক্য কতটা রয়েছে, তা জানার চেষ্টা করেন। কলকাতার বাজারের সঙ্গেও এই দামের পার্থক্য কতটা, তা জানারও চেষ্টা হয়েছে। মজুত সামগ্রীর খোঁজও করা হয়েছে। টাস্ক ফোর্সের তরফে ফারুক মহম্মদ চৌধুরী বলেন, 'হঠাৎ করে অভিযান হয়েছে। তবে পাইকারি দামের সঙ্গে খুচরো দামের পার্থক্য কম। ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। মজুত রেখে অভাব তৈরির চেষ্টা কি না, খোঁজ নেওয়া হয়েছে। তবে সেরকম অভিযোগ পাওয়া যায়নি।'

টাস্ক ফোর্সের সদস্য আধিকারিকরা এদিন প্রথমে শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজারে যান। রবিবার বাজার বন্ধ থাকায় কেনাবেচা চলছিল গাড়িতে। সেখান থেকেই পাইকারি দাম জেনে নিয়েছেন আধিকারিকরা। এরপর তাঁরা যান চম্পাসারি খুচরো বাজারে। পরে বাগরাকোট পাইকারি বাজার হয়ে দলটি পৌঁছায় বিধান মার্কেটে। প্রতিটি ক্ষেত্রে আধিকারিকরা পাইকারি এবং খুচরো দামের পার্থক্য দেখেছেন। তাতে কলকাতার বাজারগুলির থেকে শিলিগুড়িতে দাম কিছুটা কম বলে দাবি করা হয়েছে। কিছু দোকানে পাইকারি ও খুচরো দামের মধ্যে পার্থক্য কিছুটা বেশি থাকার বিষয়টি নজরে পড়েছে আধিকারিকদের। তাঁরা সেই দোকানগুলিকে আরও কম লাভ রেখে বিক্রি করার নির্দেশ দিয়েছেন।

টাউন স্টেশনের পাশে বাগরাকোট পাইকারি বাজারে লংকার দাম ছিল ৭০-৮০ টাকা কেজি। অথচ বিধান মার্কেটের খুচরা বাজারে লংকা ১২০-১৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। বিধান মার্কেটে ছিলেন সুমন দাস। তিনি বললেন, 'লংকার যে দাম, তাতে লংকা ছাড়াই সবজি রান্না করতে হবে দেখছি। টাস্ক ফোর্সকে আরও আগে বাজারে অভিযানে নামতে হত।' বিভিন্ন বাজারে এক মুঠো শাকের দাম গড়পড়তা ছিল ১০-২০ টাকা, প্রতি কেজি পটল ৬০-৮০, বেগুন ৮০-১০০, টমেটো ৭০-৮০, ঢ্যাঁড়শ ৮০ টাকা।

শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজারে পাইকারি ব্যবসায়ী বিপ্লব রায় জানান, বর্ষায় স্থানীয়ভাবে যে সবজি পাওয়া যায়, তা চাহিদার তুলনায় কম। ফলে অনেক সময় পাহাড় অথবা দূরের জেলাগুলি থেকে বাজারে সবজি আসে। এক্ষেত্রে পরিবহণ খরচ বেশি পড়ে যায়। ফলে দাম ওঠানামা করে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'পাইকারি দামের থেকে খুচরা বাজারে কে কতটা বেশি দামে বিক্রি করছেন, সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয়।' চম্পাসারি খুচরো বাজারের এক বিক্রেতা জানিয়েছেন, পাইকারি আনাজ কেনার পরে কিছু বাদ যায়। খুচরো বিক্রি করলে ওজনেও কিছুটা বেশি যায়। ফলে পাইকারি এবং খুচরো বাজারের দামের মধ্যে পার্থক্য থাকবেই।

পুলিশকর্মীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব দিবস

শিলিগুড়ি, ২ অগাস্ট : ঝড়, জল, রোদ উপেক্ষা করে দিনভর রাস্তায় দাঁড়িয়ে কর্তব্য পালন করেন যাঁরা, সেই ট্রাফিক পুলিশকর্মীদের হাতে ফ্রেন্ডশিপ ব্যান্ড পরিয়ে বন্ধুত্ব দিবস উদযাপন করলেন শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের ১৯৯৫ সালের ব্যাচের প্রাক্তনীরা। রবিবার শহরের মহাত্মা গান্ধি মোড়ে কেক কেটে দিনটি পালন করা হয়।

এদিন রাস্তায় কেক কাটার অনুষ্ঠান দেখে পথচলতি সাধারণ মানুষও উৎসাহ নিয়ে সেখানে জড়ো হন। এরপর কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশকর্মীদের হাতে ফ্রেন্ডশিপ ব্যান্ড পরিয়ে দেন প্রাক্তনীরা। পাশাপাশি উপস্থিত বাকিদেরও ফ্রেন্ডশিপ ব্যান্ড পরিয়ে ও কেক খাইয়ে দিনটি পালন করা হয়।

প্রাক্তনী দলের সদস্য দেবাশিস দে বলেন, 'সারাদিন ট্রাফিক পুলিশরা কাজ করে চলেন। ওঁরা আমাদের সামাজিক বন্ধু, আমাদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করেন। তাই তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে আরও উৎসাহিত করতে দিনটি উদযাপন করেছি।'

এই অনুষ্ঠানে মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজী সামসুদ্দিন আহমেদও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, 'ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা সবসময় দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। এই উদ্যোগ তাঁদের আরও অনুপ্রাণিত করবে।'

অন্যদিকে, বন্ধুত্ব দিবসে পুনর্মিলন উৎসবে শামিল শিলিগুড়ি নেতাজি বয়েজ হাইস্কুলের প্রাক্তনীরা। রবিবার ফাড়াবাড়ির একটি রিসর্টে স্কুলের ১৯৯১ থেকে '৯৩ ব্যাচের প্রাক্তনীরা একত্রিত হয়ে স্কুলের উন্নয়নে কী কাজ করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করেন। ২০২৮ সালে স্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবিলির প্রস্তুতিতে প্রাক্তনীরা কী ধরনের কর্মসূচি করবেন তা নিয়েও এদিন আলোচনা হয়।

রামকথা

ইসলামপুর, ২ অগাস্ট : ইসলামপুরে বালাজি মন্দিরে সাতদিনব্যাপী রামকথা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে রবিবার শহরে মঙ্গল কলসযাত্রা হয়। মন্দির থেকে শুরু করে বাস টার্মিনাস, চৌরঙ্গি মোড় সহ একাধিক জায়গা ঘুরে পুনরায় মন্দির প্রাঙ্গণে এসে যাত্রা শেষ হয়।

আজ শহরে

■ 'ফিলিংস'-এর উদ্যোগে আজ থেকে বার্ষিক চিত্র ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী। শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চের রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে। সন্ধ্যা ৬টায় উদ্বোধন। প্রদর্শনী ৭ অগাস্ট পর্যন্ত চলবে।

পরিস্রুত পানীয় জলের অপেক্ষা

জমিজটে থমকে আম্রুত-২ প্রকল্প

ইসলামপুর, ২ অগাস্ট : জমিজটে আটকে ৪০ কোটির আম্রুত-২ প্রকল্প। তিন বছর আগে ইসলামপুর পুরসভা এলাকায় এই প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া হলেও, এখনও পর্যন্ত একটি বাড়িতেও পৌঁছায়নি পরিস্রুত পানীয় জল। সূত্রের খবর, জায়গা নির্বাচনের পর ঠিকাদার সংস্থাকে জমি হস্তান্তর

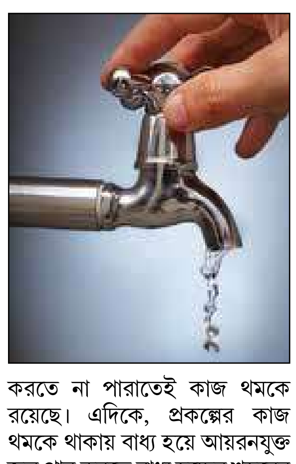

করতে না পারাতেই কাজ থমকে রয়েছে। এদিকে, প্রকল্পের কাজ থমকে থাকায় বাধ্য হয়ে আয়রনযুক্ত জল পান করতে বাধ্য হচ্ছেন শহরের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ।

পুরসভা সূত্রে খবর, ২০২৩ সালে শহরে আম্রুত-২ প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২০২৪ সালে প্রকল্পের ডিটেলস প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরির পর ৪০ কোটি টাকার কাজের বরাত পায় একটি ঠিকাদার সংস্থা। শুরুতে পাঁচটি ওয়াটার রিজার্ভার তৈরির কথা থাকলেও, পরে তা কমিয়ে তিনটি করার সিদ্ধান্ত হয়। ১, ১৩ এবং ৯ নম্বর ওয়ার্ডের রেগুলেটেড মার্কেটে এই রিজার্ভারগুলি তৈরির কথা ছিল। তিন বছরের মধ্যে সেই কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রাও নেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও পাম্প তৈরির জন্যেও জায়গা ঠিক করা হয়েছিল। তবে আজও পাম্প ও রিজার্ভার তৈরির জন্য নির্ধারিত জায়গার নথিপত্র ঠিকাদার সংস্থাকে হস্তান্তর করতে পারেনি পুরসভা। ফলে ওই সংস্থা কাজ শুরু করতে পারেনি বলে অভিযোগ।

আম্রুত-২ প্রকল্পের কাজ থমকে থাকায় শহরবাসী পরিস্রুত পানীয় জল পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রফিকুল ইসলামের কথায়, 'পানীয় জলের ভীষণ সমস্যা। আমাদের ওয়ার্ডের বেশিরভাগ টিউবওয়েলের জলে আয়রন। কোনও উপায় না পেয়ে সেই জলই পান করেছি।' ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রোহিত দাস বললেন, 'বাড়িতে জল না পৌঁছানোয়, কলের জল পান করা ছাড়া কোনও উপায় নেই।'

এদিকে, বিষয়টি নিয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়ালের বক্তব্য, 'এক দপ্তর থেকে অন্য দপ্তরে জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়ার কারণেই এই দেরি হয়েছে। তবে সম্প্রতি এ বিষয়ে একটি বৈঠক হয়েছে। আশা করছি, দ্রুত সমস্যা মিটে গিয়ে প্রকল্পের কাজ শুরু হবে।'

অন্যদিকে, ১২, ১৪, ১৫ ও ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের মতো কয়েকটি এলাকায় পিএইচই-এর পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকলেও তার অবস্থাও বেহাল। ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ঝর্ণা সরকার জানালেন, এলাকার জলের মূল পাইপগুলি দীর্ঘদিন ধরে ভাঙা। বাধ্য হয়ে ভাঙা লোহার পাইপের সঙ্গে প্লাস্টিকের পাইপ জুড়ে কোনওরকমে খাওয়ার জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে।

৩টি ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ২ অগাস্ট : গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে পরপর দুইবার অভিযান চালিয়ে তিনটি বালি-পাথরবোঝাই ট্র্যাক্টর আটক করেছে পুলিশ।

শনিবার রাতে ও রবিবার ভোরে ভক্তিনগর থানার পুলিশ তরিবাড়ি ও দীপনগর এলাকা থেকে বালি-পাথরবোঝাই ট্র্যাক্টরগুলি বাজেয়াপ্ত করে। ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার না হয়নি। তবে পুলিশ জানিয়েছে, ট্র্যাক্টর মালিকদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

শিলিগুড়ি, ২ অগাস্ট : দার্জিলিং জেলার কিশোর বাহিনীর তরফে সুকান্ত ভট্টাচার্যর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রবিবার বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে নাচ, গান, আবৃত্তি এবং আঁকা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। আয়োজকরা জানিয়েছেন, অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করে।

অবৈধ নার্সারি থেকে তোলাবাজি চলছেই

শিলিগুড়ি, ২ অগাস্ট : নৌকাঘাট এলাকার তৃতীয় মহানন্দা সেতুর নীচে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা নার্সারি ও যান মেরামত গ্যারাজ উচ্ছেদের দাবিতে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে (এসজেডিএ) চিঠি দিচ্ছে বিজেপির যুব মোর্চা। অভিযোগ, তৃণমূল সরকারের আমল থেকে শুরু হওয়া এই বেআইনি কারবার রাজনৈতিক পালাবদলের পরও সমানতালে চলছে এবং এর নেপথ্যে বর্তমান শাসকদলের একাংশের মদত রয়েছে।

তৃতীয় মহানন্দা সেতুর ওপর দাঁড়ালে যেমন দেখা যায় বালি-পাথর উত্তোলনের ছবি, তেমনই নজরে পড়ে নদীর চরে গড়ে ওঠা গ্যারাজ ও নার্সারি। কীভাবে নদীর চরে গ্যারাজ ও নার্সারি গড়ে উঠল, তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রশ্ন উঠছিল। কিন্তু তৃণমূলের আমলে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। গ্যারাজ, নার্সারি রয়েছে বিজেপির জমানাতেও। বিজেপির ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ৩ নম্বর যুব মোর্চা কমিটির সভাপতি শ্যামল বিশ্বশর্মা বলেন, 'কয়েকজন ওই নার্সারি ও গ্যারাজ থেকে টাকা তুলছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তৃণমূল আমলে যেভাবে টাকা উঠত, এখনও একইভাবে টাকা তোলা হচ্ছে বলে অভিযোগ পেয়েছি।' ক'দিন আগে এই চারাগাছের ব্যবসা বন্ধের দাবিতে যুব মোর্চার ৩ নম্বর মণ্ডল কমিটির এলাকায় বিক্ষোভ দেখিয়েছিল।

পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সদস্য অভিযান সাহা বলেন, 'নার্সারিগুলিতে গাছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। সেই রাসায়নিক জলে মিশে নদীর জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং মাছ মারা যাচ্ছে। বাস্তুতন্ত্রের জন্য উপকারী পোকাও এর জেরে মারা যাচ্ছে।' মহানন্দা বাঁচাও কমিটির অন্যতম সদস্য জ্যোৎস্না আগরওয়াল বলেন, 'দেখতে পাচ্ছি তৃতীয় মহানন্দা সেতুর নীচে গড়ে ওঠা অবৈধ দখলদারি এখনও সরানো হয়নি। নমামি গঙ্গে প্রকল্পের সঙ্গে যাতে মহানন্দা নদীকে যুক্ত করা যায়, আমরা সেই প্রস্তাব দিচ্ছি। মহানন্দা নদীর দূষণ রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার জন্য ইতিমধ্যে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ ও সাংসদ রাজু বিস্টকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে।'

ফ্যাশনে ফিরেছে ক্রোশেটের জাদু

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২ অগাস্ট : শীতের দুপুরে বাড়ির ছাদে বা বারান্দায় বসে উলকাটা হাতে মা-ঠাকুমাদের সোয়েটার, মাফলার বোনার দৃশ্য এক সময় হামেশা দেখা যেত। পুরোনো দিনের সেই নস্টালজিয়া আবার ফ্যাশন জগতে ফিরে এসেছে। জেন জেডদের হাত ধরে ক্রোশেট এখন বেশ ট্রেন্ডি। তবে শুধু জামাকাপড়ে নয়, হেয়ারব্যান্ড, মোবাইল কভার, হেয়ার ক্লিপ, বেল্টেও থাকছে ক্রোশেটের নিখুঁত কাজ। হাতে বোনা জিনিসের কদর আজও কমেনি। কলেজ ক্যাম্পাস থেকে শপিং মল সর্বত্রই চোখে পড়ছে তরুণীদের এই নতুন সাজ।

ফুল, ফল, আইসক্রিম, পশুপাখির নকশা করা বিভিন্ন ক্রোশেটের জিনিস দোকানে দেখা যাচ্ছে। অনেকে আবার অনলাইনে এই ক্রোশেটের জিনিস বিক্রি করে টাকা উপার্জন করছে। রবিবার গোর্খা হাটে গিয়ে চোখে পড়ে বিভিন্ন দোকানে এই জিনিস পাওয়া যাচ্ছে। অল্পবয়সিদের মধ্যে এগুলি কেনার ঝোঁক রয়েছে। বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে বেরিয়েছিল শহরের একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী হিয়া মজুমদার। গোর্খা হাটে ক্রোশেটের তৈরি সূর্যমুখী ফুল, স্ট্রবেরির মতো দেখতে হেয়ারক্লিপ দেখে হিয়া বলে, 'ক্রোশেটের এই ধরনের অ্যাকসেসরিস আমার খুব পছন্দ।' নিজের জন্য একটি হেয়ার ক্লিপ কেনে সে। পাশাপাশি ফ্রেন্ডশিপ ডে উপলক্ষ্যে বন্ধুদের জন্যও একটি করে ক্রোশেটের হেয়ার ক্লিপ কিনে নেয় হিয়া।

শিলিগুড়ি কলেজের চতুর্থ সিমেস্টারের ছাত্রী তিয়াসা সরকারের মতে, 'জন্মদিন বা ফ্রেন্ডশিপ ডে-তে বন্ধুদের ক্রোশেটের তৈরি বিভিন্ন জিনিস

উপহার হিসেবে দেওয়া যায়।'

ক্রোশেটের ব্যাগগুলিও বেশ জনপ্রিয়। কোনওটি দেখলে মনে হবে যেন ফুল ভর্তি একটি টব। আবার কোনওটি দেখতে গোলাপ ফুলের মতো। এছাড়া ক্রোশেটের চাবির রিংগুলি ব্যাগে ঝোলালে দেখতে বেশ সুন্দর লাগে।

হাতে তৈরি জিনিসের যেমন চাহিদা রয়েছে তেমনি দামও খুব একটা কম নয়। শ্রেষ্ঠ শ্রীলাল মার্কেটে ফ্যাশন অ্যাকসেসরিস বিক্রি করেন ধীমান পাল। তিনি বললেন, 'ক্রোশেটের কানের দুল, চুড়ি, বেল্ট, হেয়ারব্যান্ড সবকিছু রয়েছে। এগুলির দাম শুরু হচ্ছে একশো টাকা থেকে। জিনিসগুলো মূলত উলের তৈরি হলেও তার মধ্যে পুঁতি, জড়ি এসবও ব্যবহার করা হয়। যে কোনও পোশাকের সঙ্গে এগুলি পরলে বেশ স্টাইলিশ লাগে।'

ফ্যাশন জগতে হাতে তৈরি জিনিসের চাহিদা বাড়ায় খুশি হস্তশিল্পীরা। অনেকে বাড়ি বসে স্যোশাল মিডিয়া মারফত ক্রোশেটের এই জিনিস তৈরির অর্ডার পাচ্ছেন। গোর্খা হাটে স্টল দেন প্রধাননগরের বাসিন্দা অনুষ্কা প্রধান। তাঁর কথায়, 'সিনেমা থেকে ওয়েবসিরিজ সব জায়গায় এখন ক্রোশেটের জিনিস দেখা যায়। অনেকে প্রিয় অভিনেত্রীর মতো করে নিজেকে সাজিয়ে তুলতে চান। তাই কাস্টমাইজড জিনিসেরও অর্ডার পাচ্ছি।'

পৃথিবীর পাঠশালা

আলাস্কার ভাসমান জলপ্রপাত

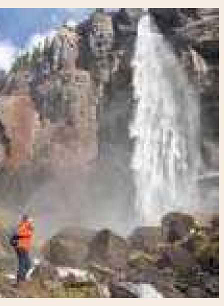

সমুদ্রের বুক চিরে কোনও জলপ্রপাত নীচের দিকে না নেমে যদি ওপরের দিকে উঠতে শুরু করে, তবে কেমন দেখাবে। আলাস্কার উপকূলে ঠিক এমন দৃশ্যই চোখে পড়ে। সমুদ্রের খাড়া পাহাড়ি খাদ থেকে যখন অতিরিক্ত গতিতে জলপ্রপাতের জল নীচে পড়তে যায়, তখন উপকূলের প্রবল ঝোড়ো হাওয়া সেই জলকে ওপরের দিকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন জলপ্রপাতটি অদ্ভুত এক জাদুতে উলটো দিকে বইছে।

আমেরিকার বিষাক্ত টিকটিকি

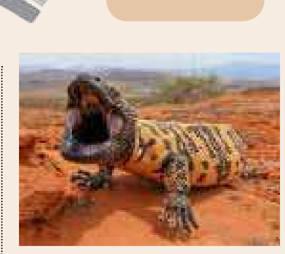

গিলা মনস্টার আমেরিকার একমাত্র বিষাক্ত টিকটিকি। এরা মরুভূমি অঞ্চলে বাস করে এবং এদের গায়ে কালো ও কমলা রঙের সুন্দর নকশা থাকে। এরা খুব ধীরগতির হলেও এদের কামড় সাপের মতোই বিষাক্ত। এরা সাপের মতো দাঁত দিয়ে বিষ ঢালে না, বরং শিকারকে শক্ত করে কামড়ে ধরে চিবাতে থাকে এবং চোয়াল থেকে বিষ শিকারের শরীরে প্রবেশ করায়। মানুষের জন্য এদের কামড় খুব যন্ত্রণাদায়ক হলেও সাধারণত প্রাণঘাতী হয় না।

সাগরের দানব ক্রাকেন

প্রাচীনকালের ইউরোপীয় নাবিকদের কাছে এক বিশাল অতিকায় সামুদ্রিক দানবের গল্প খুব জনপ্রিয় ছিল। তারা বলত, সাগরের নীচে ক্রাকেন নামের এক বিশাল অক্টোপাস বা স্কুইড বাস করে। এর শুঁড়গুলো এতই বড় যে তা দিয়ে আস্ত একটি জাহাজ পেঁচিয়ে সমুদ্রের অতলে টেনে নিয়ে যেতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এই লোককথার পেছনের আসল কারণ হল সমুদ্রের গভীরে থাকা অতিকায় স্কুইড, যা মাঝেমধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠে ভেসে উঠত।

চম্পাবতের ভয়ংকর বাঘিনী

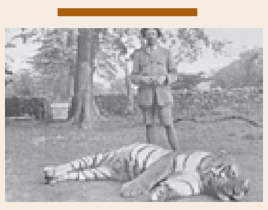

বিশ শতকের শুরুতে নেপাল এবং ভারতের কুমায়ুন অঞ্চলে এক বেঙ্গল টাইগার চরম ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। চম্পাবতের এই বাঘিনীটি আক্ষরিক অর্থেই মানুষখেকো হয়ে উঠেছিল এবং প্রায় চারশো ছত্রিশজন মানুষকে শিকার করেছিল। প্রাণীদের আক্রমণে এত বেশি মানুষের মৃত্যুর রেকর্ড গিনেস বুকেও রয়েছে। শেষ পর্যন্ত বিখ্যাত শিকারি জিম করবেট এই বাঘিনীটিকে গুলি করে মারেন এবং ওই এলাকার মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান।

রাস্তায় বালি

প্রথম পাতার পর

প্লাস্টিক ব্যবহার এবং রাস্তায় বালি, পাথর জমিয়ে রাখলে জরিমানা আদায়ে তিনি গুরুত্ব দেন। দার্জিলিং পাহাড়ের চারটি পুরসভায় জুলাই থেকেই এই প্রকল্প চালু হয়েছে। সেখানকার অগ্রগতি ও জরিমানা আদায়ের বিষয়ে জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, 'সেটা দেখা হয়নি। খোঁজ নিয়ে জানাতে পারব।' মন্ত্রী জানিয়েছেন, বড় বাজারগুলিতে ব্যাগের ভেন্ডার মেশিন বসানো হবে। ভুট্টা ও আনারস দিয়ে তৈরি বায়োডিগ্রেডেবল ব্যাগ এক টাকায় দেওয়া হবে। ফল, সবজি নেওয়ার জন্য ৫ থেকে ১০ টাকায় সুতির ব্যাগ দেওয়া হবে। প্লাস্টিকের বোতল ভেন্ডার মেশিনে দিলে তাতে একটি ব্যাগ পাওয়া যায়, তেমন মেশিনও বসানো হবে বলে তিনি জানান। স্বচ্ছ অ্যাপ ব্যবহারে মন্ত্রী নাগরিকদের সহযোগিতা চেয়েছেন। শিলিগুড়িকে আরও স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন রাখতে হাটবাজার, বাসস্ট্যান্ড ও মন্দিরের সামনের অংশ দিনে তিনবার ঝাড়ু দেওয়া হবে। এর জন্য পুরকর্মীরা বাড়তি মজুরি পাবেন।

কেন্দ্রের সহযোগিতায় হিমালয়ান হিল সিটি প্রকল্পের অধীনে শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াং ও মিরিকের যানজট কমাতে ট্রাফিক পুলিশের আধুনিকীকরণ, পানীয় জল সরবরাহ, জল জমার সমস্যা কাটানো এবং জঞ্জাল অপসারণ ব্যবস্থা উন্নত করা হবে বলেও মন্ত্রী জানিয়েছেন। 'স্মার্ট সিটির মতোই পরিষেবাগুলির উন্নয়ন হবে। শিলিগুড়ির যানজট কমাতে মাল্টিলেভেল গাড়ি পার্কিং তৈরি হবে।' তাঁর কথায়, 'শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়িতে ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের সঙ্গে মিলে কমার্শিয়াল কমপ্রেসড বায়োগ্যাস (সিবিজি) প্ল্যান্ট তৈরি হবে। এতে দৈনিক সংগ্রহ করা বর্জ্য দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ করা সম্ভব হবে।'

শিলিগুড়িতে নতুন পানীয় জলপ্রকল্প থেকে পাঁচটি গ্রামকে জল দেওয়া হবে। মিরিক লেক ও সংলগ্ন অঞ্চলও সুন্দরভাবে তৈরি করা হচ্ছে। সেখানে পাঁচটি সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (এসটিপি)-র কাজ দ্রুত শেষ হবে। দার্জিলিং শহরের পানীয় জলের সমস্যা দ্রুত মিটবে বলে পুরমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর দাবি, সিঞ্চল লেকের কাজ প্রায় শেষের পথে। লেকটি চালু হলে দার্জিলিংয়ের জলসমস্যা মিটবে।

বুকিং প্রক্রিয়া সহজ করতে চায় বন দপ্তর

পুজোয় খুলবে বনবাংলো

শুভদীপ শর্মা ও পূর্ণেন্দু সরকার

লাটাগুড়ি ও জলপাইগুড়ি, ২ অগাস্ট : পুজোর আগে উত্তরবঙ্গের বন পর্যটনকে ঢেলে সাজাতে একগুচ্ছ পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে বন দপ্তর। পুজোর মরশুমে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হতে পারে গরুমারা ও চাপড়ামারি বনবাংলো। নেওয়া হচ্ছে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা রামশাই রাইনো ক্যাম্প এবং মূর্তি ইকো কটেজ আবার চালুর উদ্যোগ। রয়েছে বৈকুণ্ঠপুরের বোদাগঞ্জ ইকো ফরেস্ট বাংলোর সংস্কার, গরুমারায় হাতি সাফারির জন্য কুনকি হাতির সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনাও। বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ জানিয়েছেন, পর্যায়ক্রমে উত্তরবঙ্গের সমস্ত বনবাংলোকে আধুনিক পরিকাঠামোয় গড়ে তুলে পর্যটকদের কাছে আরও সহজলভ্য এবং বন পর্যটনকে লাভজনক করে তোলাই বন দপ্তরের লক্ষ্য।

উত্তরবঙ্গে দুর্গাপুজো থেকে শীতের মরশুম পর্যন্ত বন পর্যটনের চাহিদা থাকে সবচেয়ে বেশি। গরুমারা, চাপড়ামারি, মূর্তি, লাটাগুড়ি, রামশাই ও বৈকুণ্ঠপুর সংলগ্ন বনবাংলো এবং ইকো কটেজে থাকার জন্য প্রতি বছরই পর্যটকদের ভিড় হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে একাধিক

গরুমারা বনবাংলো। (নীচে) রামশাই রাইনো ক্যাম্প।

বনবাংলো ও ইকো কটেজ বন্ধ থাকায় অনেক পর্যটককে বেসরকারি রিসর্টের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সরকারি পরিকাঠামোকে আরও সক্রিয় করে পর্যটকদের কাছে সহজলভ্য করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত সাধারণ পর্যটকরা চাইলেই গরুমারা ও চাপড়ামারি বনবাংলো বুকিং করতে পারতেন না। এবার সেই ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। পর্যটকদের জন্য বুকিং প্রক্রিয়া আরও সহজ ও স্বচ্ছ করা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখছে বন দপ্তর।

পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়নের অংশ হিসেবে বহু বছর ধরে বন্ধ থাকা মূর্তি ইকো কটেজ পুনরায় চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সৌরবিদ্যুতের মাধ্যমে কটেজটি চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। একইসঙ্গে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীন দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা রামশাই রাইনো ক্যাম্প ইকো কটেজ সংস্কারের জন্য পূর্ত দপ্তরের বিদ্যুৎ বিভাগের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। সেই কাজের জন্য অর্থবরাদ্দও এসেছে বলে জানিয়েছেন গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের আধিকারিক দ্বিজপ্রতিম সেন।

অন্যদিকে, বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের বোদাগঞ্জ ইকো ফরেস্ট বাংলোকেও নতুন করে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে নেওড়াভ্যালির চৌদ্দ ফেরি ইকো কটেজ আপাতত চালু করার পরিকল্পনা নেই। বন দপ্তরের মতে, নেওড়ার ভার্জিন বনাঞ্চলে পর্যটক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা থাকায় এখনই কটেজটি সংস্কার করা হচ্ছে না। প্রায় এক দশক আগে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল চৌদ্দ ফেরি কটেজ। পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে গরুমারায় হাতি সাফারিতেও জোর দিচ্ছে বন দপ্তর। বর্তমানে তিনটি কুনকি হাতির মাধ্যমে এলিফ্যান্ট সাফারি চালানো হয়। রাজ্য বন দপ্তর গঠিত মেডিকেল বোর্ডের অনুমতি মিললেই আরও একটি কুনকিকে সাফারিতে যুক্ত করা হবে। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন জানান, অনুমতি পাওয়া গেলে দুর্গাপুজোর আগেই হাতি সাফারিতে আরও একটি হাতি বাড়ানো সম্ভব হবে। পাশাপাশি মূর্তি ইকো কটেজ ও রামশাই রাইনো ক্যাম্প চালুর কাজও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে।

বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ জানান, শুধু কয়েকটি বনবাংলো নয়, পর্যায়ক্রমে উত্তরবঙ্গের সমস্ত বনবাংলোকে আধুনিক পরিকাঠামোয় গড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। গরুমারা ও চাপড়ামারি বনবাংলো যাতে পর্যটকরা সহজে পেতে পারেন সেই চিন্তাও চলছে। ইতিমধ্যেই কিছু প্রকল্পের টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পর্যটকদের থাকার সুবিধা বাড়ানোর পাশাপাশি বনবাংলোগুলিকে সারা বছর কার্যকর ও লাভজনক করে তোলাই বন দপ্তরের মূল লক্ষ্য।

নিহত ১৩

ইসলামাবাদ, ২ অগাস্ট : পাক অধিকৃত কাশ্মীরে উত্তাল পরিস্থিতির মধ্যেই খাইবার-পাখতুনখোয়া প্রদেশে শান্তি মিছিলে আত্মঘাতী বোমা হামলায় মৃত অন্তত ১৩ জন। রবিবারের এই ঘটনায় গুরুতর আহত আরও ২২ জন পাক নাগরিক। ঘটনার সময়কার একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে (যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)।

টাকার বান্ডিল

প্রথম পাতার পর

যদিও উদ্ধার হওয়া টাকার পরিমাণ নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের তরফে এখনও কোনও মন্তব্য করা হয়নি। পুলিশ গত ৫ জুলাই দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুর থানার মেহেন্দ্রিপাড়ায় কাফ সিরাপ সহ চারজনকে আটক করে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদেই পুরাতন মালদার ওষুধ ব্যবসায়ী পিন্টুর নাম উঠে আসে। তিনি পুরাতন মালদা পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের নবাবগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা। সেখানেই তাঁর ওষুধের দোকান রয়েছে। এদিন সন্ধ্যায় দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা জেলা পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালায়। পিন্টুকে আটক করে তাঁর ভাড়ার ফ্ল্যাটে নিয়ে যাওয়া হয়। তল্লাশিতে আলমারিতে সাজানো থরে থরে ৫০০ টাকার বান্ডিল উদ্ধার হয়। পুলিশের সামনেই পিন্টু টাকার বান্ডিলগুলি বার করে দেন। পুলিশ ওই ফ্ল্যাটেই টাকা গোনার কাজ শুরু করে। সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সেই প্রক্রিয়া চলে। মালদা থানার পুলিশ সূত্রে খবর, টাকা গোনার জন্য তিনটি কাউন্টিং মেশিন আনা হয়েছে। পুরাতন মালদায় পিন্টুর আরও একটি গোডাউন রয়েছে। সেখানেও পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। ফ্ল্যাটে তল্লাশি শেষ হলে গোডাউনেও অভিযান চালানো হতে পারে।

পিন্টু কিছুদিন আগেই থাকার জন্য ওই ফ্ল্যাটটি ভাড়া নিয়েছিলেন। আড়ালে এমন বেআইনি কার্যকলাপ চলছিল তা জানা ছিল না বলে আবাসনের বাসিন্দা হারাধন সাহা জানান। জেলা বা স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে ওই ওষুধ ব্যবসায়ীর কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না তা তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন। পাশাপাশি এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মনোক্রোটোফস ব্যবহার না করার অনুরোধ

সাংসদের হস্তক্ষেপে চা শিল্পে জট কাটল

নাগরাকাটা, ২ অগাস্ট : জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়ের হস্তক্ষেপে অবশেষে উত্তরবঙ্গের চা শিল্পে জটিলতা কাটল। রবিবার সাংসদের উপস্থিতিতে শিলিগুড়িতে বটলিফ ফ্যাক্টরির সংগঠন ও উত্তরের ক্ষুদ্র চা চাষিদের সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের বৈঠক হয়। সেখানে ঠিক হয়েছে, সোমবার থেকে বটলিফ ফ্যাক্টরি ফের ক্ষুদ্র চা চাষিদের কাঁচা পাতা কিনবে। আগামী সোমবার থেকে বন্ধ বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলিও চালু হবে। বৈঠক শেষে সাংসদ বলেন, 'যে নিষিদ্ধ রাসায়নিকের ইস্যুতে সমস্যা, তা যাতে ক্ষুদ্র চা চাষিরা কোনওভাবেই ব্যবহার না করেন – এই অনুরোধ রাখা হচ্ছে। মনে রাখতে হবে স্বাস্থ্যবান্ধব ও উচ্চগুণগত মানের উৎপাদনই আগামীদিনে এই শিল্পকে নতুন দিশা দেখাবে।'

বৈঠকে ঠিক হয়, ক্ষুদ্র চা চাষিদের সমস্ত সংগঠন বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলিকে একটি ঘোষণাপত্র দেবে। তাতে আগামী ৬ মাসের মধ্যে নিষিদ্ধ রাসায়নিকের ব্যবহার অনেকটাই কমিয়ে আনার অঙ্গীকার থাকবে। পাশাপাশি সমস্ত কিছুর ওপর নজরদারি চালানোর জন্য সাংসদ একটি টাস্ক ফোর্স তৈরি করে দেবেন। ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'অত্যন্ত সংকটের আবহ তৈরি হয়েছিল। তা থেকে যে বের হওয়া সম্ভব হয়েছে, এটাই বড় ব্যাপার। সাংসদ সহ রাজ্য সরকারের প্রয়াস সাধুবাদযোগ্য।'

বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির সংগঠন নর্থ বেঙ্গল টি প্রোডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান সঞ্জয় ধানোটির বক্তব্য, 'আমাদের কিছু বক্তব্য সাংসদকে জানানো হয়েছে। ২০২৪-এর ৪ মার্চ ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এফএসএসএআই)-র পক্ষ থেকে চা বাগানের জন্য ৬টি রাসায়নিক পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল স্বীকৃত ল্যাবরেটরিগুলিকে। যদিও ওই সমস্ত রাসায়নিকের কোনওটিই চা শিল্পে নিষিদ্ধ নয়। এর মধ্যে দুটি টি বোর্ড অনুমোদিত। আপাতত যাতে এফএসএসএআই ওই নির্দেশ স্থগিত রাখে এমন কথা জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডাকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সাংসদ নিজেও বিষয়টি দেখবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন। সোমবার থেকে আমরা কাঁচা পাতা কিনছি।'

চায়ে মনোক্রোটোফস নামে একটি নিষিদ্ধ রাসায়নিকের অস্তিত্ব মেলায় উত্তরের চা শিল্পে টালমাটাল পরিস্থিতি তৈরি হয়। একাধিক বহুজাতিক সংস্থা ও প্যাকেটাররা জানিয়ে দেন, এমনটা চলতে থাকলে বটলিফের চা আর তাঁরা কিনবেন না। এদিকে, বটলিফ ফ্যাক্টরি যাদের থেকে কাঁচা পাতা কিনে চা তৈরি করে অর্থাৎ ক্ষুদ্র চা চাষিদের বিরুদ্ধে তারা নিষিদ্ধ রাসায়নিক ব্যবহারের অভিযোগ তুলে সরব হয়। কাঁচা পাতায় নিষিদ্ধ রাসায়নিক নেই, এই মর্মে ল্যাবরেটরির শংসাপত্র দিলে তবেই তারা কাঁচা পাতা কিনবে বলে ফরমান জারি করে বটলিফ ফ্যাক্টরি। এর ফলে গত সোমবার থেকে কাঁচা পাতা কেনাবেচা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। সাংসদ জয়ন্ত রায় শনিবার সমস্ত পক্ষকে নিয়ে জলপাইগুড়ির আইটিপিএ হলে একটি বৈঠক করেন।

এদিন শিলিগুড়িতে বটলিফ ও ক্ষুদ্র চা চাষিদের প্রতিনিধিদের নিয়ে আরও একটি বৈঠক করেন তিনি। বেরিয়ে আসে সমাধানসূত্র। ক্ষুদ্র চা চাষিরা যাতে মনোক্রোটোফস ব্যবহার না করেন, এনিয়ে তাঁদের সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে প্রচার শুরু হয়েছে।

ক্ষুদ্র চা চাষি ও বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাংসদ জয়ন্ত রায়।

তদন্ত কমিটি

প্রথম পাতার পর

দিলীপ বর্মনও মেয়র এবং ডেপুটি মেয়রকে 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই' বলে কটাক্ষ করেছিলেন। ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে গিয়ে পুরকর্মীরা ফিরে আসায় দিলীপ ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি তোপ দাগেন। রঞ্জনের এক ফোনেই পুরকর্মীরা অবৈধ নির্মাণ না ভেঙে ফিরে এসেছেন বলে তিনি দাবি করেছিলেন। গোটা শহরে মেয়রের মদতে ডেপুটি মেয়র প্রচুর বেআইনি নির্মাণে মদত দিয়েছেন বলেও দিলীপের দাবি ছিল।

বোর্ডে থাকাকালীন গৌতম দেব বেশ কিছু বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। পাশাপাশি তাঁরই বোর্ডের কেউ কেউ এসব নির্মাণের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার খবর পেয়ে কিছু ক্ষেত্রে তিনি ব্যবস্থা নিতে পারেননি বলেও অভিযোগ রয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে রণে ভঙ্গ দিতে হয়।

রাজ্যে পালাবদলের পর শিলিগুড়িতে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে একের পর এক অভিযোগ উঠতে শুরু করে। শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা মন্ত্রী শংকর ঘোষ এবং দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টও বেআইনি নির্মাণে মদতদাতাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থার ইঙ্গিত দিয়েছেন। পরিস্থিতির চাপে মেয়র ইস্তফা দেন। পরে রাজ্য সরকার প্রশাসক বসায়।

সূত্রের খবর, রবিবার পুরনিগমে প্রশাসনিক বৈঠকেও মন্ত্রী শহরের বেআইনি নির্মাণ নিয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। তার পরেই বেআইনি নির্মাণগুলি খতিয়ে দেখে রিপোর্ট তৈরির জন্য তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন। পরে মন্ত্রী বলেন, 'শহরে প্রচুর বেআইনি বহুতল হয়েছে। এগুলি নিয়ে তদন্ত করার জন্য পুর কমিশনারকে বলেছি। যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসবে, ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি বেআইনি নির্মাণকারীদেরও বিরাট অঙ্কের জরিমানা করা হবে।' রাজ্যের প্রাক্তন পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য অবশ্য বলেন, 'সরকার হওয়ার পর থেকে তো প্রচুর তদন্ত কমিটি হল। একটি ক্ষেত্রেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি ভেঙেছে? সবটাই সেটিং হয়ে যাচ্ছে।'

ধর্ষণ থেকে

প্রথম পাতার পর

কিন্তু সেই 'শক' এখনও তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। বরং শুরু হয়েছে নতুন লড়াই। পরিবারের আর কেউ এগিয়ে না আসায় তরুণী একা হয়ে পড়েছেন। তাঁর নিরাপত্তা নিয়েও এলাকায় আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

অত্যাচারের কথা শুনে এগিয়ে আসা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য অরুণ দাস বলেন, 'দেবীডাঙ্গায় এক সমাজসেবীর হোমে মেয়েটার থাকার ব্যবস্থা করি। ওখানে মূলত পাচারের সময় উদ্ধার হওয়া মেয়েদেরই রাখা হয়। তবুও অনুরোধ করে থাকার ব্যবস্থা করেছিলাম।' কিন্তু সেখানেও স্থায়ী আশ্রয় মেলেনি। শারীরিক সমস্যা দেখা দেওয়ায় তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিস্থিতির অবনতি হলে সংগঠনের তরফে গতমাসের ৪ তারিখ চেকপোস্ট সংলগ্ন একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। ১৪ তারিখ ডিসচার্জ হয়ে যায়। কিন্তু তারপর? অরুণ বলেন, 'নার্সিংহোমে এক লক্ষ টাকা বিল হয়েছে। পঞ্চাশ হাজার টাকা আমরা দিতে পেরেছি। বাকি টাকা মেটানোর জন্য বিভিন্ন জায়গায় সহযোগিতার জন্য চিঠি লেখা হচ্ছে।'

তবে টাকার থেকেও বড় প্রশ্ন, ওই তরুণীকে এখন কোথায় রাখা হবে? ওই হোমে মূলত পাচার থেকে উদ্ধার হওয়া তরুণীদের রাখা হয়। তার উপর ট্রমাটাইজড থাকায় তরুণীর আচরণেও কিছুটা অস্বাভাবিকতা রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ভক্তিনগর থানার পুলিশও বিব্রত। পুলিশের এক কর্তা বলেন, 'নার্সিংহোম থেকেও আমাদের কাছে এ বিষয়ে ইন্টিমেশন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ওই তরুণীকে রাখার মতন কোনও হোম উত্তরবঙ্গে নেই। আমরা এব্যাপারে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতের জিআরও-র সঙ্গে কথা বলব। ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির সহযোগিতা নেওয়ার চেষ্টা করব। যাতে ওই মেয়েটির কোথাও ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়।' অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি মিলেছে। কিন্তু নিরাপদ আশ্রয় এখনও অধরা। ওই তরুণীর কপালে আরও কত দুর্ভোগ অপেক্ষা করছে তা এখনও কারও জানা নেই।

রঙিন জীবনের

প্রথম পাতার পর

পরিকল্পনা ছিল, সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে তাঁকে নির্দিষ্ট জায়গায় ডেকে অপহরণ করা এবং মন্ত্রীর পরিবার থেকে মোটা টাকা আদায় ও ব্ল্যাকমেল করা।

এমনকি এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও একাধিক ভিভিআইপি'র গতিবিধির ওপর নজরদারি চালাতেও অর্পিতাকে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় চরের মতো পাঠাত হামিম। জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগাম হামলা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি, সবকিছুর ব্লু-প্রিন্ট মিলছিল ধৃতদের চ্যাট থেকে। দুবাইয়ে ডেকে তাঁদের অস্ত্র সরবরাহ ও সরাসরি বৈঠকের অফারও দিয়েছিল হ্যান্ডলাররা, যদিও পাসপোর্টের অভাবে তা ভেস্তে যায়।

অবশেষে শুক্রবার রাতে বর্ধমানের অভিজাত আবাসন থেকে হামিমকে গ্রেপ্তারের পর তার ডিজিটাল ট্রেইল ধরে ঝাড়খণ্ডের বারহারওয়া থেকে পাকড়াও করা হয় অর্পিতাকে। বাজেয়াপ্ত করা হয় দুটি মোবাইল ও সিম কার্ড। আদালতের নির্দেশে ১৩ দিনের এসটিএফ হেপাজতে থাকা অর্পিতার গ্ল্যামারাস জীবনের পর্দা উঠতেই এখন স্পষ্ট, বাইকের গতি আর মডেলিংয়ের পেছনে লুকিয়ে ছিল এক মারাত্মক জঙ্গি চক্রান্তের জাল।

নগরবন হবে বৈকুণ্ঠপুরে

প্রথম পাতার পর

কিন্তু বাস্তবের মুখ দেখার আগেই প্রকল্পটিতে আঁধার নেমে আসে। ফলে সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতি নিয়ে আক্ষেপ রয়েছে এ অঞ্চলে। নতুন সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে সেই আক্ষেপ এবার ঘুচে যাবে।

জঙ্গল ও নদীর শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে খোলা আকাশের নীচে ধ্যান ও যোগাসনের জন্য তৈরি হবে এক অপূর্ব নিরিবিলি ঠিকানা। পাশাপাশি, পরিবেশ সুরক্ষা, বন্যপ্রাণী ও উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চল সম্পর্কে পর্যটক ও শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে তৈরি হবে একটি বিশেষ ইনফরমেশন সেন্টার ও ইকো-জোন।

ইট, বালি, আর পাথরে গড়ে ওঠা শিলিগুড়ির মতো একটি ব্যস্ত শহরের বুকে এমন একটি মেগা ইকো-প্রকল্প যে আক্ষরিক অর্থেই শহরের 'সবুজ ফুসফুস' হয়ে উঠবে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রবল উৎসাহ তৈরি হয়েছে। শিলিগুড়ি পুরনিগম সংলগ্ন বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের সাহু নদীর ধার ঘেঁষে শালুগাড়া রেঞ্জ এলাকায় গড়ে উঠতে চলা এই বিশাল এলাকাটি রবিবার সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন বনমন্ত্রী, পর্যটনমন্ত্রী। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। প্রাকৃতিক ভারসাম্য ১০০ শতাংশ বজায় রেখে এবং পরিবেশের বা বন্যপ্রাণের বিন্দুমাত্র ক্ষতি না করে এই প্রকল্প গড়ে তোলার কড়া বার্তা দিয়েছেন মন্ত্রীরা।

সহজ কথায় বলতে গেলে, 'নগরবন' হল শহরের কোল ঘেঁষে বা শহরের ভেতরেই বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষিত ও গড়ে তোলা এক টুকরো প্রাকৃতিকভাবে সমৃদ্ধ জঙ্গল। দ্রুত নগরায়ণ ও মাত্রাতিরিক্ত দূষণের এই যুগে শহরের বাতাসকে বিশুদ্ধ রাখা, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করা এবং শহরের বাসিন্দাদের প্রতিদিনের ইঁদুরদৌড় থেকে বের করে প্রকৃতির কাছাকাছি আনার উদ্দেশ্যে এই ধারণার উদ্ভব। এটি নিছক কোনও বিনোদন পার্ক নয়, বরং একটি জীবন্ত ইকো-সিস্টেম।

ভারতে মহারাষ্ট্র, রাজস্থান বা গুজরাটের মতো রাজ্যে এমন নগরবনের সফল অস্তিত্ব থাকলেও, শিলিগুড়ির এই প্রকল্পটি আয়তনে ও বৈচিত্র্যে দেশের সর্ববৃহৎ হতে চলেছে। বারবিশাতেও ২১ হেক্টর জমিতে আরও একটি নগরবন গড়ে উঠবে। এতে একদিকে যেমন পরিবেশ সুরক্ষিত থাকবে, অন্যদিকে স্থানীয় অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানে ব্যাপক জোয়ার আসবে।

তবে নতুন এই স্বপ্নের মাঝেই উঁকি দিচ্ছে গজলডোবার 'ভোরের আলো' প্রকল্পের করুণ পরিণতি। যে জঙ্গল ও প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে ওই ইকো-প্রকল্প গড়ে ওঠার কথা ছিল, সেই বনাঞ্চল ঘিরেই এখন ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য অবৈধ রিসর্ট। বন্য পরিবেশের দফারফা করে সেখানে এখন রীতিমতো কংক্রিটের জঙ্গল।

নগরবনের মতো বৃহৎ ইকো-প্রকল্প তৈরি হলে আশপাশের এলাকায় দখলদারি বৃদ্ধির সেই প্রবল আশঙ্কা থেকেই যায়। শালুগাড়ার ওই জঙ্গলেও দীর্ঘদিন ধরে দখলদারদের রমরমা কারবার রয়েছে। সম্প্রতি দুই-একটি দখল উচ্ছেদ করা হয়েছে বলে বন দপ্তরের দাবি। কিন্তু মোটের উপর অবৈধ নির্মাণ চিরতরে বন্ধ করার মতো কোনও কড়া ব্যবস্থা এখনও চোখে পড়ছে না। এলাকাটিতে বুনো হাতির দলের আনাগোনাও রয়েছে। বনমন্ত্রী যদিও করিডরকে সম্পূর্ণ অবিকৃত রাখার আশ্বাস দিয়েছেন, তবুও পরিবেশপ্রেমী সংস্থা ন্যাফ-এর কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসুর কথায় আশঙ্কার সুর স্পষ্ট। তাঁর কথায়, 'উন্নয়ন নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু সেই উন্নয়নের আড়ালে যেন বনাঞ্চলে কংক্রিটের জঙ্গল বৃদ্ধি না পায়। সবুজকে বাঁচিয়ে রাখাই জঙ্গলের প্রধান উন্নয়ন হওয়া উচিত।'

শিলিগুড়িবাসীর এখন একটাই চাওয়া, ভোরের আলোর মতো দখলদারির অন্ধকারে যেন হারিয়ে না যায় এই নগরবন।

ধ্বংসের মুখে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পাতার পর

আরও হতাশাজনক, সমাজেরও যেন কোনও হেলদোল নেই।

কিন্তু সংকট শুধু উপাচার্য না থাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী রেজিস্ট্রার নেই। অতিরিক্ত দায়িত্বের ভারে একের পর এক শিক্ষক সেই পদ সামলাচ্ছেন, আবার দায়িত্ব ছেড়ে দিচ্ছেন। যেন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন 'মিউজিক্যাল চেয়ার'-এর খেলায় পরিণত হয়েছে। ২০১৭ সালের এপ্রিল থেকে ফিন্যান্স অফিসারের পদ শূন্য। ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে নেই ইনস্পেকটর অফ কলেজেস। একই বছরের ডিসেম্বর থেকে ফাঁকা কন্ট্রোলার অফ এগজামিনেশনের চেয়ার। ২০২২ সাল থেকে শূন্য এস্টেট অফিসারের পদ। দীর্ঘদিন ধরে নেই নিরাপত্তা আধিকারিকও। অর্থাৎ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামোর প্রায় সমস্ত প্রধান স্তম্ভই ভেঙে পড়েছে। এমন পরিস্থিতিকে কি সুস্থ প্রশাসন বলা যায়?

বিশ্ববিদ্যালয় আইন স্পষ্টভাবে বলছে, উপাচার্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও অ্যাকাডেমিক প্রধান। তাঁর সভাপতিত্বেই কোর্ট, এগজিকিউটিভ কাউন্সিল, অর্থ কমিটি, লাইব্রেরি কমিটি, ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল, বোর্ড অফ স্টাডিজ সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্তৃপক্ষ কাজ করে। কিন্তু যখন উপাচার্যই নেই, তখন এই বৈঠকগুলি কীভাবে হচ্ছে? কীভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে? সেই সিদ্ধান্তের আইনগত ভিত্তি কোথায়? যদি ভবিষ্যতের কোনও উপাচার্যের অনুমোদনের অপেক্ষায় আজকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তবে সেই প্রশাসনের বিশ্বাসযোগ্যতা কতখানি? এই প্রশ্নগুলির উত্তর আজও অমীমাংসিত।

২০১৭ সালের আইন দেখিয়ে রাজ্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন চালিয়ে যাওয়ার পথ বেছে নিয়েছে। কিন্তু সেই আইনের আওতায় যাঁরা প্রতিদিন দায়িত্ব পালন করছেন, তাঁদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় আইনে রেজিস্ট্রার বা অন্যান্য আধিকারিকের দায়িত্বের কথা রয়েছে, কিন্তু উপাচার্যের অনুপস্থিতিতে তাঁদের স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার স্পষ্ট উল্লেখ নেই। ফলে গোটা প্রশাসন অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। উচ্চশিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এই অনিশ্চয়তা কোনওভাবেই কাম্য হতে পারে না।

আরও বড় প্রশ্ন হল, এই অবস্থা শুধু উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই কেন? রাজ্য তথা উত্তরবঙ্গের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য রয়েছেন। প্রয়োজনে তাঁদের মধ্যেই কাউকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া যেত। দেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন নজির রয়েছে। তাহলে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সেই উদ্যোগ নেওয়া হল না কেন? এর উত্তর রাজ্য সরকারের কাছেই থাকা উচিত। কারণ, একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে বছরের পর বছর কার্যত অভিভাবকহীন অবস্থায় ফেলে রেখে পঙ্গু করে দেওয়া, প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়, এটি রাজনৈতিক উদাসীনতারও পরিচয়।

তবে দায় কেবল সরকারের নয়। দায় সমাজেরও। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে উত্তরবঙ্গের লক্ষ লক্ষ মানুষের স্মৃতি। এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, বিচারক, অধ্যাপক, প্রশাসক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক- অসংখ্য কৃতী মানুষ। এই বিশ্ববিদ্যালয় উত্তরবঙ্গের বহু পরিবারের প্রথম প্রজন্মকে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখিয়েছে। সেই বিশ্ববিদ্যালয় আজ সংকটে, অথচ কোথায় প্রাক্তনীদের প্রতিবাদ? কোথায় শিক্ষকদের সম্মিলিত কণ্ঠ? কোথায় ছাত্রসমাজের গণ আন্দোলন? কোথায় বুদ্ধিজীবী সমাজের বিবেক? এই নীরবতা শুধু হতাশাজনক নয়, উদ্বেগজনকও।

একটি বিশ্ববিদ্যালয় শুধু ডিগ্রি দেওয়ার কারখানা নয়। এটি একটি সমাজের চিন্তার কেন্দ্র, গবেষণার ভিত্তি, সংস্কৃতির ধারক এবং ভবিষ্যতের নির্মাতা। বিশ্ববিদ্যালয় দুর্বল হলে গোটা অঞ্চলের বৌদ্ধিক শক্তি দুর্বল হয়। গবেষণা থেমে যায়, মেধাবী শিক্ষক আসতে চান না, ছাত্রছাত্রীরা অন্যত্র চলে যায়। ধীরে ধীরে একটি প্রতিষ্ঠান তার ঐতিহ্য, বিশ্বাসযোগ্যতা ও মর্যাদা হারাতে শুরু করে। এই ক্ষয় বাইরে থেকে চোখে পড়ে না, কিন্তু একসময় তার মূল্য দিতে হয় পুরো সমাজকেই।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় একদিন উত্তরবঙ্গের উচ্চশিক্ষার প্রদীপ জ্বালিয়েছিল। সেই আলোয় আলোকিত হয়েছিল পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্স, সীমান্তের অসংখ্য গ্রাম। আজ সেই প্রদীপের শিখা টিমটিম করছে। সবচেয়ে কষ্টের কথা, এই আলো নিভে যাওয়ার আশঙ্কা নিয়েও সমাজের বড় অংশ নির্বিকার।

এখনও সময় ফুরিয়ে যায়নি। অবিলম্বে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করে, শূন্য প্রশাসনিক পদগুলি পূরণ করে বিশ্ববিদ্যালয়কে সচল করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও মর্যাদাকে সম্মান জানিয়ে প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্গঠন করাটা এখনই জরুরি। এটি কোনও রাজনৈতিক দাবি নয়, এটি উত্তরবঙ্গের মানুষের অধিকার এবং আগামী প্রজন্মের প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্যই জরুরি।

ইতিহাস একদিন প্রশ্ন করবে- উত্তরবঙ্গের সবথেকে পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয় যখন দীর্ঘদিন ধরে অভিভাবকহীন হয়ে ধুঁকছিল, তখন সরকার কী করেছিল? বিরোধীরা কী করেছিল? শিক্ষক সমাজ কী করেছিল? প্রাক্তনীরা কোথায় ছিলেন? আর আমরা, উত্তরবঙ্গের মানুষ, কী করেছিলাম?

সেই প্রশ্নের উত্তর যেন আগামী প্রজন্মের কাছে আমাদের লজ্জিত না করে।

বিপত্তি ইনজেকশনে, জল জমছে হাঁটুতে

শ্রীলঙ্কা সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন বুমরাহ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ অগাস্ট : একটি ইনজেকশন ও তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া!

নিট ফল, ৪ অক্টোবর কলম্বোর বিমানে ওঠা হচ্ছে না জসপ্রীত বুমরাহর। ১৫ অগাস্ট থেকে শুরু হতে চলা শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজ থেকে পুরোপুরি ছিটকে গেলেন বুমরাহ। রাত পর্যন্ত জাতীয় নির্বাচকরা মিশন শ্রীলঙ্কায় বুমরাহর পরিবর্তের নাম ঘোষণা করেননি। তবে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, জম্মু-কাশ্মীরের আকিব নবি হতে পারেন বুমরাহর পরিবর্ত।

শ্রীলঙ্কা সফরের ১৫ সদস্যের দল ঘোষণার সময় বুমরাহ ও বি সাই সুদর্শনের ফিটনেস নিয়ে সংশয় ছিল। অজিত আগরকাররা সেই সময় জানিয়েছিলেন, ফিট হলে তবেই শ্রীলঙ্কা যাবেন বুমরাহ-সাই। হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট থাকা সাইকে নিয়ে এখনও দোলাচল চলছে। তবে রবিবারই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, বুমরাহর আরও বিশ্রাম প্রয়োজন। শ্রীলঙ্কা সফরে তিনি যাচ্ছেন না। দলের সেরা বোলারকে ছাড়াই রাবণের দেশে দুই টেস্টের সিরিজে নামতে হবে শুভমান গিলদের। জানা গিয়েছে, ইংল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে বোলিংয়ের সময় অস্বস্তি অনুভব করা বুমরাহর বাঁ পায়ের হাঁটুতে জল জমছে। বিলেত সফর শেষে দেশে ফেরার পর বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের ফিজিও, চিকিৎসকরা বুমরাহর হাঁটুর জল বার করেছিলেন। পরে দিন কয়েক রিহ্যাবের পর অনেকটাই ফিট হয়ে গিয়েছিলেন বুমরাহ। দিন দুয়েক আগে সংবাদ সংস্থা পিটিআই বিসিসিআইয়ের এক শীর্ষকর্তাকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছিল, বুমরাহ ফিট। ফিটনেস পরীক্ষায় তিনি সফল হয়েছেন।

আর এখানেই কাহানি মে টুইস্ট!

জানা গিয়েছে, বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে ফিটনেস পরীক্ষার আগে হাঁটুতে ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল বুমরাহকে। সেই ইনজেকশনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে হাঁটুতে ফের সমস্যা শুরু হয় জসপ্রীতের। ফুলে ওঠে বাঁ পায়ের হাঁটু। সিওই-র ফিজিও, চিকিৎসকরা বারবার পর্যবেক্ষণের পর আজ বোর্ড ও জাতীয় নির্বাচকদের জানিয়ে দিয়েছেন, দলের সেরা বোলারের আরও বিশ্রামের প্রয়োজন। শ্রীলঙ্কা সফরের পরে ঠাসা আন্তর্জাতিক সূচি রয়েছে ভারতীয় দলের। সেই লক্ষ্যে ফিট বুমরাহকে পেতে হলে তাঁকে শ্রীলঙ্কা সফরে নিয়ে যাওয়াটা ঝুঁকির হয়ে যাবে। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট বুমরাহকে নিয়ে সেই ঝুঁকি নিতে নারাজ। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের লক্ষ্যপূরণ করতে হলে বুমরাহকে ছাড়াই শ্রীলঙ্কার মাটিতে নামতে হবে টিম ইন্ডিয়াকে।

বিলেত সফরের পর ভারত অধিনায়ক শুভমান তাঁর সতীর্থদের ধারাবাহিকভাবে চোটের কবলে পড়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। আগামীর লক্ষ্যে কোনও দলের জন্য নিয়মিত চোটের ধাক্কা সামলানো সহজ নয়। সম্ভবত শুভমানের মন্তব্যও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে বুমরাহ নিয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার আগে। বাস্তব যাই হোক না কেন, শ্রীলঙ্কা সিরিজের আগে বুমরাহর চোট টিম ইন্ডিয়ার জন্য নিশ্চিতভাবেই বড় ধাক্কা।

চোট সমাচার

- বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে ফিটনেস পরীক্ষার আগে হাঁটুতে ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল বুমরাহকে।
- ইনজেকশনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে হাঁটুতে ফের সমস্যা শুরু হয় তাঁর।
- ফুলে ওঠে বাঁ পায়ের হাঁটু।
- সিওই-র ফিজিও, চিকিৎসকরা বারবার পর্যবেক্ষণের পর জানিয়ে দিয়েছেন আরও বিশ্রামের প্রয়োজন।

বান্ধবী মাহিকা শর্মার সঙ্গে তিরুপতির শ্রী ভেঙ্কটেশ্বরা স্বামী মন্দিরে হার্দিক পান্ডিয়া। রবিবার।

পান্ডিয়াকে এখনই ট্রেডে নারাজ মুম্বই

নয়া রূপে তিরুপতি মন্দিরে হার্দিক

মুম্বই, ২ অগাস্ট : চুল কামিয়ে মাথা পুরো ন্যাড়া। পরনে সাদা পাঞ্জাবি। গলায় উত্তরীয়। সঙ্গে বান্ধবী মাহিকা শর্মা।

আজ ভোরে তিরুপতির শ্রী ভেঙ্কটেশ্বরা স্বামী মন্দিরে আচমকা হাজির হার্দিক পান্ডিয়া। তাঁকে দেখার পরই ভক্তদের মধ্যে হুড়োহুড়ি। পুজো দিয়ে বেশ কিছুটা সময় মন্দিরে কাটিয়ে হার্দিক যখন বেরিয়ে গেলেন মন্দির থেকে। তার পরের কয়েক ঘণ্টায় ভারতীয় অলরাউন্ডারকে নিয়ে বেশ কিছু তথ্য সামনে এল।

হার্দিক এখনও পুরো ফিট নন। তিনি বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সেই থাকছেন এখন বেশিরভাগ সময়। ঠিক কবে হার্দিক মাঠে ফিরতে পারবেন, স্পষ্ট নয় এখনও। এমন অবস্থায় আজ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এখনই তারা হার্দিককে 'ট্রেড' করার কথা ভাবছে না। ভবিষ্যতে ফ্র্যাঞ্চাইজির সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন, আপাতত মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ব্যস্ত শেষ মরশুমে ব্যর্থতার ময়নাতদন্ত নিয়ে। এই ময়নাতদন্ত শেষের পরই হার্দিককে নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কর্তৃপক্ষ।

রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদবদের ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের আগামীর ভাবনা, পরিকল্পনা যাই হোক না কেন, হার্দিককে নিয়ে ক্রিকেটমহলে জল্পনার শেষ নেই। ২০২৭ সালের আইপিএলের লক্ষ্যে কলকাতা নাইট রাইডার্স, চেন্নাই সুপার কিংসের মতো ফ্র্যাঞ্চাইজি দলগুলি প্রবলভাবে হার্দিককে পাওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই ঝাঁপিয়েছে। হার্দিক নিজেও কি অন্য ফ্র্যাঞ্চাইজি দলে যেতে চান? ভারতীয় অলরাউন্ডারের মনের অন্দরের কথা এখনও অজানা দুনিয়ার। তবে হার্দিককে নিয়ে নিয়মিতভাবে বদলে চলেছে সমীকরণ। হয়তো তার আন্দাজ পেয়েই আজ আগামীর সাফল্য প্রার্থনায় মন্দিরে হাজির হয়ে পুজো দিয়ে গেলেন ভারতীয় অলরাউন্ডার।

জার্সি বিতর্ক সরিয়ে পদক আনো : শ্রীজেশ

কোচি, ২ অগাস্ট : হকি বিশ্বকাপে ৫০ বছর কোনও পদক নেই ভারতের। দীর্ঘ পদক খরার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জার্সির রং বদলের বিতর্ক। ১৫ অগাস্ট থেকে নেদারল্যান্ডস এবং বেলজিয়ামে শুরু হতে চলা বিশ্বকাপে ভারতের প্রথম জার্সির রং হতে চলেছে গেরুয়া। এসবের মাঝেই বিতর্ক ভুলে খেলোয়াড়দের পদক জয়ের দিকে নজর দিতে বললেন প্রাক্তন হকি গোলকিপার পিআর শ্রীজেশ। তিনি বলেছেন, 'বহু বছর আমরা পদক পাইনি। এবার ভালো সুযোগ রয়েছে। আমাদের পুলে একমাত্র ইংল্যান্ড কঠিন দল। এরপর হয়তো আর্জেন্টিনার সামনে পড়তে পারি, যাদের আমরা হারিয়েছি। তাই আমি বলব বাইরের কথাবার্তা ভুলে পোডিয়াম নিশ্চিত কর। ৫০ বছর সত্যিই লম্বা সময়।'

প্রসঙ্গত আর্জেন্টিনা, ইতালি, স্কটল্যান্ড বা ফ্রান্সও নীল রংয়ের বিভিন্ন শেড ব্যবহার করে তাদের জার্সিতে। রাজনীতির অভিযোগ উঠলেও হকি ইন্ডিয়া যুক্তি খাড়া করেছে নীল টার্ফের সঙ্গে জার্সির রং মিলে গিয়ে খেলোয়াড়দের দৃশ্যমানতায় সমস্যার কথা। যে যুক্তি কিছুটা অদ্ভুত ঠেকছে শ্রীজেশের। তিনি বলেছেন, 'রং বদল নিয়ে আমার কোনও সমস্যা নেই। তবে যে যুক্তি দেওয়া হচ্ছে তা অদ্ভুত। এটা সত্যি যে টার্ফের সঙ্গে জার্সির রং মিলে গেলে সমস্যা হয়। তবে এটাও সত্যি যে, নীল টার্ফে খেলা শুরু হওয়ার পর ১৪ বছর আমরা নীল জার্সিতেই খেলেছি। টোকিও এবং প্যারিস অলিম্পিকে নীল জার্সিতেই ব্রোঞ্জ জিতেছি।' একধাপ এগিয়ে কিংবদন্তি গোলকিপারের আরও মন্তব্য, 'যদি সত্যিই নীল জার্সিতে খেলতে অসুবিধা হয়, তাহলে ভবিষ্যতে কোনওদিনও নীল জার্সি পরা উচিত নয়।'

সমলেশ্বরীর কাছে হার মহমেডানের

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-২ (লালথানকিমা, সাকা)
সমলেশ্বরী এসসি-৩ (বাসিত, তারেক, বীর)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ অগাস্ট : ডুরান্ড কাপের দ্বিতীয় ম্যাচেই ছন্দপতন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। ওড়িশার দল সমলেশ্বরী এফসি-র কাছে ৩-২ গোলে হার সাদা-কালো শিবিরের। সমলেশ্বরী দলটা একেবারেই নতুন। আই লিগ তৃতীয় ডিভিশনে খেলে। দলে চেনা মুখ বলতে জোসেফ আদজেই, বাজি আর্মন্ডরা। এমন একটা দলের বিরুদ্ধে আধিপত্য রেখেও হারতে হল স্রেফ স্ট্রাইকারদের ব্যর্থতার কারণে।

১১ মিনিটেই কর্নার থেকে হেডে গোল করে সমলেশ্বরীকে এগিয়ে দেন বাসিত আহমেদ বাট। ২৬ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান রাশিয়ান ফুটবলার মারাত তারেক। প্রথমার্ধে গোল শোধের জন্য সমলেশ্বরীর ডিফেন্সে চাপ বাড়ালেও গোলের মুখ খুলতে পারেনি মহমেডান।

দ্বিতীয়ার্ধে অ্যাডিসন সিং, ফারদিন আলি মোল্লা নামতে চেনা মেজাজে সাদা-কালো শিবির। ৬০ মিনিটে প্রথম গোল মহমেডানের। বাঁদিক থেকে লালরেমসাঙ্গা ফানাইয়ের ক্রস থেকে ফিনিশ করেন লালথানকিমা। ছয় মিনিট পরে ২০ গজ দূর থেকে নেওয়া সাকার দুরপাল্লার শট ক্রসপিসে লাগার পর গোলকিপারের গায়ে লেগে গোলে ঢুকে যায়। এরপর আরও চাপ বাড়ায় মহমেডান। কিন্তু বড় লোকের বাউন্ডুলে ছেলের মতো একের পর এক সুযোগ নষ্ট অ্যাডিসনদের। উলটে ৮১ মিনিটে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন ফুটবলার বীর অর্জুন যোশি ফ্রি কিক থেকে জয়সূচক গোলটি করে যান। ম্যাচের অন্তিম লগ্নে লাল কার্ড দেখেন অ্যাডিসন।

জেলা ক্রিকেটে তাণ্ডব অভিষেকের

অমৃতসর, ২ অগাস্ট : সম্প্রতি সময়টা ভালো যাচ্ছিল না তাঁর। ব্যাটে রান পাচ্ছিলেন না। সমালোচনাও শুরু হয়েছিল। আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়েও অবনতি হয়েছিল অভিষেক শর্মার।

কঠিন সময় কাটাতে আজ আচমকাই টিম ইন্ডিয়ার টি২০ দলের ওপেনার নেমে পড়েছিলেন পাঞ্জাবের আন্তঃ জেলা ক্রিকেট প্রতিযোগিতায়। সেখানেই নতুনভাবে দুনিয়া দেখল অভিষেকের ব্যাটিং তাণ্ডব। ২৫টি ছক্কা, ১৫টি বাউন্ডারি মেরে ৯১ বলে অভিষেক করেছেন ২৩৩ রান। স্ট্রাইক রেট ২৫৬। অমৃতসর দলের হয়ে অভিষেক খেলতে নেমেছিলেন স্থানীয় তরণ তারণ দলের বিরুদ্ধে। এমন দলের বিরুদ্ধে অভিষেকের ব্যাটিং তাণ্ডব দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে অভিষেকের অনায়াস চার-ছক্কার শো। যা দেখার পর মনে করা হচ্ছে, হারিয়ে যাওয়া ছন্দ ফিরে পেয়েছেন ভারতীয় দলের বাঁহাতি ওপেনার। আয়ারল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও পরে জিম্বাবোয়ে সফরে ব্যাটে রান ছিল না অভিষেকের। তাঁর অফফর্ম নিয়ে চলছিল সমালোচনাও। বলা হচ্ছিল, আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সফরে অভিষেকের ব্যাট চললে টিম ইন্ডিয়াকে হোয়াইটওয়াশ হতে হত না। আজ আপাতত সব সমালোচনার জবাব দিয়ে দিলেন অভিষেক।

বাদ ৮ উইকেট নেওয়া আব্বাস

পোর্ট অফ স্পেন, ২ অগাস্ট : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে পাকিস্তান হেরে গেলেও দুই ইনিংস মিলিয়ে ৮ উইকেট নিয়ে নজর কেড়েছিলেন মহম্মদ আব্বাস। অথচ দ্বিতীয় টেস্টের একাদশ থেকে তাঁকেই বাদ দিয়েছে পাকিস্তান। আঙুলে চিড় ধরা শান মাসুদ সহ দলে তারা আরও তিনটি পরিবর্তন করেছে। কিন্তু আব্বাসের বাদ পড়া নিয়ে নিয়েই চর্চা চলছে। দ্বিতীয় টেস্টে টসে জিতে ব্যাটিং করতে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথমদিনের মধ্যাহ্নভোজে গিয়েছে ৪৯/১ স্কোরে। তেগনারায়ণ চন্দ্রপল ১৫ রান করে মহম্মদ আলির শিকার হন তিনি।

ইংল্যান্ডের দ্য হান্ড্রেড প্রতিযোগিতায় বার্মিংহাম ফিনিক্সের অন্যতম কর্ণধার ইংল্যান্ডের তারকা ফুটবলার জুডে বেলিংহাম। শনিবার নিজের দলের খেলা দেখতে গিয়েছিলেন তিনি। ম্যাচের আগে বেলিংহামকে আইপিএলের ঢংয়ে দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করান রবি শাস্ত্রী। যে ভিডিও আপাতত ভাইরাল সামাজিক মাধ্যমে।

টাটাকে সিদ্ধান্ত বদলের আর্জি সুনীলদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ অগাস্ট : আইএসএলে খেলবে না জামশেদপুর এফসি। টাটা গোষ্ঠীর এমন ঘোষণায় উত্তাল ভারতীয় ফুটবল। এই পরিস্থিতিতে ভবিষ্যৎ নিয়ে আতঙ্কে দলের ফুটবলার-সাপোর্ট স্টাফরা।

ইতিমধ্যে টাটা গোষ্ঠীকে সিদ্ধান্ত বদলের আবেদন একাধিক ভারতীয় তারকার। রবিবার এক সমাজমাধ্যমে এক আবেগঘন পোস্ট করেছেন সুনীল ছেত্রী। তিনি লিখেছেন, 'টাটা গ্রুপ প্রথমে টিএফএ ও পরে জামশেদপুর এফসির মধ্য দিয়ে আমাদের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হয়ে উঠেছে। জামশেদপুর তাদের মূল দলের কার্যক্রম বন্ধ করে দিচ্ছে, এটা অত্যন্ত হতাশাজনক খবর। খেলোয়াড় ও কর্মীরা ক্লাবহীন হয়ে পড়বেন। পরে হয়তো অনেকেই বিকল্প সন্ধান পেয়ে যাবেন। কিন্তু ভারতীয় ফুটবলের শীর্ষস্তরে টাটা গ্রুপের না থাকাটা এক অপূরণীয় ক্ষতি। আমি টাটা গ্রুপের শীর্ষ কর্তাদের অনুরোধ করব, এই সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনা করে দেখবেন।'

সুনীলের মতোই একই আবেদন করেছেন বাইচুং। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ভারতীয় ফুটবলের আইকন বলেছেন, 'টাটা গোষ্ঠীর মতো সংস্থার আইএসএল থেকে সরে যাওয়াটা ভারতীয় ফুটবলের জন্য বড় ধাক্কা। ওদের অনেক দর্শক ছিল। কিন্তু এমন সিদ্ধান্তের ফলে ফুটবলার ও ক্লাব কর্মীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে যাবে।' টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আর্জি ফুটবলারদের। ডিফেন্ডার প্রতীক চৌধুরী বলেছেন, 'এই সিদ্ধান্তে আমরা হতবাক হয়ে পড়েছি। ভবিষ্যৎ নিয়েও চিন্তিত। সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ করছি।' এখন দেখার, টাটা গ্রুপ নিজেদের সিদ্ধান্ত সত্যি বদলায় কি না।

> **টাটা গোষ্ঠীর মতো সংস্থার আইএসএল থেকে সরে যাওয়াটা ভারতীয় ফুটবলের জন্য বড় ধাক্কা। ওদের অনেক দর্শক ছিল। কিন্তু এমন সিদ্ধান্তের ফলে ফুটবলার ও ক্লাব কর্মীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে যাবে।**
>
> -বাইচুং ভুটিয়া

লিগে আজ ইস্টবেঙ্গলের সামনে বেহালা এসএস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ অগাস্ট : গত ২১ জুলাই রাজনৈতিক সমাবেশ থাকায় কলকাতা ফুটবল লিগে ইস্টবেঙ্গল-বেহালা এসএস ম্যাচ স্থগিত রাখা হয়েছিল। সেই ম্যাচটি হবে সোমবার।

কলকাতা লিগে রাজধানী এক্সপ্রেসের গতিতে ছুটছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। টানা চার ম্যাচ জিতে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ইস্টবেঙ্গল। পড়শি ক্লাব মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট পাঁচ ম্যাচ খেলে ফেললেও পয়েন্টের নিরিখে বেশ খানিকটা পিছিয়ে। সোমবার সেই ব্যবধান আরও বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ ইস্টবেঙ্গলের সামনে। তবে পিভি বিষ্ণু, জেসিন টিকেদের সিনিয়ার দলে ডেকে নিয়েছেন কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। ডুরান্ড কাপের দ্বিতীয় ম্যাচে দুই ফুটবলারই প্রথম একাদশে ছিলেন। ফলে ঘরোয়া লিগে তাঁদের ছাড়াই ছক কষতে হচ্ছে দলের দায়িত্বে থাকা অর্চিস্মান বিশ্বাসকে। তারপরও অবশ্য গোল করার লোকের অভাব নেই লাল-হলুদে। উত্তম হাঁসদা, আকাশ হেমব্রম, বিজয় মুর্মুরা গোল করছেন। বেহালা এসএস ম্যাচেও তাঁদের নিয়েই পরিকল্পনা করছে লাল-হলুদ থিংক ট্যাংক। শেষ দুই ম্যাচ মিলিয়ে আট গোল করলেও জোড়া গোল হজম করতে হয়েছে ইস্টবেঙ্গলকে। সেকথা মাথায় রেখেই দলের রক্ষণ ও আক্রমণভাগের মধ্যে আরও তালমিল আনতে চাইছেন কোচ অর্চিস্মান।

এদিকে, মঙ্গলবার রাতেই কলকাতায় চলে আসছেন ইস্টবেঙ্গলের নতুন অজি ফুটবলার ক্রিস ইকোনোমিডিস। আরেক বিদেশি স্ট্রাইকার এনসুঙ্গুসি এফিয়ংয়ের ভিসা সমস্যা অবশ্য এখনও মেটেনি।

ডায়ারিয়াকে হারিয়ে পদক জয় সেলভার

গ্লাসগো, ২ অগাস্ট : শারীরিক অসুস্থতা, প্রতিকূলতাকে পেছনে ফেলে কমনওয়েলথ গেমসের মঞ্চ থেকে দেশকে ব্রোঞ্জ এনে দিলেন ভারতের তরুণ ট্রিপল জাম্পার সেলভা প্রভু থিরুমরন।

মাদুরাইয়ের প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদ সেলভা প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই লড়াইয়ে ছিলেন। প্রথম লাফে ১৫.৮৭ মিটার অতিক্রম করলেও ধীরে ধীরে নিজের পারফরমেন্স উন্নত করেন। পঞ্চম প্রচেষ্টায় ১৬.৫২ মিটারের লাফ ব্রোঞ্জ এনে দেয় তাঁকে। সিনিয়ার পর্যায়ে এটি তাঁর প্রথম আন্তর্জাতিক পদক। কমনওয়েলথে ব্রোঞ্জ জয়ের পর সেলভা জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতায় নামার মাত্র এক সপ্তাহ আগে খাবারে বিষক্রিয়ার ফলে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। ২১ বছরের অ্যাথলিটের কথায়, 'দিন কয়েক আগে ডায়ারিয়া ও ফুড পয়জনিং হয়েছিল। চিকিৎসক ও ফিজিওরা ওষুধপত্র দিয়ে খুব সাহায্য করেছেন। খুব কঠিন ছিল সময়টা। গত কয়েকদিন ঠিকমতো ঘুমাতেও পারিনি। আমার বিশ্বাস, আমি আরও দূরে লাফাতে পারতাম। তবুও দেশের জন্য একটা পদক জিততে পেরে আমি গর্বিত।' সেলভা জানিয়েছেন, এই পদক জয় তাঁর মা-বাবারও স্বপ্ন পূরণ।

সেলভার পাশাপাশি পুরুষদের ট্রিপল জাম্প থেকে আরও একটি পদক এসেছে ভারতে। প্রবীণ চিত্রাভেল ১৬.৫৮ মিটার লাফিয়ে রুপো জিতেছেন। এর ফলে টানা দ্বিতীয়বার কমনওয়েলথ গেমসে পুরুষদের ট্রিপল জাম্প থেকে জোড়া পদক এল ভারতের ঝুলিতে।

ট্রিপল জাম্পে ব্রোঞ্জ জয়ের পথে সেলভা প্রভু থিরুমরন।

আপুইয়ার চোটে উদ্বেগ মোহনবাগানে

সাউথ ইউনাইটেড ম্যাচে ভাবনায় দুই বিদেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ অগাস্ট : সাউথ ইউনাইটেড ম্যাচের মহড়ায় মগ্ন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। তারই মাঝে আপুইয়াকে ঘিরে উদ্বেগ বাড়ল সবুজ-মেরুন শিবিরে।

গত বুধবার অনুশীলনের মাঝপথে মাঠ ছেড়েছিলেন বাগানের মিজো মিডফিল্ডার। রবিবার মাঠেই নামলেন না তিনি। সূত্রের খবর, পায়ের পেশিতে হালকা চোট রয়েছে আপুইয়ার। খোঁজ নিয়ে জানা গেল এদিন অনুশীলনের পুরো সময়টাই সাজঘরে মেডিকেল টিমের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল তাঁকে। মঙ্গলবার সাউথ ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ডুরান্ড কাপের দ্বিতীয় ম্যাচে তাঁর খেলাও অনিশ্চিত। এই পরিস্থিতিতে আপুইয়ার বিকল্প হিসেবে দীপক টাংরিকে তৈরি রাখছেন মোহনবাগান কোচ প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিস। ভাবনায় রয়েছে বঙ্গতনয় তন্ময় ঘোষের নামও।

এর বাইরেও প্রথম একাদশে একাধিক পরিবর্তনের পরিকল্পনা রয়েছে প্যানোসের। অনুশীলনে ইঙ্গিত, মঙ্গলবারের ম্যাচে দুই বিদেশিকে প্রথম একাদশে রেখেই দল সাজাতে পারে মোহনবাগান। সেক্ষেত্রে রক্ষণে রাহুল ভেকের সঙ্গে জুটি বাঁধবেন আলবার্তো রডরিগেজ। দুই সাইডব্যাক হতে পারেন শুভাশিস বসু ও টেকচাম অভিষেক সিং। আপুইয়া খেলতে না পারলে মাঝমাঠে অনিরুদ্ধ থাপার সঙ্গী হতে পারেন দীপক টাংরি। গত ম্যাচের মতোই একটু সামনে থেকে খেলবেন সাহাল আবদুল সামাদ। দুই প্রান্তে লিস্টন কোলাসো ও ডেজান ড্রাজিচ। আক্রমণভাগের নেতৃত্বে মনবীর সিং।

এদিকে, রবিবার রাতেই কলকাতায় চলে আসার কথা ছিল মোহনবাগানের নতুন বিদেশি মিগুয়েল ফিগুয়েরার। যদিও বিমান বিভ্রাটের জেরে ব্রাজিলিয়ান তারকার ভারতে আসা পিছিয়ে গিয়েছে। জেমি ম্যাকলারেন আসছেন সোমবার রাতে।

টিম ইন্ডিয়ায় প্রত্যাবর্তন নিয়ে আর ভাবেন না ভুবি

নয়াদিল্লি, ২ অগাস্ট : কখনও দার্শনিক। আবার কখনও বা চরম বাস্তববাদী!

ভুবনেশ্বর কুমার বদলে গিয়েছেন। মানসিকভাবে তিনি এখন অন্যরকম। যিনি জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন নিয়ে আর ভাবেন না। ক্রিকেট এখনও উপভোগ করেন বলেই ঘরোয়া ক্রিকেটের পাশে আইপিএলেও খেলেন। পারফর্ম করেন। কিন্তু তারপর ফের পরিবারের অলিন্দে ঢুকে পড়েন। বাড়িতে ক্রিকেট নিয়ে আলোচনাও বন্ধ করে দিয়েছেন অনেকদিন।

৩৬ বছরের ভুবি বদলে গিয়েছেন পুরোপুরি। সময়ের সঙ্গে পরিণত যেমন হয়েছেন। তেমনই বাস্তবের পথে পা ফেলে বুঝে গিয়েছেন, তাঁর পক্ষে শুভমান গিলের টিম ইন্ডিয়ায় কামব্যাক করা রীতিমতো কঠিন কাজ। ১৬ ম্যাচে ২৮ উইকেট নিয়ে শেষ আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে চ্যাম্পিয়ন করার পিছনে যেমন তাঁর বিশাল ভূমিকা ছিল। ঠিক তেমনই শেষ আইপিএলের দ্বিতীয় সর্বাধিক উইকেট শিকারিও হয়েছিলেন তিনি। এহেন ভুবনেশ্বর আজ আরসিবি-র পডকাস্টে হাজির হয়ে বলেছেন, 'মানসিকভাবে এখন খুব শান্তিতে রয়েছি আমি। যার মূল কৃতিত্ব পরিবারের। ফের ভারতীয় দলে ফিরব কি না, আবার সুযোগ আসবে কি না, এসব নিয়ে আমি এখন আর ভাবি না। বাড়িতেও ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা করি না। আমার জীবনে আর কোনও আক্ষেপ নেই।

২০২২ সালে শেষবার ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে মাঠে নেমেছিলেন ভুবি। মাঝে অনেকটা সময় পার। একের পর এক জোরে বোলার উঠে এসেছে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে। তুলনায় নিয়মিতভাবে ঘরোয়া ক্রিকেট ও আইপিএল খেলে পারফর্ম করার পরও টিম ইন্ডিয়ায় আর সুযোগ আসেনি ভুবনেশ্বরের। সম্প্রতি রবিচন্দ্রন অশ্বীন ভুবিকে টিম ইন্ডিয়ায় ফেরানোর দাবি তুলেছিলেন। ভুবনেশ্বর এসব নিয়ে না ভেবে আজ বলেছেন, 'সময়ের সঙ্গে ক্রিকেট খেলার যেমন বদল হচ্ছে। তেমনই প্রজন্মেরও পরিবর্তন ঘটছে। ফলে সময়ের এই বদলটা আজ আমি ভালোই বুঝি। তাই জাতীয় দলে কেন সুযোগ পাচ্ছি না, এসব নিয়ে আর ভাবি না। অতীতে জাতীয় দলের হয়ে খেলেছি। ফের যদি কখনও সুযোগ আসে, তখন বিষয়টা নিয়ে ভাবা যাবে। আপাতত এটাই জানি, যতদিন ক্রিকেট উপভোগ করব, খেলাটা চালিয়ে যাব।'

> **সময়ের সঙ্গে ক্রিকেট খেলার যেমন বদল হচ্ছে। তেমনই প্রজন্মেরও পরিবর্তন ঘটছে। ফলে সময়ের এই বদলটা আজ আমি ভালোই বুঝি।**
>
> -ভুবনেশ্বর কুমার

সাউথ ইউনাইটেড ম্যাচের প্রস্তুতিতে সাহাল আব্দুল সামাদ।

‘ডাবল’ করেও খুশি নন গুলবীর

গ্লাসগো, ২ অগাস্ট : কথায় বলে, প্রথম সবকিছুই স্পেশাল হয়। এবারের কমনওয়েলথ গেমসও গুলবীর সিংয়ের জন্য স্পেশাল। কারণ কমনওয়েলথের আসরে তাঁর কেরিয়ারে প্রথম অনেক কিছুই ঘটেছে। প্রথম ভারতীয় হিসেবে পুরুষদের ১০ হাজার মিটারে রুপো জিতে ইতিহাসের পাতায় নাম তুলেছিলেন। শনিবার রাতে পুরুষদের ৫ হাজার মিটারেও ব্রোঞ্জ জিতে নজির গড়েছেন। গুলবীরই প্রথম ভারতীয় যিনি কমনওয়েলথে দুইটি ইভেন্টে পদক জিতলেন। তবে ‘ডাবল’ করেও খুশি হতে পারছেন না ২৮ বছরের গুলবীর।

বেজিং অলিম্পিকে অভিনব বিন্দ্রার সোনা ভারতীয় শুটিংকে পুরোপুরি বদলে দিয়েছিল। ২০০৩ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অঞ্জু ববি জর্জের ব্রোঞ্জ ভারতীয় ট্র্যাক অ্যাথলিটদের নবজাগরণ ঘটিয়েছিল। টোকিও অলিম্পিকে নীরজ চোপড়ার জ্যাভলিন থ্রোয়ে সোনা জয় ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে অমর হয়ে আছে। শনিবার ‘ডাবল’ করে উত্তরপ্রদেশের গুলবীর যেন এই কিংবদন্তিদের পাশে বসলেন। অথচ এই গুলবীরই গত বছর টোকিও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ৫ হাজার মিটারে ০.১৯ সেকেন্ডের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি।

১০ হাজার মিটারে কোচ স্কট সিমনের পরামর্শে শেষপর্বে গতি বাড়িয়ে বাজিমাত করেছিলেন। শনিবার রাতেও একই পুনরাবৃত্তি ঘটালেন গুলবীর। ফাইনাল ল্যাপের আগে পঞ্চম স্থানে ছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ ২০০ মিটারে সবকিছু বদলে যায়। কেনিয়ার করনেলিয়াস কেমবোই ও উগান্ডার কেনেথ কিপরপ তৃতীয় হওয়ার দৌড়ে ছিলেন। কিন্তু কেমবোই টেক্কা দিয়ে ০.০৪ সেকেন্ডের ব্যবধানে ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করে ফেলেন গুলবীর।

ঐতিহাসিক ‘ডাবল’ করেও সোনা জিততে না পারার হতাশা রয়েছে ইন্ডিয়ান আর্মির এই সুবেদারের। গুলবীর বলেছেন, ‘জোড়া পদক জিততে পেরে ভালো লাগছে। কিন্তু আমি সন্তুষ্ট নই। আমি কমনওয়েলথে পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে ভারতের জাতীয় সংগীত শুনতে চেয়েছিলাম। এখন দেখা যাক, আগামী বড় টুর্নামেন্টে ভাগ্যে কী লেখা আছে।’

সোনা জয়কে পাখির চোখ করা গুলবীরের কথায়, ‘লোকে বলে, অ্যাথলিটদের মধ্যে জেতার খিদে থাকতে হয়। কমনওয়েলথে জোড়া পদক জিতলেও খিদে মেটেনি। সোনা জয়ই লক্ষ্য আমার।’ দূরপাল্লার দৌড় মানেই আফ্রিকানদের দাপাদাপি। যদিও এই তত্ত্বে আর বিশ্বাস করেন না গুলবীর। বলেছেন, ‘ওরাও আমাদের মতোই মানুষ। সরকার আমাদের পিছনে এত টাকা ঢালছে। আমাদের কাছে বিশ্বমানের কোচ, সুযোগসুবিধা রয়েছে। তাহলে আমরা কেন আফ্রিকানদের হারাতে পারব না?’ আগামীদিনে গুলবীরের গলায় সোনার পদক ওঠে কি না, সেটাই দেখার।

কমনওয়েলথ গেমসে পদক তালিকা

স্থান	দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ
১	অস্ট্রেলিয়া	৭০	৪৫	৫৬
২	ইংল্যান্ড	২৯	৪৫	৩৬
৩	কানাডা	১৯	২০	২৩
৪	ভারত	১৩	১৭	৯
৫	স্কটল্যান্ড	১৩	৯	১৭

৫ হাজার মিটার দৌড়ে ব্রোঞ্জ জয়ের পর কোচ স্কট সিমনের সঙ্গে গুলবীর সিং।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পতাকাবাহক জেসমিন

এদিকে, কমনওয়েলথ গেমসের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভারতের পতাকা বইবেন বক্সিংয়ে মহিলাদের ৫৭ কেজি বিভাগে সোনাজয়ী জেসমিন লাম্বোরিয়া। রবিবার জুডো থেকে ভারতের আরও একটি পদক আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ইসরূপ নারাং মহিলাদের ৭৮ কেজি বিভাগে ব্রোঞ্জ মেডেল ম্যাচে হেরে যান।

মেজাজ হারালেন লভলিনা

রুপো জয়ের পর লভলিনা বরগোহাঁই। রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে তিনি ভারতের এই ‘বিকৃত’ মানচিত্র দেখেছিলেন।

গ্লাসগো, ২ অগাস্ট : কমনওয়েলথ গেমসের বক্সিংয়ে রেকর্ড সংখ্যক পদক জয়ের আনন্দ উদযাপনে গিয়ে অপ্রত্যাশিত বিতর্কের মুখে ভারতীয় বক্সিং দল। গ্লাসগোর একটি রেস্তোরাঁয় ন্যাপকিনে ছাপা ভারতের মানচিত্রে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং জম্মু-কাশ্মীরের একাংশ অনুপস্থিত থাকায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন পদকজয়ী বক্সার লভলিনা বরগোহাঁই ও বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি অজয় সিং।

কমনওয়েলথ গেমসের সফল অভিযান শেষে গ্লাসগোর এক বিখ্যাত রেস্তোরাঁ নৈশভোজে ভারতীয় বক্সিং দলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। সেখানেই গিয়েছিল ভারতীয় বক্সিং দল। ওই রেস্তোরাঁর ন্যাপকিনে ভারতের অসম্পূর্ণ মানচিত্র দেখে মেজাজ হারান লভলিনা। তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ জানান তিনি। পরে সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও শেয়ার করেও নিজের অসন্তোষ উগরে দেন। তারকা বক্সার বলেছেন, ‘ন্যাপকিনে যে মানচিত্র ছাপা হয়েছে, তাতে গোটা উত্তর-পূর্ব ভারত নেই। উত্তর-পূর্ব ভারতের একজন বাসিন্দা হিসেবে যা আমাদের মনে আঘাত করেছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না। দেশের প্রতিটি প্রান্তই গুরুত্বপূর্ণ এবং মানচিত্রের স্থান পাওয়া উচিত।’

নৈশভোজের আসরে উপস্থিত ছিলেন বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি অজয় সিং। তিনিও এই বিকৃত মানচিত্রের কড়া সমালোচনা করেন। লভলিনার প্রতিবাদের সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে তাঁর গলায়ও। তিনি জানান, ওই ন্যাপকিনে প্রদর্শিত ভারতের মানচিত্রে জম্মু ও কাশ্মীরকেও সম্পূর্ণ সঠিকভাবে দেখানো হয়নি। পরে অবশ্য তিনি বলেছেন, ‘কোনও রকম ঝামেলা হয়নি। এটা একটা বড় ভুল ছিল। আমি আর লভলিনা সেটাই ওদের দেখিয়ে দিই। ওরা নিজেদের ভুল স্বীকার করেছে। মানচিত্রটি ঠিক করে দেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছে।’ লভলিনাও জানিয়েছেন, ওই রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ মানচিত্রটি পরিবর্তন করবে বলে আশ্বাস দিয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন মেডেল নিয়ে তনভি শর্মা।

তাইপেই ওপেনে চ্যাম্পিয়ন তনভি

তাইপেই, ২ অগাস্ট : ১৮ বছরের খরার অবসান। তাইপেই ওপেনের খেতাব কোনও ভারতীয়র ঝুলিতে।

রবিবার তাইপেই ওপেনে মহিলাদের সিঙ্গলসে খেতাব জিতেছেন ভারতের তনভি শর্মা। ফাইনালে ভিয়েতনামের থুই লিন নগুয়েনকে তিনি হারান ২১-১৬, ২১-১৬ পয়েন্টে। প্রথম গেমে শুরুর দিকে কিছু আনফোর্সড এরর করলেও শেষপর্যন্ত বাজিমাত করেন তনভি। দ্বিতীয় গেমেও প্রথমদিকে চাপে ছিলেন। কিন্তু পরের দিকে প্রতিপক্ষকে দাঁড়াতে দেননি।

এতদিন পর্যন্ত সাইনা নেহওয়াল ছাড়া এই প্রতিযোগিতায় কেউ চ্যাম্পিয়ন হতে পারেননি। ২০০৮ সালে এই খেতাব পেয়েছিলেন সাইনা। তারপর থেকে ভারতীয়দের কাছে অধরাই ছিল এই খেতাব। সাইনা, পিভি সিন্ধুদের যোগ্য উত্তরসূরি ধরা হচ্ছে তনভিকে। গত বছর ইউএস ওপেন সুপার ৩০০ প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠেও খালি হাতে ফিরতে হয়েছিল তাঁকে। জুনিয়ার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও জিতেছেন একাধিক পদক। ১৭ বছরের তনভি এবার তাইপেই ওপেনের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে ফাইনালে উঠেছিলেন।

কমনওয়েলথ গেমসে পাঁচ সোনাজয়ী বক্সার - প্রীতি পাওয়ার, সাক্ষী চৌধুরী, জেসমিন লাম্বোরিয়া, প্রিয়া ঘাঙ্ঘাস ও অরুন্ধতী চৌধুরীর সঙ্গে রুপো জেতা লভলিনা বরগোহাঁই।

ট্রিপল জাম্পে রুপো ও ব্রোঞ্জ জিতে তেরঙা নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রবীন চিত্রাভেল ও সেলভা প্রভু থিরুমরনের।

ভারোত্তোলনে সোনা জিতে দেশে ফিরে উষ্ণ অভ্যর্থনা পেলেন সাইখোম মীরাবাই চানু।

মায়ামিকে জেতাতে ব্যর্থ মেসি

মেজর সকার লিগে গোল মিস করে লিওনেল মেসি।

ওয়াশিংটন, ২ অগাস্ট : বিশ্বকাপের পর ১২ দিন কেটে গিয়েছে। অবশেষে ক্লাবের জার্সিতে মাঠে নামলেন লিওনেল মেসি। কিন্তু জয় অধরাই থেকে গেল আর্জেন্টাইন মহাতারকারা।

মেজর সকার লিগের ম্যাচে ইন্টার মায়ামি মুখোমুখি হয়েছিল কলম্বাস ক্রুয়ের। বিশ্বকাপের পর ক্লাবের জার্সিতে মেসি ম্যাজিক দেখতে ভিড় হয়েছিল স্টেডিয়ামে। কিন্তু মায়ামি কোচ গুলেরমো হোয়োস আর্জেন্টাইন তারকাকে প্রথম একাদশে রাখেননি। ৫৩ মিনিটে পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামেন তিনি। কিন্তু ঝলক দেখাতে ব্যর্থ তিনি।

ম্যাচটি ইন্টার মায়ামি ড্র করেছে ২-২ গোলে। মেসি না গোল করলেও গোল করেছেন লুইস সুয়ারেজ। তিনি ১৬ মিনিটে দলকে এগিয়ে দেন। ৩৪ মিনিটে অবশ্য সমতায় ফেরে কলম্বাস। প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে সুয়ারেজের ক্রস থেকে মায়ামিকে এগিয়ে দেন নোয়া অ্যালেন। ৮৪ মিনিটে কলম্বাসকে সমতায় ফেরান মেন্ডেজ। আপাতত এই ম্যাচ ড্র করে লিগ তালিকায় ১৮ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মায়ামি।

এশিয়াডের লক্ষ্যে ক্যারাটেতে এক সংস্থার ডাক

শুভময় সান্যাল

শিলিগুড়ি, ২ অগাস্ট : রবিবার সকাল থেকেই বিড়লা দিব্যজ্যোতি স্কুল ক্যারাটেকাদের ভিড়ে সরগরম। কাইজেন ক্যারাটে-ডু অ্যাসোসিয়েশনের ওপেন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে ৮টি রাজ্য থেকে প্রায় ৩০০ খেলোয়াড় এসে সেখানে জড়ো হয়েছে। কিন্তু এই ভিড়, উৎসাহের প্রতিফলন কি মাসদেড়েক পরে শুরু হতে চলা এশিয়ান গেমসের ক্যারাটের আসরে পড়বে? উত্তরে কোনও আশা দেখাতে পারেননি তামিলনাড়ু, সিকিম, অসম থেকে আসা ক্যারাটে সংস্থার কর্মকর্তারা। তাঁদের সঙ্গে সহমত হয়ে কোচবিহার জেলা ক্যারাটে সংস্থার বিশু রায় সামনে এনেছেন ভারতীয় ক্যারাটের অন্ধকার দিকটা। জানিয়েছেন, ক্যারাটেতে জাতীয় সংস্থা তিনটি- ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া, ক্যারাটে অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া ও অল ইন্ডিয়া ক্যারাটে ফেডারেশন। এই তিনটি সংস্থাকে এক ছাতার তলায় আনা না গেলে আগামীদিনে ভারতীয় ক্যারাটেতে কোনও বড় সম্ভাবনা দেখছেন না তিনি।

কাইজেন ক্যারাটে-ডু অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিযোগিতা ঘিরে উন্মাদনা।

তাঁর কথার সূত্র ধরেই তামিলনাড়ুর ওকিনওয়া গোজুরিয়ো ক্যারাটে-ডু ফেডারেশনের সচিব মুখুস্বামীর কটাক্ষ, ‘ক্যারাটেতে সবাই বড় মাস্টার হয়ে গিয়েছে। কারও অধীনে কেউ থাকতে চায় না। তাহলে এক ছাতার নীচে আসবে কী করে?’ কাইজেনের পেট্রন সঞ্জয় টিব্রেওয়াল, সহ সভাপতি সন্দীপ ঘোষাল, চিফ টেকনিকাল ডিরেক্টর দেবাশিস ঢালির উপস্থিতিতে জ্যোৎস্না আগরওয়ালের উদ্বোধনের পর বিড়লা দিব্যজ্যোতির স্পোর্টিং এরিনায় তখন জমে উঠেছে প্রতিযোগিতা। সেদিকে তাকিয়ে মুখুস্বামীর সংযোজন, ‘ক্যারাটেতে আন্তর্জাতিক সাফল্যে আসছে না এমন নয়। এই বছরই এশিয়ান ক্যারাটে ফেডারেশনের প্রতিযোগিতা থেকে সোনা নিয়ে এসেছে দিল্লির এক ক্যারাটেকা। কিন্তু এশিয়াডের মতো আসরে সাফল্য পেতে সরকারি সাহায্য প্রয়োজন। এভাবে একাধিক সংস্থায় বিভক্ত হয়ে থাকলে কেন্দ্র হোক বা রাজ্য সরকার সেটা করবে কী করে?’

১৭ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে তিনসুকিয়া থেকে এসেছেন অসমের গোজুরিয়ো ক্যারাটে ডু-সংস্থার সুরজিৎ বসু। তাঁর আক্ষেপও একই, ‘আমাদের ওখানের মতো শিলিগুড়িতেও দেখলাম গলি গলিতে ক্যারাটে ট্রেনিং সেন্টার গড়ে উঠেছে। অনেকের প্রতিভাও রয়েছে। কিন্তু পূর্ণ প্রতিফলনের জন্য ওদের প্ল্যাটফর্ম তো দিতে হবে! ক্যারাটের স্টাইল আলাদা হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু জেলা, রাজ্য ও জাতীয় স্তরে একটি সংস্থাই রাখতে হবে। ক্যারাটেতে সরকারি সাহায্য আনতে হলে এটা খুব প্রয়োজন।’ পাশে বসে বিশুও বলে দিলেন, ‘স্কুল, ইউনিভার্সিটি গেমসেই ঠিকমতো খেলোয়াড় নির্বাচন হয়। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাও মেলে। কিন্তু তারপর?’ অবস্থা পরিবর্তনে সরকার-ই দায়িত্ব নিয়ে সংস্থাগুলিকে এক ছাতার তলায় আনলে ভালো হয় বলে ক্যারাটের কর্মকর্তাদের মত।

স্মরণে

ঁকল্পনা ভট্টাচার্য্য
প্রয়াণ-০৩.০৮.২০২৪

আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে
দিবস গেলে করবো নিবেদন
আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন।

দ্বিতীয় প্রয়াণ বার্ষিকীতে তোমার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায়
শোকসন্তপ্ত- অরিন্দম (স্বামী); অর্কদীপ-সুদীপ্তা (পুত্র-পুত্রবধূ); কাজরী- সায়ন (কন্যা-জামাতা)।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন সলুগাড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, সলুগাড়া - এর একজন বাসিন্দা মাম্মু লিয়ানহ্না - কে

05.06.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 99C 50029 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি বানিয়ে আমার জীবনে ভালো শক্তি এবং ইতিবাচক চিন্তাভাবনা নিয়ে এসেছে। এটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে ডিয়ার লটারি আমার পরিবারের আর্থিক বোঝা তুলে নিয়েছে এবং আমাদের জীবনকে খুব ভালোভাবে যাপন করার জন্য একটি সমৃদ্ধ পথ দেখিয়েছে। আমি ডিয়ার লটারির কাছে ঋণী।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

রাজ্য টেবিল টেনিসে দাপট শিলিগুড়ির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ অগাস্ট : শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের পঞ্চম রাজ্য টেবিল টেনিসে দাপট দেখাল শিলিগুড়ির টেবিল টেনিস শিক্ষার্থীরা। কলকাতার চৌরঙ্গী মোড়ের ওয়াইএমসিএ-তে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলসে ৮টি ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন রাজর্ষিপ্রতীম দত্ত। ৭ ম্যাচ জিতে রানার্স প্রিয়ম চক্রবর্তী। পুরুষদের ডাবলসে রাজর্ষি-স্মরণ দাস এবং প্রিয়ম-কৌস্তভ দাস যথাক্রমে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স হয়েছে। মিক্সড ডাবলসে শিলিগুড়িরই প্রিয়ম-শুভেচ্ছা রায়কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় রাজর্ষি-সিন্ড্রেলা মল্লিক। মহিলাদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স যথাক্রমে শ্রেষ্ঠা হাজরা এবং সিন্ড্রেলা। মহিলাদের ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন শ্রেষ্ঠা-শ্রুতি দাস। রানার্স শুভেচ্ছা-লগ্নজিতা দাস। রাজর্ষি ও সিন্ড্রেলার কোচ মান্তু ঘোষ-সুব্রত রায়। প্রিয়ম, শুভেচ্ছা ও শ্রুতি প্রশিক্ষণ নেন মৃন্ময় চৌধুরীর কাছে।

শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের পঞ্চম রাজ্য টেবিল টেনিসে পদক জিতে রাজর্ষিপ্রতীম দত্ত, সিন্ড্রেলা মল্লিক (উপরে), প্রিয়ম চক্রবর্তী, শুভেচ্ছা রায় ও শ্রুতি দাস।

কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ক্রিকেট ফেরানোর আর্জি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ অগাস্ট : রিচা ঘোষরা মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর চাঁদমণিতে তাঁর নামে ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরির ঘোষণা করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্রুত সেই স্টেডিয়ামের কাজ সম্পূর্ণ করার আবেদন জানিয়ে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ-কে চিঠি দিলেন মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রাক্তন ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা। চিঠিতে তিনি আর্জি জানিয়েছেন, যতদিন না নতুন ক্রিকেট স্টেডিয়াম হচ্ছে ততদিন শিলিগুড়ি ক্রিকেট লিগের সমস্ত ম্যাচ কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে আয়োজনের অনুমতি দেওয়ার। মনোজের দাবি, স্টেডিয়ামে ম্যাচ না হওয়ায় ঋদ্ধিমান সাহা-রিচার শহরের তরুণ ক্রিকেটারদের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

CELEBRATING THE LIFE OF
Shantana Ghosh

With a heavy heart, we share the news of the passing of **Shantana Ghosh**. Her warmth and kindness will be deeply missed by her daughters and the entire Dolly Inn family.

TUESDAY 4TH AUGUST , 2026
12 PM Onwards
93, Pitabala Bhawan, Khela Ghor More, Siliguri
RSVP: 8918869966